আমার নাটকের গুরু

শ্রীশম্ভু মিত্রের উদ্দেশ্যে

আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য—

—নাট্যকার

মহাজনের মেয়ে প্রসঙ্গে

এক ধরণের মানুষ পৃথিবীতে থাকেন যাঁরা শুধু দিতে ভালোবাসেন। এ নাটকের হেমেন রায়—সেই ম-হা-জ-ন—যিনি সততার শিখরে দাঁড়িয়ে আমরণ উজ্জ্বল থেকে গেলেন। আর গ্রামবাংলার গরীব মেয়ে সীতা—সেই উদাত্ত ম-হা-জ-নে-র ব্যক্তিত্বের দর্পণে যেদিন শুচিশুদ্ধ রূপ নিয়ে পদ্মের মত ফুটে উঠলো—সেদিন পুত্রবধূর আসনে সেই সীতাকে প্রতিষ্ঠিত করে হেমেন রায় করে বসলেন এক বৈপ্লবিক কাণ্ড।

এ নাটকের ঘটনার অনেকটা বাস্তব থেকে নিয়েছি। 'গণবাণী' সংস্থায় সাড়ম্বরে অভিনীত হয়েছে বিরাট খ্যাতি নিয়ে।

এ নাটক প্রকাশে স্নেহাস্পদ দিলীপ কুণ্ডু ও নির্মল বুক এজেন্সীর সত্বাধিকারী শ্রীনির্মলকুমার সাহার অকুণ্ঠ সাহায্য আমাকে কৃতজ্ঞ করে রাখলো।

নাটকটি পাঠক ও অভিনেতাদের কাছে সমাদৃত হলে আনন্দ পাবো।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র-পরিচিতি

॥ পুরুষ ॥

হেমেন রায়	...	... বিষ্ণুপুরের জমিদার
সঞ্জয় রায়	...	... ঐ বড় ছেলে
সোমেন রায়	...	... ঐ ছোট ছেলে
গোপাল রায়	...	... সঞ্জয়ের পুত্র
সত্যানন্দ রায়	...	... হেমেন রায়ের জ্ঞাতিভাই জমিদার।
হৃদয়নাথ মুখার্জী [মি. মুখার্জী]	...	... রায়বাহাদুর, সঞ্জয়ের শ্বশুর
রণজিত মুখার্জী	...	... হৃদয়নাথ মুখার্জীর ছেলে
প্রাণনাথ	...	... ঐ বন্ধু
দুর্গামিত্র	...	... উকিল। হেমেন রায়ের হিতাকাঙ্খী।
রজনী	...	... সত্যানন্দ রায়ের গোমস্তা
সনাতন	...	... বৃদ্ধ বর হেঁপো রুগী
গগন	...	... জমিদার বাড়ীর লাঠিয়াল
হরেন	...	... হস্‌পিটালের কর্মী
জীবন ডাক্তার	...	... বিষ্ণুপুরের ডাক্তার
মিঃ সামন্ত	...	... পুলিশ ইন্সপেক্টর [কলিকাতা]

[কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল্]

॥ স্ত্রী ॥

মন্দিরা	...	... হেমেন রায়ের পুত্রবধূ
কিন্নরী	...	... হৃদয়নাথ মুখার্জীর স্ত্রী
সীতা	...	... রজনীর মেয়ে
কুমুদিনী	...	... জমিদার বাড়ীর ঝি

!! যাত্রার কয়েকখানি বলিষ্ঠ নাটক !!

রক্তে রাঙা নিশান——শিবাজী রায়

কর্তব্যনিষ্ঠ এক দেশনেতার চরম আত্মত্যাগের কাহিনী।

পরাজিত ভারত-সম্রাট——সঞ্জীবন দাস

দুর্ধর্ষ ভারতসম্রাট কেন হলেন পরাজিত? কে ইনি?

বাগ্‌দান——ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম. এ., বি.-টি.

মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু মায়ের কাছে গৌরসুন্দরের বাগ্‌দান কি নিষ্ফল হয়েছিল? চমকপ্রদ সামাজিক নাটক।

শুভলগ্ন——কানাইলাল নাথ

কাঞ্চনকুমারী ভালবাসলো রঞ্জনকে।·· রহস্য! চক্রান্ত!

গৌর ভড়-এর

শ্মশানের কান্না

(সাথীহারা বুলবুল)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রজনীর বাড়ী।

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে রজনীনাথের প্রবেশ।

রজনী ॥ টাকাগুলো এখনো হাতে এল না—লগ্নেরও আর দেরী নেই। আমি যে কি করি? কোথায় যাই!

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমুদিনী ॥ এতো ভাবছো কেন রজনীদাদা, ছোটবাবু তো তোমাকে টাকা কটা পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।

রজনী ॥ ছোটবাবুকে এখনো চিনলি না কুমু!

কুমুদিনী ॥ চিনবো না কেন? ছোটবাবুর কাছে কুমুরানী হয়ে ছিলাম অতোদিন—ওঁকে চিনবো না? আজই না হয় বয়স বেড়ে গেছে বলে বাতিল হয়ে গেছি। তাই বলে বিয়ের আসরে টাকা এসে না পৌছলে কুমু বাগ্দিনী ওকে ছেড়ে দেবে ভেবেছো?

রজনী ॥ কিন্তু বর যে এখুনি এসে পড়বে। আর এসেই তো বাকী টাকাগুলো হাতে নিয়ে তবে আসরে গিয়ে বসবে বলেছে।

কুমুদিনী ॥ অমন চামারের সংগে আমাদের সীতার বিয়ে তুমি ঠিক করলে কেন দাদা? দেশে কি আর ছেলে ছিল না?

রজনী ॥ ছেলে তো আছে রে দিদি—কিন্তু আমার মতো গরীবের মেয়েকে বিয়ে করবে কে? গোমস্তাগিরি করে ঐ কটা টাকা

তো মাইনে পাই। তোর বৌদি তো মরেই গেল না খেয়ে খেয়ে। ঐ একরত্তি মেয়েটাকে রেখে গেল আমার কাছে—আমাকে জব্দ করবে বলে।

কুমুদিনী ॥ তুমি বড়ো সাধু দাদা, ছোটতরফের গোমস্তা হয়েও নিজের জন্যে কিছু গোছাতে পারলে না। অতো সত্যবাদী হলে কি গোমস্তাগিরি করা চলে?

রজনী ॥ চুরিচামারি করতে যে আমি শিখিনি বোন। রায় বাড়ীর সম্পত্তি ভাগ হলো। বড়বাবুর কাছ থেকে আমাকে জোর করে চেয়ে নিল ছোটবাবু। বড়ো তরফে যদি যেতে পারতাম—তবে তো বড়বাবু নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতেন।

কুমুদিনী ॥ আমি জানি দাদা। সম্পত্তি ভাগ হলো আর জমিদারীর কর্মচারীরা ভাগ হয়ে গেলো, কিন্তু দাদা—ঐ চামার ছোটবাবু সত্যানন্দর টাকা চুরি করলে—কোনো অধর্ম হয় না।

রজনী ॥ তাই কি হয় বোন?—পাপ সব সময়েই পাপ। চোরের ঘরে চুরি করলেও সেটা চুরি—বাটপাড়ি। যাক—সীতামাকে আমার সাজানো হয়েছে কুমু?

কুমুদিনী ॥ হ্যাঁ দাদা। সীতাকে যে কি সুন্দর লাগছে—কি বলবো?

রজনী ॥ লাগবেই তো—মেয়ে যে আমার সত্যিই রূপসী।

কুমুদিনী ॥ জামাই কেমন হবে দাদা? আমাদের মেয়ের পাশে মানাবে তো?

রজনী ॥ অ্যাঁ-হ্যাঁ! হ্যাঁ। মানাবে না কেন? জামাইয়ের বয়স একটু বেশি—তা হোক মেয়ে আমার সুখেই থাকবে।

কুমুদিনী ॥ বয়স বেশি মানে? কতো বয়স?

রজনী ॥ তা-একটু—ইয়ে—পুরুষ মানুষের আবার বয়স কি ? সীতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুই একবার এখানে নিয়ে আয় না দিদি, এখনো লোকজন আসেনি। মেয়েটাকে একবার ভালো করে দেখে নিই।

কুমুদিনী ॥ দিচ্ছি পাঠিয়ে। আর ছোটবাবুর কাছেও টাকার তাগাদা দিয়ে একবার গগনদাকে পাঠাই—না হয় নিজেই যাই।

রজনী ॥ গগন এসেছে নাকি ?

কুমুদিনী ॥ অনেকক্ষণ এসেছে। দরজার কাছে লাঠি নিয়ে বসে আছে।

রজনী ॥ সেকি ? গগন লেঠেলকে দরজায় লাঠি নিয়ে বসে থাকতে দেখলে এ বাড়ীতে কেউ ঢুকবে নাকি ?

গগনের প্রবেশ হাতে লাঠি।

গগন ॥ কেন গো গোমস্তাবাবু ? তোমার মেয়ে তো আমারও মেয়ে বটে।

রজনী ॥ সে তো একশবার। তবে সাত গাঁয়ের লোক তোকে চেনে। বাগদীপাড়ার গগন লেঠেলকে ভয় পায় না—এমন লোক তো এ মহল্লায় দেখি না।

গগন ॥ সেই জন্যেই তো মেয়ের বিয়েতে লাঠি নিয়ে বসে আছি। বর বেটা গোলমাল করলেই—মাথায় মারবো এক লাঠি—দুফাঁক করে দেবো।

রজনী ॥ বাঃ ! জামাইকে মারলে তোর মেয়ের বুঝি সুখ হবে খুব ?

গগন ॥ তাও তো বটে। তবে থাক। তা আর কোনো লোকজন দেখছি না কেন গোমস্তাদাদা ?

রজনী ॥ বড়ো তরফে যদি যেতে পারতাম—তবে আমার সীতার বিয়েতে লোকজন আমি বলতে পারতাম গগন। রোশনচৌকি বসতো—বাজনদার আসতো—

কুমুদিনী ॥ থাক থাক—ওসব মন খারাপের কথা এখন থাক—তোমার মুখের দিকে চাইলে—মেয়েটাও মুষড়ে পড়বে। সীতাকে আমি নিয়ে আসছি দাদা—তুমি একটু হাসি খুশী হয়ে থাকো।

[প্রস্থান।

রজনী ॥ হাসি খুশী হয়ে থাকবো! কিন্তু কি করে থাকবো বলতে পারিস গগন? সব জেনে মেয়েটাকে যে আমি…

[বাইরে শাঁখ বাজতে থাকে]

গগন ॥ আরে—ঐ তো বর এসে পড়েছে! আমি দেখি গোমস্তাদাদা—তুমিও চোখ মুখ মুছে কাজেকম্মে লেগে পড়ো—

[প্রস্থান।

রজনী ॥ চোখ মুছে এ জল বন্ধ করা যাবে না গগন—হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে—কিন্তু ছোট বাবু যে এখনো এলেন না—টাকা কটা হাতে না পেলে বর কি বিয়ে করতে রাজী হবে?

বৃদ্ধ বরের সাজে—সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন ॥ সনাতন এর আগে তিনবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে গোমস্তাবাবু কিন্তু টাকা না পেয়ে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে গেছে আরও তিনবার সবগুলোতে টাকা পেলে আজকের বিয়েটা হতো আমার সাত নম্বর বিয়ে। টাকাটা ফেলুন—আসরে গিয়ে বসি। একটু সরবৎ পাঠিয়ে দেবেন।

রজনী ॥ তুমি আসরে গিয়ে বসো বাবা—আমি এখুনি—

সনাতন ॥ অন্যায় করতে বলবেন না গোমস্তামশাই, অন্যায় আমি ভালবাসি না।

রজনী ॥ অন্যায়?

সনাতন ॥ তাছাড়া কি ? অরক্ষণীয়া মেয়েদের উদ্ধার করা আমার ব্রত। তার বদলে পাই পাঁচকুড়ি টাকা, টাকাটা হাতে তুলে না দিয়ে ঐ আসরে গিয়ে বসতে বলা তো পাপ। আপনি আমাকে পাপ করতে বলছেন ? ছিঃ ছিঃ···

[ছিঃ বলার সংগে কাশি—কাশতে থাকে]

রজনী ॥ কি হলো বাবাজী—কষ্ট হচ্ছে ?

সনাতন ॥ ঐ হাঁপানিটা কাল থেকে বড়ো বেড়েছে। ওষুধেও ঠিক কাজ হচ্ছে না হাতে পয়সা কড়িও তেমন কিছু নেই, আপনার টাকাটা হাতে এলে একটু চিকিচ্ছে করাবো ভালো করে। তা কই ? টাকাটা দিন। টাকাটা দিয়ে পুরুত-ফুরুত ডাকুন।

সীতার প্রবেশ।

সীতা ॥ কতো টাকা এর দরকার বাবা ?

রজনী ॥ একি ? তুই এখানে এলি কেন মা ?

সীতা ॥ কেন বাবা ? কুমু পিসীকে তুমি যে বলেছো—রাজরানীর বেশে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে—তা দেখতে তোমার ইচ্ছে করছে।

রজনী ॥ হ্যাঁ—বলেছিলাম। তাই বলে হুট্ করে তুই বাইরে চলে আসবি ? আমাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেই তো চলতো।

সীতা ॥ টাকাকড়ির কথা শুনে তোমার পাওনাদারকে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না বাবা। এই বুঝি আমার·

সনাতন ॥ বর। তুমি বুঝি···

সীতা ॥ কনে।

সনাতন ॥ বেশ ! বেশ ! বয়সটা অবিশ্যি তোমার একটু বেশি হয়ে গেছে !

সীতা ॥ তা হোক—আপনার সংগে বেমানান হবে না।

সনাতন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ—তা যা বলেছো ; এর আগে আরও তিনটে বৌ হয়েছিল তো তাদের তুলনায় তুমি একটু বড়ো হয়ে গেছ। তা হোক—বড়ো সংসারে বড়ো বৌই দরকার। তা গোমস্তামশাই আমার টাকা ?

রজনী ॥ হবে বাবাজী। টাকা হবে—তুমি আসরে গিয়ে বোসো।

সনাতন ॥ কথার খেলাপ করছেন গোমস্তামশাই—ভাবছেন সুন্দর মুখ দেখিয়ে টাকার কথা ভুলিয়ে দেবেন ? টাকা কিন্তু ভোলবার নয়—

[কাশে]

সীতা ॥ আমাকে—আমাকে তুমি কতো টাকায় বিক্রী করেছো বাবা ?

রজনী ॥ মারে—মা আমার—তবে আমি কি করবো—কি করতাম ?

সীতা ॥ দড়ি আর কলসী কিনতে পারতে না ? না পারলে আমি জোগাড় করে নিতাম।

রজনী ॥ চুপ কর মা—আর বলিসনি। অনেক চেষ্টা করেছি মা। ভালো বরও পেয়েছিলাম—কিন্তু তাদের টাকার দাবী যে সাধ্যের বাইরে ছিল। তাই ভাবনা চিন্তায় অস্থির হয়ে···

সীতা ॥ আমাকে বিক্রী করে দিলে। আজকের পরে আমাকে নিয়ে তোমার তো কোনো ভাবনা থাকবে না—তাই না বাবা ?

রজনী ॥ কেন মা ? আজকের পর তুই কি করবি ?

সীতা ॥ আমার ভাবনা—আমারই থাক বাবা।

সনাতন ॥ কি সব ঘ্যান ঘ্যান করছেন বলুন তো আপনারা—আমার টাকাটা দেবেন—না আমি যাবো ?

রজনী ॥ না না—যাবে কেন ? টাকাটা এখুনি এসে পড়বে—তুমি আসরে চলো বাবা।

সনাতন ॥ ওসব কথা মানে আমি তিনবার শুনেছি গোমস্তামশাই, আচ্ছা আমি তবে আসি।

ছোটবাবু সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ আর একটু অপেক্ষা কর বাবাজী। এই বুঝি তোমার জামাই?

রজনী ॥ হ্যাঁ বাবু। ঐ টাকাটা—

সত্যানন্দ ॥ আর ঐ বুঝি তোমার মেয়ে?

রজনী ॥ হ্যাঁ ছোটবাবু। টাকাটা না পেলে—

সত্যানন্দ ॥ বিয়েটা হচ্ছে না—এই তো?

রজনী ॥ হ্যাঁ বাবু।

সত্যানন্দ ॥ ঠিক আছে। টাকা আমি এনেছি। এই কাগজটাতে একটা সই করে দাও।

রজনী ॥ ওটা কি বাবু?

সত্যানন্দ ॥ তোমার ভদ্রাসনটা আমার কাছে কদিন বাঁধা থাকবে!

রজনী ॥ কেন বাবু? সুদ তো আমি দোবো বলেছি।

সত্যানন্দ ॥ তা তো দেবেই—তাই বলে খালি হাতে কি আর—নাও নাও সই করো।

সীতা ॥ না বাবু—কাগজ পত্তরে সই করে বাবা টাকা নেবে না।

সত্যানন্দ ॥ সেকি সুন্দরী—তাহলে যে তোমার বিয়ে হবে না।

সীতা ॥ বিয়ের জন্যে আমি ব্যস্ত নই।

রজনী ॥ কাকে কি বলছিস মা? ইনি যে আমাদের ছোটবাবু। আমার মহাজন। সমাজপতি।

সীতা ॥ ও, তাহলে এঁরই নির্দেশে আমাকে জলে ফেলছো। এঁর জন্যেই একঘরে হবার ভয়ে আমাকে বিদেয় করছো?

সত্যানন্দ ॥ কি করি বলো? সমাজের অনুশাসন যে বড়ো কঠিন। অবশ্য তোমাকে আমি আগে দেখিনি—দেখলে হয়তো অন্যরকম বিধান দিতাম।

সীতা ॥ কি রকম বিধান?

সত্যানন্দ ॥ সে কথা বলে আর লাভ নেই। ছাখো রজনী—এই কাগজ-টাতে একটা সই করে দিলে তোমার খুব ক্ষতি হবে না।

সীতা ॥ ওতে কি লেখা আছে?

সত্যানন্দ ॥ এক বছরের মেয়াদ রইলো ঋণ শোধের। মাসে মাসে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেবো আসল আর সুদ। এক বছর পরে সব শোধ হয়ে গেলে কাগজটা তুমি ফেরত নিও।

রজনী ॥ কিন্তু বাবু—আমার যে আর কিছু নেই—

সীতা ॥ তাতে কি হয়েছে বাবা—এই লগ্নে বিয়ে না হলে আমি যে লগ্ন-ভ্রষ্টা হয়ে যাবো। তখন ঐ সমাজপতিরা নতুন করে যে বিধান দেবেন—তা কি তুমি সইতে পারবে? কি বলেন ছোটবাবু?

সত্যানন্দ ॥ বাঃ, তুমি ভারী তেজী মেয়ে তো? ভারী ভালো লাগলো—আগে জানলে এমন মুক্তোমালা বাঁদরের গলায় ঝুলতে দিতাম না।

সনাতন ॥ কি? কি? আপনি আমাকে বাঁদর বললেন?

সত্যানন্দ ॥ [কোমর থেকে টাকার থলি বার করে] আদর করে বললাম।

সনাতন ॥ ধরুন তো চাদরটা! কি ওটা? [কাশে]

সত্যানন্দ ॥ পাঁচকুড়ি টাকা। আদর করে তোমায় বাঁদর বলবো না বাবাজী?

সনাতন ॥ চাদরটা দিন। নিশ্চয়ই। [হাত বাড়াতে যায়]

সত্যানন্দ ॥ [হাত সরিয়ে] এখানে নয়—আসরে।

সনাতন ॥ ঠিক বলেছেন। আসরে বসে টাকাগুলো গুনে নিলেই আমার হাঁপের টানটাও কমে যাবে। একটু সময় না পেলে ঐ সব সংস্কৃত মন্ত্রগুলো বলা কি সোজা কথা!

সীতা ॥ কেন? আগে তো অনেকবার বলেছেন—এখনো মুখস্থ হয়নি? কি হলো বাবা—তাড়াতাড়ি করো।

রজনী ॥ দিন বাবু—দিন কাগজ [সই করে দেয়]—কি জানি—ভালো করলাম কিনা বুঝতে পারলাম না মা।

সীতা ॥ ভালো করেছো বাবা—খুব ভালো করেছো। ভদ্রাসন বাঁধা দিলে—আমাকে ভাসিয়ে দিলে—এখন আর তোমাকে পায় কে? সমাজ তোমাকে আর ছুঁতেই পারবে না। কতো মজা!

সনাতন ॥ তাহলে আমার টাকাগুলো?

সত্যানন্দ ॥ হ্যাঁ—আসরে চলো। টাকাগুলো তাহলে জামাই-এর হাতেই তুলে দিই রজনী। চলো বাবাজী—বুঝিয়ে দিই তোমাকে। [প্রস্থান।

সনাতন ॥ হ্যাঁ চলুন। হাঁপের টানটা এবারে বোধহয় কমে যাবে শ্বশুর মশাই।

[প্রস্থান।

রজনী ॥ সীতা—মা আমার। [সীতা রজনীর বুকে মুখ রেখে কাঁদতে থাকে] কাঁদিসনি মা—চুপ কর। কাঁদিস নি।

সীতা ॥ আমাকে তুমি খুব ভালবাসো—তাই না বাবা?

রজনী ॥ ওরে—তুই যে আমার সব। তোকে যে আমি চোখের আড়াল করতেও পারি না।

সীতা ॥ তাই বুঝি আমার বিয়ে নিয়ে এই চালাকীটা তুমি করলে?

রজনী ॥ কি চালাকি মা?

সীতা ॥ এই যে—তোমার বয়সী লোকের সংগে বিয়ে দিলে—তোমার ইচ্ছেটা যে আমি বুঝতে পেরেছি বাবা।

রজনী ॥ ইচ্ছে ? কি ইচ্ছে ?

সীতা ॥ কাল শ্বশুর বাড়ী যাবো। তারপর দুদিন বাদেই সধবা সীতা সাদা থান পরে ফিরে আসবে তোমার কাছে। তোমার কাছেই তাহলে থাকতে পারবো।

রজনী ॥ না না। এসব তুই কি বলছিস ?

সীতা ॥ ঠিকই তো বলছি। ঐ বৃদ্ধের পরমায়ু আর কদিনের। দেখো বাবা—খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো তোমার কাছে। কুমারী মেয়ে বাবার কাছে বেশিদিন থাকলে সমাজ চোখ রাঙ্গাবে—কিন্তু বিধবা মেয়ে সারাজীবন থাকলেও কিছু বলতে পারবে না। সমাজ-পতিদের চোখে তখন কত মায়া—কতো দরদ—কতো লোভ—কতো রঙ্গ—কি মজা—না বাবা—কি মজা! [হাসতে থাকে]

রজনী ॥ না! এ সব কথা বলিসনি সর্বনাশী। এই অভাগা বাপটার মুখের দিকে চেয়ে তোর জিভটাকে একটু আটকে রাখ মা—একটু আটকে রাখ। [বাইরে হঠাৎ হৈ চৈ শব্দ]—কি হলো ? কিসের হট্টগোল ! [ছুটে আসে গগন]

গগন ॥ গোমস্তাবাবু শীগগীরি এসো। জামাই কাশতে কাশতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে !

রজনী ॥ অ্যাঁ ? কি সর্বনাশ ?

[দুজনেই ছুটে বেরিয়ে যায়। কুমুদিনী ভেতর থেকে শাঁখ হাতে ছুটে আসে]

কুমুদিনী ॥ কি হয়েছে সীতা ?

সীতা ॥ জানি না কুমুদি। শুনলাম—জামাই টাকা গুণতে গুণতে কাশতে সুরু করেছে—আর তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেছে!

কুমুদিনী ॥ সেকি? দেখি?

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ আর দেখে লাভ নেই। অজ্ঞান হয়েছিল—কিন্তু ও জ্ঞান আর ফিরবে না। তোমার ভাবী বর হার্টফেল করেছে সীতা। এখন তুমি সত্যি সত্যিই অরক্ষণীয়া হয়ে গেলে সীতা।

কুমুদিনী ॥ তাই বুঝি তুমি রক্ষে করতে এগিয়ে এসেছো?

সত্যানন্দ ॥ হ্যাঁ কুমুদিনী। এদের রক্ষে করাই যে আমার ব্রত। আমি যে মহাজন।

সীতা ॥ নিজেকে আমি নিজেই রক্ষে করবো মহাজন, আপনি আসুন।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ ॥ এই ছাখো—সব কিছুতেই কি অতো রাগারাগি চলে?

[এগিয়ে]

কুমুদিনী ॥ কোথায় যাচ্ছেন?

সত্যানন্দ ॥ সীতাকে সান্ত্বনা দিতে। শোক পেয়েছে তো?

কুমুদিনী ॥ কিছু শোক পায়নি। ও নিশ্চিন্ত হয়েছে। তুমি বাড়ীর বাইরে যাও। এটা তোমার জমিদারীর কাছারিঘর নয়।

সত্যানন্দ ॥ এই ছাখো—ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়ীতে এমন বিপদ—আর এখুনি—ছি ছি—আমি পরে আসবো—অ্যাঁ? পরেই বরং আসবো।

(প্রস্থান।

কুমুদিনী ॥ শয়তানের বাচ্ছা। কিন্তু সীতার এখন কি হবে? ও

গোমস্তাদাদা—শোক দুঃখ কোরো না। ও বুড়ো মিনসে মরেছে ভালোই হয়েছে। আমি বরং সেই আনন্দেই শাঁখ বাজাই।

(শাঁখ বাজাতে বাজাতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমেন রায়ের বাড়ী।

প্রথমে হেমেন রায় ও পরে মন্দিরার মা কিন্নরীর প্রবেশ।

হেমেন॥ সঞ্জয়কে বাধা দেবার কথা ভাবছেন কেন বেয়ান—বরং আশীর্বাদ করুন যেন সত্যি ও অবিচলিত থাকে।

কিন্নরী॥ কিন্তু নিজের ভালো মন্দ সঞ্জয় যদি আজও বুঝতে না পারে—আপনি যদি এখনো ওকে সাবধান করে না দেন—তবে তো কদিন পরে ওর নিজের বলতে কিছুই থাকবে না।

হেমেন॥ আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি—কিন্তু মুশকিল কি জানেন বেয়ান ঠাকরুণ—ভবিষ্যৎ বলতে আপনারা যা ভাবেন—আমি বা সঞ্জয় কেউই যে সেটা মানি না।

কিন্নরী॥ তার মানে? কদিন পরে মন্দিরার কোলে ছেলে আসবে—আপনার নাতি—তার ভবিষ্যৎ কি ভাবা উচিত নয়?

হেমেন॥ ভবিষ্যৎ বলতে আপনারা মনে করেন সঞ্চয়—নিরাপত্তা। আগামী বংশধরদের জন্যে প্রাচুর্য আর বৈভব জমিয়ে রাখা। তাই নয় কি?

কিন্নরী॥ হ্যাঁ—তাই। তাতে অন্যায় কি হয়েছে? এই যে নানা

পার্বণের উপলক্ষ্যে গ্রামের সমস্ত মানুষকে মাঝে মাঝেই খাওয়ানো—এটা অপচয় নয় ?

হেমেন ॥ গ্রামের মানুষকে খাওয়ানো অপচয় হবে কেন ? ওরা তো আমার প্রজা—আমার সন্তান তুল্য। আমার যদি সামর্থ্য থাকতো তবে তো সারা বছর ধরেই ওদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতাম।

কিন্নরী ॥ কিন্তু মন্দিরার গর্ভে আপনার যে বংশধর আসছে তার জন্যে কি আপনাদের কোনো কর্তব্য নেই ?

হেমেন ॥ কেন থাকবে না ? আমার সঞ্চয়ের ছেলে বা মেয়ের জন্যে আমার কর্তব্য থাকবেনা ? বাবা হিসেবে সঞ্চয়ের কর্তব্য থাকবে না ?

কিন্নরী ॥ তবে ?

হেমেন ॥ সেই অনাগত শিশুকে আমরা মানুষ করবো। শুধু সঞ্চিত সম্পদের চূড়ায় বসিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখালে সে তো মানুষ নাও হতে পারে। আমার বাবাও মৃত্যুর সময়ে আমার জন্যে পার্থিব সম্পদ কিছু রেখে যাননি বেয়ান ঠাকরুণ।

কিন্নরী ॥ বুঝলাম। আপনার পথ থেকে আপনি সরবেন না।

হেমেন ॥ সরবার তো প্রয়োজন দেখছি না। তা'ছাড়া আপনি মিথ্যে দুশ্চিন্তা করছেন। আপনাদের শুভেচ্ছায় ব্যবসায় আর জমিদারী থেকে আমি এ পর্যন্ত যা উপার্জন করেছি ব্যাভিচারের পথে না গেলে—আমার অধস্তন দু' তিনপুরুষ নিশ্চিন্তে ভোগ করলেও তা শেষ করতে পারবে না। তাছাড়া আইনবিদ্ হিসেবে সঞ্চয়েরও খুব পসার হয়েছে—সুনাম হয়েছে। অর্থ নয়—সঞ্চয়ের স্বাস্থ্য নিয়েই এখন আমার চিন্তা।

কিন্নরী ॥ কেন ? কি হয়েছে ওর ?

হেমেন ॥ হবে আর কি ? দিনরাত পরিশ্রম করে। কলকাতার বাড়ীতে ওকে দেখাশোনা করার জন্যে বৌমা যদি ওখানে থাকতো—তবে একটু নিশ্চিন্ত হতাম।

কিন্নরী ॥ মন্দিরা তো থাকতেই চায়। কিন্তু জামাই যে দেশ দেশ করে পাগল হয়ে থাকে। ওখানে তো স্বদেশীদের ভীড়—ওখানে আমার মেয়ে থাকে কি করে বলুন ?

হেমেন ॥ কেন ? পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে যাঁরা জীবনপণ করছে তাঁরা ওখানে এলে বৌমার অসুবিধে হবে কেন ? ওর তো গর্ব হওয়া উচিত।

কিন্নরী ॥ আপনি বলেন কি ? মন্দিরার বাবা রায় বাহাদুর—দাদা আই. সি. এস.। স্বদেশীদের সংগে মন্দিরার মাখামাখির কথা শুনলে ওরা তো রাগে অস্থির হয়ে পড়বে।

হেমেন ॥ তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। তবে কারও ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। বৌমা যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়—আর সঞ্জয় যদি সেটা মেনে নেয়—তবে এর মধ্যে আমি মাথা গলাতে চাই না। ঠিক আছে, বৌমা তবে এখানেই থাকুক—কলকাতায় যাবার দরকার নেই।

কিন্নরী ॥ কিন্তু আমি ভাবছিলাম—মন্দিরাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবো। এ সময়ে সেটা দরকারও।

হেমেন ॥ তা ঠিক—কিন্তু সামনে পুজো। এ বাড়ীতে এখন ওর কতো কাজ। তা ছাড়া সোমেন এফ. আর. সি. এস. হয়ে বিলেত থেকে ফিরে আসছে দু একদিনের মধ্যেই। এখন বৌমা চলে গেলে কি—

মন্দিরার প্রবেশ

মন্দিরা ॥ ঠাকুরপো এলে আমারও চলে যাবার কথা উঠবে না বাবা।

হেমেন ॥ এসো মা এসো। সেই কথাই তো তোমার মাকে বলছি। এ বাড়ীর লক্ষ্মী তুমি। পুজোর আগে তোমার কতো কাজ।

মন্দিরা ॥ ঠাকুরপো কবে আসবে বাবা?

হেমেন ॥ ঠিক জানি না। তবে আজকালের মধ্যেই আসার কথা। কলকাতার ঠিকানায় সঞ্জয়ের কাছেই তো টেলিগ্রাম আসবে। সঞ্জয় কোথায়?

মন্দিরা ॥ কলকাতা থেকে দুজন স্বদেশী এসেছে। তাদের সংগে কথা বলছেন। ওদের সংগে যে কি এতো কথা—তাও বুঝি না।

হেমেন ॥ বোঝার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে মা। ওঁরা তো বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন।

মন্দিরা ॥ স্বদেশীদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

হেমেন ॥ সেটা তোমার চোখের দোষ। ওঁদের নয়। স্বদেশকে—দেশমাতাকে ভালবাসেন বলেই ওঁরা স্বদেশী। ওঁরা যেদিন অর্থে আর সামর্থ্যে শক্তিমান হয়ে উঠবেন সেদিন ঐ বিদেশী শোষকদের রাজাগিরি শেষ হয়ে যাবে।

কিন্নরী ॥ বলেন কি বেয়াইমশাই! ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবে ঐ অসভ্য, হিংস্র:টে স্বদেশীরা? কোনোদিনই তা সম্ভব নয়।

সঞ্জয়ের গীতকণ্ঠে প্রবেশ।

গান

অনেক আগেই ঐ বিদেশীরা ফেরার জাহাজ ধরতো
যদি না এদেশে কিছু কিছু লোক হুজুর হুজুর করতো।

ওরা দস্যু, ওরাই লুটেরা অত্যাচারীর দল
ভারত মাতার দু'হাতে ওরাই পরায়েছে শৃঙ্খল
গোলামের দল যদি না থাকতো ঐ দস্যুরা মরতো
যদি না..................

মন্দিরা ॥ আমার বাপদাদাকে তুমি গোলাম বলছো ?

সঞ্জয় ॥ বলছি—সত্যি বলেই বলছি। বাবা—যুগান্তর পার্টি থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন—এখুনি ওঁদের কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

হেমেন ॥ বেশ তো—যা পারো—দিয়ে দাও।

সঞ্জয় ॥ আপাততঃ হাজার তিনেক টাকা তাহলে দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্নরী ॥ তিন হাজার টাকা ? ঐ স্বদেশী গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেবে ?

সঞ্জয় ॥ আপাততঃ তিন হাজার।

হেমেন ॥ না সঞ্জয়। তিন নয়—আপাততঃ দশই দিয়ে দাও। পুলিশের চোখ এড়িয়ে বারবার ওঁদের এখানে আসা নিরাপদ নয়। চলো—টাকাটা আমিই বার করে দিচ্ছি [প্রস্থানোদ্যত—ফিরে এসে] বেয়ান ঠাকরুণ—দশ হাজার নয়—যদি আমার অনেক থাকতো তবে দশ লাখ দিতেও আমি ইতঃস্ততঃ করতাম না। আমার গর্ব কোথায় জানেন বেয়ান ঠাকরুণ—আমার ছেলে—আমার এই ছেলে রাজা-মোসাহেবদের খাতায় নাম না লিখিয়ে শোষণের প্রতিবাদ করতে শিখেছে। আপনাদের জন্যে করুণা হয়—কষ্ট হয়। এমন ছেলের বাবা মা হওয়ার তৃপ্তির স্বাদ আপনারা কোনদিন পেলেনও না—পাবেনও না।

(প্রস্থান।

কিন্নরী ॥ তোমার বাবা কি সত্যি সত্যি দশহাজার টাকা জলে ফেলে দেবেন ?

মন্দিরা ॥ তুমি চুপ করো মা। নিজেদের ভালো এরা নিজেরা না বুঝলে তুমি কি বোঝাতে পারবে ? (সঞ্জয়কে) তোমার বাবা কিন্তু মাকে অপমান করে গেলেন।

সঞ্জয় ॥ অপমান বাবা করতে জানেন না—বাবা শুধু সত্যটাকে স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। যাতে তোমরা সহজ চোখে দেখতে পাও !

মন্দিরা ॥ কেন ? আমরা কি অন্ধ নাকি ?

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ—খানিকটা তাই। তোমাদের বাইরের চোখ দুটো খোলা কিন্তু মনের চোখ দুটো যে বন্ধ। চেয়ে দেখো মন্দিরা—ভারতমাতার হাতে পায়ে ব্রিটিশের পরানো শেকলের চাপে কি গভীর ক্ষত। আর সেই দুষিত ক্ষতের বেদনায় কেমন নীল হয়ে আছে আমার মায়ের শরীর। চোখে তাঁর যন্ত্রণার অশ্রু।

কিন্নরী ॥ ঠিক আছে বাবা। ঐ অশ্রু তোমরা বাপ বেটায় মিলে প্রাণ ভরে দেখো। এখান থেকে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে যাবো।

সঞ্জয় ॥ কোথায় ?

কিন্নরী ॥ নিরাপদ আশ্রয়ে—আমাদের বাড়ীতে। এখানে ওর ভালো লাগছে না—

সঞ্জয় ॥ মন্দিরা !

মন্দিরা ॥ পুজোটা কেটে যাক মা। তা ছাড়া সোমেন আসবে আজকালের মধ্যে—এসেই তো খুঁজবে আমাকে।

কিন্নরী ॥ বেশ—যা ইচ্ছে তাই করো। তোমার ভালোর জন্যেই বলা।

সঞ্জয় ॥ ধন্যবাদ মন্দিরা। আমি যাই—অনেক কাজ আছে। ভাইয়াকে

আনতে গাড়ী পাঠিয়েছি এয়ারপোর্টে—হয়তো এখুনি এসে পড়বে।

মন্দিরা ॥ সেকি ? এখুনি ?

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ সকালে টেলিগ্রামটা পেয়েই গাড়ী পাঠিয়েছি। বাবাকে বলে আসি। ও এলে একটু আদর যত্ন কোরো। বিলেতে যাবার আগে ভাইয়া যে কদিন তোমাকে দেখেছে সে কদিন তো তোমারই অনুগত ছিল।

কিন্নরী ॥ তা সেও কি ফিরে এসে তোমাদের মতো স্বদেশী করবে নাকি ?

সঞ্জয় ॥ তাই তো আশা করি। ওরই জন্যে এই বিষ্ণুপুরেই বাবা তৈরী করে দিয়েছেন অতো বড়ো হাসপাতাল। তার দায়িত্ব নিলেই তো দেশের সেবা করা হবে। এও তো স্বদেশী করা।

কিন্নরী ॥ এই পাড়াগাঁয়ে বসে হাসপাতাল চালালে এফ. আর. সি. এস. ডাক্তারের আখেরে কি লাভ হবে—তা তো বুঝতে পারছি না বাবা।

সঞ্জয় ॥ হাড়-পিলে-সর্বস্ব রুগ্ন মানুষগুলোর মুখে হাসি ফুটবে এই লাভ। দু'হাত তুলে রায়বাড়ীর ছোটছেলের জয়গানে তারা মুখর করে তুলবে বিষ্ণুপুরের আকাশ এই লাভ। এত বড়ো লাভেও যদি সোমেনের লোভ না থাকে—তবে তার জন্যে আমার দুঃখ হবে মা—দুঃখ হবে।

(প্রস্থান।

কিন্নরী ॥ দুঃখ তোমার কপালে নাচছে বাবা—তাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

মন্দিরা ॥ কেন মা ? দুঃখ হবে কেন ? সোমেন এখানে থেকে প্র্যাকটিস করলে ক্ষতি কি ? ভালোই তো হবে মনে হয়।

সোমেনের প্রবেশ।

সোমেন ॥ ভালো তো হবেই। আমি যখন ফিরে এসেছি—তখন সবই ভালো হবে। হুর্‌রা—বৌদি।

মন্দিরা ॥ ছাড়ো ছাড়ো—লাগছে !

সোমেন ॥ আঃ হা ! কি সুন্দর দেখতে হয়েছো তুমি ! আমার ডোরা আর সিসিলির থেকে অনেক—অনেক সুন্দর !

মন্দিরা ॥ ডোরা—সিসিলি—এরা কারা ?

সোমেন ॥ আমার বিলেতের বান্ধবীরা। বাট্—ইউ। তুমি—তুমি তাদের থেকে অনেক সুন্দর। গাড়ীতে আসতে আসতে একটাও সুন্দর মুখ না দেখে হাঁফিয়ে উঠছিলাম। এখন তোমাকে দেখে—রিয়েলি বৌদি—তুমি ভারী মিষ্টি—চার্মিং আই লাভ ইউ !

মন্দিরা ॥ কি সব বলছো পাগলের মতো—ইনি আমার মা !

সোমেন ॥ ও আই অ্যাম সরি। ভারী দুঃখিত। আপনাকে ঠিক খেয়াল করিনি। [প্রণাম করার চেষ্টা করে]

কিন্নরী ॥ থাক—থাক। তাতে কি হয়েছে বাবা ! এই তো কেমন সুন্দর ছেলে তুমি। এ বাড়ী থেকে একদম আলাদা। আমি যাই। তোমরা প্রাণ খুলে গল্প করো বাবা—প্রাণ খুলে গল্প করো।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ তুমি কি গো ঠাকুরপো ?

সোমেন ॥ কেন ? আমি—আমি সোমেন রায়। এম. বি. এফ, আর. সি. এস.।

মন্দিরা ॥ মার সামনে আমাকে বললে—আই লাভ ইউ !

সোমেন ॥ সো হোয়াট! ভালো লাগলে বলবো না ?

মন্দিরা ॥ আমাকে তোমার ভালো লাগে ঠাকুরপো ?

সোমেন ॥ শিওর। বললাম তো—দারুন, সুইট—সুপার্ব।

মন্দিরা ॥ কিন্তু পুজোর পরে আমি এখানে থাকবো না—তোমার দাদার কাছে আমি যাবো।

সোমেন ॥ দাদা চিরকালই নির্বোধ থেকে গেল—কিন্তু কোথায় যাবে তুমি ?

মন্দিরা ॥ কলকাতায় বাপের-বাড়ীতে। কিন্তু তোমাকে তো এখানেই থাকতে হবে এই বিষ্ণুপুরে। এখানে যে বাবা তোমার জন্যে হাসপাতাল করে রেখেছেন।

সোমেন ॥ ড্যাম ইওর বিষ্ণুপুর! তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানে। ধরো আমার হাত—[হাত ধরে] আমার ঘরটা দেখবে চলো। [সোমেন গান ধরে]

One+Two+I love you.

Hope+Hope you love me too. Darling love me too.

Let us play the game of Love.

[গান গাইতে গাইতে দুজনের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

[আগের দৃশ্যের ইংরেজী গানের সুর বদলে বাংলা সুরে চলে আসে। কলা গাছ নিয়ে— কলা বৌ স্নান করাতে যায় গান গাইতে গাইতে কিছু ছেলে মেয়ে। সংগে ঢাকী]

গান

মেয়েরা ॥ লাভ লোকসান ভুলিয়ে দিতে মা জননী ঘরে এলেন—

ছেলেরা ॥ গণেশ দাদা লুকিয়ে দেখেন—ওর ইস্ত্রী কোথা গেলেন—

মেয়েরা ॥ কলা বৌ করতে এলো চান্।

ছেলেরা ॥ গণেশের পরাণ আন্ চান।

সকলে ॥ সোয়ামী ভুলে ছেলের দিকে [মা] জননী মিটিমিটি চান।

কলা বৌ করতে এলো চান।

[গানের শেষে সকলে বেরিয়ে যায়]

সীতার হাত ধরে রজনী গোমস্তার প্রবেশ ; রজনী অসুস্থ। হাতে পুজোর ডালি।

সীতা ॥ এতোটা পথ এ অবস্থায় তুমি না এলেই পারতে। পুজো আমি একলাই দিতে পারতাম বাবা।

রজনী ॥ তাই কি হয় মা—বছরে একবার মা দুগ্‌গা আসেন —নিজের চোখে একবার দেখবো না ?

সীতা ॥ আজ একটু সুস্থ হয়ে কাল কি পরশু এলেও তো পারতে।

রজনী ॥ কাল পরশু তো আরও অসুস্থও হয়ে পড়তে পারি মা। তা ছাড়া তোকে একলা পাঠাতে যে মন চাইলো না।

সীতা ॥ কেন বাবা?

রজনী ॥ তুই সোমত্ত মেয়ে। এই পুজোর দিনেও তোর সারা অংগে একটা গোটা কাপড় নেই। এতোটা রাস্তা একলা হেঁটে এসে জমিদার বাড়ীতে তুই পুজো দিতে গেলে ঘরে বসেও আমি যে স্বস্তি পেতাম না মা।

সীতা ॥ কেন? জমিদার বাড়ীতে আবার ভয় কি?

রজনী ॥ আছে মা—ভয় আছে। বড়বাবুর কথা ভাবি না। সত্যিই মহাজন। ছোটবাবুর মতো সুদ নিয়ে মহাজন নয়—আসল মহাজন আর দাদাবাবুর কথা ভাবি না—ওঁরা দেবতা কিন্তু দানবও যে আছে ওখানে। এখন ভালোয় ভালোয় পুজোটা দিয়ে আসতে পারলে হয়।

ছোটবাবু সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ পুজো দিতে কোথায় যাচ্ছ রজনী।

রজনী ॥ পেন্নাম ছোটবাবু। কোথায় আর যাবো। যাচ্ছি আপনাদের বড় তরফের বাড়ীতেই। বছরকার পুজো। মাকে একবার দেখে আসি।

সত্যানন্দ ॥ বড়ো তরফে যাচ্ছো? তাহলে অসুখ বিসুখ তোমার কিছুই হয়নি, এমনিই কামাই করছো?

সীতা ॥ না বাবু। জ্বরে বাবার গা পুড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই শুনলে না।

সত্যানন্দ ॥ ওঃ। ইয়ে—এই বুঝি তোমার সেই মেয়ে ? এর বিয়েতেই ৫০০ টাকা ধার করেছিলে না ?

রজনী ॥ পাঁচশ নয় বাবু—পাঁচকুড়ি টাকা।

সত্যানন্দ ॥ কম দিন তো হলো না। কুড়িই এখন বুড়ি হতে হতে শয়ে গিয়ে ঠেকেছে। তা মেয়েটা তো লগ্নভ্রষ্টা হয়েছে।

রজনী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই বিয়ের দিনই বরটা—

সত্যানন্দ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। মেয়েটা তাহলে এখনো তাজাই আছে। পোকায় খায়নি। কি বলো ?

রজনী ॥ মেয়ের সামনে ওসব কথা বলবেন না বাবু।

সত্যানন্দ ॥ বটে! সতীপনা দেখাচ্ছো! তা যাক—আমার টাকা শোধের কি করলে ?

সীতা ॥ কেন ? মাইনে থেকে কাটছেন না টাকা।

সত্যানন্দ ॥ হ্যাঁ—কিন্তু সে তো সুদের সুদ। আসলে তো হাতই পড়েনি এখনো।

রজনী। ও টাকা তো আমার ভোগে লাগল না বাবু। কে নিল ওগুলো ?

সত্যানন্দ ॥ ঐ তো সেই বরের বড় ছেলে। সেইতো নিৎবর হয়ে এসেছিল।

রজনী ॥ হ্যাঁ, তাই বলছিলাম টাকা কটা আমাকে দান করেছেন বলেই ধরে নিন না বাবু! এতোদিন আপনার গোলামী করলাম—

সত্যানন্দ ॥ কেন রজনীকান্ত—এতোদিন গোমস্তাগিরি করে ধান আখ আর বাঁশঝাড় থেকে তুমি বুঝি কিছু জমাওনি ? প্রজাদের খাজনা থেকে নিজের আখের গুছাওনি ?

সীতা ॥ আমার বাবা চুরি করতে জানে না—ওসব নোংরামি বাবা শেখেনি।

সত্যানন্দ ॥ বাবা। বাঃ বাঃ। এই তেজটা আমি চিরদিনই ভালবাসি।

রজনী ॥ আমি যাই বাবু। পুজোটা দিয়ে আসি। নে মা এটা ধর।

সত্যানন্দ ॥ এ-হে-হে। এই দুটো শশা আর কলা—এ পুজো মা নেবে না।

রজনী ॥ কেন বাবু—? আমরাও তো মার সন্তান।

সত্যানন্দ ॥ অপদার্থ সন্তান—। এই কটা ফলমূল—তাও ঐ লগ্নভ্রষ্টা মেয়েটাকে দিয়ে ছুঁইয়ে দিলি। ওটা যে অপবিত্র হয়ে গেল।

রজনী ॥ কিন্তু বড় বাবু তো জাত মানেন না।

সত্যানন্দ ॥ দাদার ভীমরতি হয়েছে। দুনিয়ার ছোটলোকদের নিয়ে মাতামাতি। সব উড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। পৈতৃক পুজোটাও জোর করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলো। ভালোই হলো—আমার খরচ বাঁচলো।

রজনী ॥ কিন্তু বাবু। বড়বাবু যতো দান খয়রাতি করেন ততোই তো ওঁর ব্যবসা বাড়ছে। পয়সা বাড়ছে। উড়তে তো কিছু দেখছি না।

সত্যানন্দ ॥ তুমি কোন্ তরফের গোমস্তা রজনী ?

রজনী ॥ আজ্ঞে ছোট তরফের—আপনার।

সত্যানন্দ ॥ তবে দাদার এতো গুণগান করছো কেন ? জানো তো আমার সহ্য হয় না।

রজনী ॥ আজ্ঞে আর করবো না।

সত্যানন্দ ॥ টাকার তোমার খুব দরকার তাই না ? মেয়েটা ঘাড়ের

ওপরে এসে পড়েছে। জরজারি—বাড়তি রোজগার নেই। টাকার তোমার খুব দরকার তাই না?

রজনী ॥ সেকথা আর কি বলবো বাবু? নিজেই তো সব দেখছেন।

সত্যানন্দ ॥ দেখছি বৈকি! যতোটা পারি দেখছি [সীতাকে দেখতে দেখতে] আরও দেখতে চাই। [হঠাৎ] একে তুমি দিয়ে দাও রজনী!

রজনী ॥ বাবু?

সত্যানন্দ ॥ আমার তো তিনকুলে কেউ নেই। টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে বিয়ে পর্যন্ত করলাম না।

সীতা ॥ কিন্তু বাগান বাড়ী তো করেছেন—

সত্যানন্দ ॥ করেছি—জমিদারীর ঠাট রাখতে হয় যে—কিন্তু বাগানে ফুল ফোটেনি গো মেয়ে। তাই তো বলছি—

সীতা ॥ কি বলছেন?

সত্যানন্দ ॥ টাকাটা তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না রজনী—ফুলটা আমাকে বেচে দাও। আমার বাগানবাড়ীতে ফুটে থাকবে।

[সীতা হঠাৎ ঘুরে সত্যানন্দের গালে একটা চড় মারে]

সীতা ॥ শয়তান। ইতর।

রজনী ॥ ইজ্জত রেখে কথা বলতে জানেন না।

[সত্যানন্দের দিকে এগিয়ে যায়]

সত্যানন্দ ॥ তবে মর হারামজাদা [ধাক্কা দেয়। রজনী পড়ে গিয়ে কপাল ফেটে যায়] আর হারামজাদী—তোকেও আমি ছাড়বো না। মামলা করে তোদের ভিটে ছাড়া করবো।

ঘুরে বেরুতে যায়। সঞ্জয়, মন্দিরা ও বাগ্‌দী
লেঠেল গগনের প্রবেশ।

সঞ্জয়॥ মামলা একটা হবে কাকা তবে সে মামলা তুমি করার আগে করবে রজনীকাকা।

সত্যানন্দ॥ তার মানে ?

সঞ্জয়॥ এই বুঝি তোমার মেয়ে রজনীকাকা ?

রজনী॥ হ্যাঁ দাদাবাবু। সীতা। চণ্ডীমণ্ডপে পুজো দিতে যাচ্ছিলাম।

সঞ্জয়॥ পুজোটা তুলে নাও সীতা। তোমার বাবাকে নিয়ে থানায় চলে যাও। ঐ রক্ত দেখিয়ে থানায় ডাইরী করবে। মামলা করতে হবে। ডাইরী করা হয়ে গেলে আমাদের বাড়ীতে এসো।

সত্যানন্দ॥ তুই ওকে মামলা করতে বলছিস্ ?

সঞ্জয়॥ হ্যাঁ বলছি।

সত্যানন্দ॥ সাক্ষী দেবে কে ? মামলা লড়বে কে ?

সঞ্জয়॥ উকিল হিসেবে আজকাল আমার নামডাক হয়েছে কাকা। আর সাক্ষী দেবে গগনদা।

সত্যানন্দ॥ গগন সাক্ষী দেবে ?

গগন॥ হ্যাঁ দেবো। আমরা যে সব দেখেছি।

সত্যানন্দ॥ কি দেখেছিস্ ? [চেঁচিয়ে] কি দেখেছিস তুই ?

গগন॥ আস্তে ছোটবাবু। আমি আপনার প্রজা নই। বলছিলাম সবটা নয়—তবে অনেকটা দেখেছি। ঐ চড়মারার আগে থেকে শুনেছি আর দেখেছি।

সত্যানন্দ॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে সঞ্জয়। ঐ ছোটজাতের মেয়েটার জন্যে দরদে তোর বুক উথলে উঠ্‌ছে। আমার নামে মামলা করে

তাই রায়বাড়ীর মান ডোবাতে চাইছিস। শুনে রাখো বৌমা—শুনে রাখো। ভালোই হলো—যাই দাদার কাছে সব কথা খুলে বলি—দাদাই বিচার করুক।

[প্রস্থান।

সঞ্জয় ॥ তোমার দাদার কাছে যদি সত্যি সত্যিই তুমি সবটা খুলে বলো—তাহলে আমার কাজ অনেক কমে যাবে কাকা। সবটাই বলবে কিন্তু [চেঁচিয়ে]। যাও। সীতা—তোমাকে যা বললাম—তাই করোগে।

সীতা ॥ কিন্তু দাদাবাবু—[নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে]

সঞ্জয় ॥ কিন্তু কি? কি হলো—অমন করে চেয়ে আছো কেন?

সীতা ॥ [চমক ভেঙ্গে] না। বলছিলাম আপনাদের নিজেদের মধ্যে এই মামলা মোকদ্দমা—ভালো হবে কি?

সঞ্জয় ॥ গগনদা—সীতার হাতের পুজোটা নিয়ে নাও [গগন নেয়] কি ভালো—কি মন্দ তা আমি জানি সীতা।

রজনী ॥ কিন্তু দাদাবাবু—আমাদের মতো একটা ছোটমানুষের জন্যে—

মন্দিরা ॥ তাছাড়া ওরা তো আমাদের প্রজা নয়।

সঞ্জয় ॥ ছোট মানুষের জন্যে কিছু করছি না—আর আমাদের প্রজা কি ওদের প্রজা তা ভেবেও কিছু করছি না। আমি যা করতে চাইছি তা ন্যায়ের জন্যে—মনুষ্যত্বের জন্যে। [সীতা প্রণাম করে] কি হলো হঠাৎ প্রণাম করছো কেন?

সীতা ॥ এমনি দাদাবাবু।

মন্দিরা ॥ বাবা কিন্তু তোমার ওপর রাগ করবেন।

সঞ্জয় ॥ কেন?

মন্দিরা ॥ এদের জন্যে তুমি সত্যি সত্যি মামলা করলে—সেটা ভালো হবে না।

সঞ্জয় ॥ বাবাকে তুমি চেনো না।

মন্দিরা ॥ তোমার দুটো ব্যাপার আমার একটুও ভালো লাগে না।

সঞ্জয় ॥ কোন দুটো ?

মন্দিরা ॥ এই গায়ে পড়ে ছোটলোকদের উপকার করা—

সঞ্জয় ॥ ছোটলোক কারা মন্দিরা ? একই চন্দ্র সূর্যের আলোয় তো আমরা সবাই বড়ো হয়েছি—একই পৃথিবীর বাতাস আমরা তো সমান ভাবেই বুক ভরে টেনে নিই—তবে ছোটলোক কাদের বলছো ? বড়জোর বলতে পারো ওরা গরীব। আর সেজন্যেই তো বেশি করে দরকার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। যাক—তোমার দ্বিতীয় ব্যাপারটি কি ?

মন্দিরা ॥ তোমার এই স্বদেশীয়ানা। ইংরেজ তাড়াবার ষড়যন্ত্র। আমার বাবা রায় বাহাদুর—দাদা আই সি এস। তোমার কাজের জন্যে ওদের কতো অসুবিধে হয় ! লজ্জা হয় !

সঞ্জয় ॥ অসুবিধে হয় মানি। ইংরেজ প্রভুর কৃপাদৃষ্টি নাহলে ওদের অর্থাগমে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু লজ্জা কিসের ?

মন্দিরা ॥ লজ্জা নয় ? বড়ো বড়ো পার্টিতে ওরা গেলে—অন্য সব রায়-বাহাদুরের আই সি-এস্‌রা ওঁদের দেখে হাসে। বাবার খেতাব তো ইংরেজরা যে কোন দিন্‌ কেড়ে নিতে পারে।

সঞ্জয় ॥ তাতে লজ্জার কিছু নেই মন্দিরা—ওটা গর্বের। প্রভুদের দয়ার দান কেড়ে নেবার আগে তোমার বাবা যদি নিজে থেকে ফিরিয়ে দেন তবে সেটাই হবে সুখের। যাকগে গুরুজনদের আলোচনা এখন থাক। গগনদার সংগে এখন তুমি চণ্ডীমণ্ডপেই ফিরে যাও মন্দিরা।

মন্দিরা ॥ কলা বৌ স্নান দেখবো না ?

সঞ্জয় ॥ অনেক দেরী হয়ে গেছে—ওসব পাট এতোক্ষণে চুকে যাবার কথা। গগনদা মন্দিরাকে নিয়ে যাও। এদের একটু এগিয়ে দিয়ে আমিও যাচ্ছি।

গগন ॥ আসুন বৌদি— [প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ যাচ্ছি। কিন্তু তোমার কথাগুলো আমি মানতে পারলাম না। পুজো কেটে গেলে তোমার মত কিন্তু বদলাতে হবে। নাহলে এখানে থাকা আর সম্ভব হবে না আমার।

[প্রস্থান।

রজনী ॥ আমরাও এবার যাই দাদাবাবু।

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। এসো। কটা দিন একটু সাবধানে থেকো। পুজোর পর কোর্ট খুললে আমি মামলা সুরু করবো। আর বাড়ী ফিরে মাথাটা ধুয়ে বেঁধে নিও।

রজনী ॥ যা বলবেন তাই করবো বাবু। চল মা। বাড়ী চল। মায়ের দর্শন পাওয়া আমাদের ভাগ্যে নেই। এখান থেকেই মাকে প্রণাম করে বাড়ী যাই চল্।

[প্রস্থান।

সঞ্জয় ॥ দেবী দর্শন হলো না বলে দুঃখ হচ্ছে সীতা ?

সীতা ॥ না দাদাবাবু। দেবী দর্শন হয়নি—কিন্তু দেবতার দর্শন তো পেয়েছি।

সঞ্জয় ॥ কখন ? কোথায় ?

সীতা ॥ এখানে একটু আগে। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছি।

সঞ্জয় ॥ আমাকে তুমি দেবতা ভাবলে ?

সীতা॥ আমি কিছু ভাবিনি দাদাবাবু। আমি জীবনে প্রথম একজন মানুষ দেখলাম। রূপেগুণে, মহত্ত্বে পৃথিবীর সেরা একজন মানুষ দেবতা। তাঁর পায়ে প্রণাম জানিয়ে নিজেকে শুধু একটু পবিত্র করে নিলাম। আমি ভুল করিনি দাদাবাবু—আমি কোনো ভুল করিনি। [প্রস্থান।

সঞ্জয়॥ কি সরল বিশ্বাস তোমার সীতা। রজনীগন্ধার শুভ্রতার মত কতো স্নিগ্ধ তোমার মন। কিন্তু—লোভী কুচক্রী ঐ সত্যানন্দ রায়ের লোভের নজর তোমার ওপরে পড়েছে সীতা। রজনীগন্ধার শুভ্রতায় রক্তের আলপনা পড়ার আগে তোমাকে সরিয়ে নিতে হবে—তোমাকে সরিয়ে নিতে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হেমেন রায়ের বাড়ী।

গগনের প্রবেশ।

গগন॥ কিছুতেই আর স্বভাব বদলালো না ছোটকর্ত্তার। তিন কুলে তো কেউ নেই রে বাবা তোর—তবে কার জন্যে এতো পয়সা জমাচ্ছিস?

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমুদিনী॥ বাগানবাড়ীর জন্যে। এমনিতে এক পয়সার মা-বাপ অথচ বাগানবাড়ীতে ফুলের চারা বসিয়েছে কতো!

গগন ॥ তুই দেখেছিস ?

কুমুদিনী ॥ দেখবো না ? বিধবা হয়ে প্রথম নষ্ট হয়েছি ওর হাতে ঐ বাগানবাড়ীতে। সুযোগ পেলে ঐ শকুনের বুকে আমি কামড় বসাবো। চোখ মটকে মটকে মেয়েদের দিকে তোর তাকিয়ে থাকা আমি বার করবো।

গগন ॥ ঠিক বলেছিস। পুজোর কদিন চণ্ডীমণ্ডপে সকাল থেকে রাত অবধি বসে বসে খালি দেখেছে—কোন পাড়া থেকে কোন যুবতী মেয়ে পুজো দিতে এসেছে।

কুমুদিনী ॥ জানি। আবার বড়বাবু পুজোয় গাঁ সুদ্ধ সকলকে নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছেন বলে রাগ কতো ?

হেমেনের প্রবেশ।

হেমেন ॥ কার রাগের কথা বলছিস কুমুদিনী ? ছোটকত্তার ?

কুমুদিনী ॥ হ্যাঁ বাবু। অপরাধ নেবেন না।

হেমেন ॥ কোনো মানুষের অসাক্ষাতে তার সমালোচনা করিসনি কুমুদিনী—কিছু বলার থাকলে তা সামনে বলবি।

গগন ॥ কিন্তু বাবু—ছোট কত্তার—

হেমেন ॥ জানি। সব জানি। দেখছিও সব—কিন্তু আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারি। বিচার তো করতে পারি না। বিচার হবে অন্য আদালতে। যাক—পুজোর ছুটি শেষ হয়ে গেছে—আমার কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দিস।

গগন ॥ কলকাতার বাড়ীতে কি কয়েকদিন থাকবেন কত্তাবাবু ?

হেমেন ॥ হ্যাঁ। কয়েকটা বড়ো অর্ডার আছে। বিদেশে মাল যাবে। রোজ আসা যাওয়া না করে কলকাতায় কয়েকদিন থাকলেই সুবিধে হবে। সঞ্জয় ফিরেছে কোর্ট থেকে ?

কুমুদিনী ॥ আজ্ঞে না।

হেমেন ॥ রোজ কলকাতায় আসা যাওয়া করে ওর শরীরটাও বড়ো ভেঙে পড়েছে—তাই না।

গগন ॥ হ্যাঁ বাবু। যাওয়া আসার ধকলটা বড়ো বেশি।

হেমেন ॥ হুঁ ॥ সোমেন ফিরেছে ?

গগন ॥ হ্যাঁ। বৌদিমণি ওকে জলখাবার খাওয়াচ্ছেন।

হেমেন ॥ খাওয়া হলে সোমেনকে একবার আসতে বল তো কুমুদিনী—

কুমুদিনী ॥ আচ্ছা বাবু। [প্রস্থান।

গগন ॥ ছোটদাদাবাবু—এই হাসপাতালেই থাকবেন তো বাবু ?

হেমেন ॥ জানি না। সেইজন্যেই ডাকলাম। অথচ এখানেই ওকে খুব বেশি দরকার ছিল যে—

সোমেনের প্রবেশ।

সোমেন ॥ কিন্তু তাতে আমার পুরো কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে বাবা। এই গ্রামে পড়ে থাকলে—কে আমাকে চিনবে ?

হেমেন ॥ দেশের মানুষ। যারা তোমাকে চিনতে চায়—যারা তোমার ওপরে কৃতজ্ঞতায় নিজেদের বাঁচাতে চায়।

সোমেন ॥ এতে আমার কি লাভ ? বিলেত থেকে সার্জারী পাস করে এসে এই অসভ্যদের—গাঁইয়াদের অ্যাপেনডিসাইটিস কাটতে, কাটতে ফুরিয়ে যাবো বাবা ?

হেমেন ॥ শহরের মানুষদের কাটাকুটির জন্যে অনেক এফ. আর. সি. এস. ওখানে আছে সোমেন—কিন্তু তোমার ভাষায়—ঐ অসভ্য গাঁইয়ারা যখন যন্ত্রণায় ছটফট্ করে তখন তাদের জন্যে ছুরি কাঁচি ধরার লোকই যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সোমেন ॥ কিন্তু বাবা—আমার তাতে লাভ কি হবে ?

হেমেন ॥ লাভ ? অনেক খরচ করে তোমাকে শল্যবিদ্ হতে সাহায্য করেছি এই আশায়—যাতে তোমার বিদ্যা এ দেশের যন্ত্রণাকাতর মানুষের মুখে একটু হাসি—একটু আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে। হিসেবের খাতায় এটাই হবে তোমার লাভের অঙ্ক।

সোমেন ॥ কিন্তু বাবা—অর্থ আর প্রতিপত্তির কি কোনো প্রয়োজন নেই ?

হেমেন ॥ অর্থ ? জীবনে তোমার কতো অর্থের প্রয়োজন সোমেন ? হেমেন রায়ের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আর হাসপাতালের উপার্জনে তোমার অর্থের প্রয়োজন মিটবে না ?

মন্দিরার প্রবেশ।

মন্দিরা ॥ অর্থই তো সব নয় বাবা, কলকাতা শহরের অভিজাত মহলে না মিশলে ওর নাম ছড়াবে কি করে ?

হেমেন ॥ যে মহলে নাম ছড়ালে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসবে সোমেনের মাথায়—যে মহলের বাসিন্দা আমার দেশবাসীরা। কিন্তু তোমার কল্পনার অভিজাত মহল নিশ্চয়ই আলাদা। তাই না ?

সোমেন ॥ হ্যাঁ বাবা। বৌদিদের একটা ফ্যামিলি ট্র্যাডিশান আছে। ওর নজর উঁচু হওয়াই স্বাভাবিক।

হেমেন ॥ পরোক্ষে কি তুমি একথাই বলতে চাইছো সোমেন—আমাদের ফ্যামিলির কোনো ট্র্যাডিশান নেই ? আমাদের নজর নীচু ?

সোমেন ॥ না। ঠিক তা বলতে চাই না। তবে এই অশিক্ষিত গ্রাম্য

মানুষগুলোর সেবায় আটকে থেকে আমি আমার কেরিয়ারটা নষ্ট করতে পারবো না।

হেমেন ॥ একটা ছোট্ট গল্প শুনবি সোমেন? আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে—তোর বয়স যখন দুই আর সঞ্জয়ের সাত—সেই সময়কার একটা গল্প শুনবি?

সোমেন ॥ গল্প?

হেমেন ॥ হ্যাঁ। সে সময়ে এই রায়বাড়ীর চারিদিকে শুধু দারিদ্র্যের ছায়া। আমার বাবা বসন্ত রায় তখন সর্বস্ব দান করে রিক্ত হয়ে মারা গেছেন। আমার কাকা শরৎ রায়—ঐ সত্যর বাবা—তার আগেই পৃথক করে নিয়েছিলেন তাঁর সংসার। শুধু পারিবারিক দুর্গা পুজো আর এজমালী কাছারি বাদে আর সবই তখন আলাদা। এই গগন ছাড়া রায় বাড়ীর বড় তরফে—আর কোনো বাইরের লোক ছিল না।

গগন ॥ ওসব কথা থাক-না বাবু।

হেমেন ॥ নারে গগন বলতে দে। জানিস সোমেন—এ বাড়ীর বৌ তখন অসুখে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় ছোট ছেলের দুধ গরম করে নিয়ে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে গরম দুধের বাটী সুদ্ধ পড়ে গেলেন এই ঘরের দরজায়। হাত মুখ পুড়ে গেল—আর কোমরের হাড় ভেঙ্গে গিয়ে তিনি শয্যা নিলেন। তার স্বামী তখন ব্যবসার খাতায় সবে নাম লিখিয়েছে কলকাতায়। হাতে পয়সা নেই। স্ত্রীর অসুখে দিশেহারা হয়ে কলকাতার পথে পথে ডাক্তারদের দরজায় দরজায় ঘুরলো। বিলেত ফেরত এফ. আর. সি. এস.-এর দল টাকা ছাড়া একপা এগুতে রাজী হলো না।

সোমেন ॥ কার কথা বলছো বাবা? কে পড়ে গিয়েছিল?

হেমেন ॥ বুঝতে পারছিস না? তোদের মা। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি চোখ বুজেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে অতিকষ্টে তিনি বলেছিলেন—ছেলেদের অন্ততঃ একজনকে তুমি ডাক্তার কোরো।

গগন ॥ বাবু—এসব কথা মনে করে মন খারাপ করবেন না—আপনার বুকের ব্যথাটা তাহলে বেড়ে যাবে যে।

সোমেন ॥ মার ইচ্ছেমতো ডাক্তার তো আমি হয়েছি বাবা।

হেমেন ॥ কিন্তু এই ক্লীব, অর্থলোভী, যশলোভী, নপুংসক ডাক্তার আমি তোমাকে করতে চাইনি সোমেন। যে আশা নিয়ে তোমার মা বলেছিলেন একজনকে ডাক্তার করো—সেই অনেক প্রত্যাশার ডাক্তার তুমি হওনি।

সোমেন ॥ এভাবে বলা কিন্তু তোমার অন্যায় হচ্ছে বাবা—

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয় ॥ বাবার ন্যায় অন্যায় বিচার করার অধিকার তুই কবে থেকে পেয়েছিস ভাইয়া?

সোমেন ॥ না। বিচার আমি করতে চাই না। আমাকে শুধু আমার পথে চলতে দাও। অ্যাণ্ড ছাট্ উইল বি এনাফ।

মন্দিরা ॥ এ সব কথা পরে হবে বাবা। গগন, বড় দাদাবাবুর জলখাবার দিতে বলো।

গগন ॥ হঁ্যা হঁ্যা। যাচ্ছি বৌদিমণি।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ গগনের সামনে এসব ঘরোয়া কথা না বলাই ভাল বাবা।

হেমেন ॥ গগন বাইরের লোক নয় বৌমা। ওর হাতেই আমার ছেলেরা

বড়ো হয়েছে। কিন্তু সোমেনের জলখাবার তুমি নিজে হাতে দিয়েছিলে শুনলাম আর সঞ্জুর বেলায় গগনকে বললে কেন?

মন্দিরা ॥ তাতে কোনো অসুবিধে হবে না বাবা।

হেমেন ॥ তা জানি। কথাটা হঠাৎ মনে হলো তাই বললাম। কিন্তু তোমার এতো দেরী হলো যে।

[মন্দিরা-সোমেন পরস্পরের দিকে চায়]

সঞ্জয় ॥ কোর্টে একটু কাজ ছিল বাবা। স্বদেশীদের মামলায় উকিল পাওয়া যায় না। তাই আমাকেই দু'একটা কেস হাতে নিতে হলো।

মন্দিরা ॥ কিন্তু স্বদেশীদের পক্ষের উকিলদেরও তো সরকার জেলে ভরে দিচ্ছে আজকাল।

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। তবে ভয়ের কিছু নাই। উকিলদের সস্ত্রীক জেলে পাঠাচ্ছে না। তুমি বাইরেই থাকবে।

মন্দিরা ॥ তা আমি জানি। কিন্তু এখানে আমি আর থাকবো না বাবা। মাকে তো বলেছিলেন পুজোর পরে—

হেমেন ॥ হ্যাঁ। হ্যাঁ। সঞ্জয়, এসময়ে বৌমার বোধহয় ওঁর বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকাই ভালো।

সঞ্জয় ॥ বেশ তো তাই হবে। তোমার কাছে কিন্তু আজ একটা অন্য কথা বলতে এসেছি বাবা।

হেমেন ॥ বলো।

সঞ্জয় ॥ রজনীকাকাকে আহত করা আর সেই আঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে আমি কাকার নামে মামলা করেছি। অফেন্স হলো—অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার।

সোমেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—বৌদির কাছে শুনেছিলাম বটে। খরচ দিচ্ছে কে?

সঞ্জয় ॥ আমি।

সোমেন ॥ আশ্চর্য! একটা ছোটজাতের মেয়ের জন্যে এইভাবে সব টাকাপয়সাগুলো উড়িয়ে দেবে দাদা—

হেমেন ॥ অভিজাত মহলে প্রতিষ্ঠিত হতে তোমার কতো টাকা লাগবে সোমেন? টাকার জন্যে এতো দুশ্চিন্তা কেন তোমার?

সোমেন ॥ কতো লাগবে—সেটা এখুনি বলা মুশকিল। তবে টাকা পয়সা এইভাবে নষ্ট করা—

হেমেন ॥ ঠিক আছে। একটা এস্টিমেট করে আমাকে জানিও। একটু আগে নোটিশ দিও।

উত্তেজিত সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ নোটিশ এসেছে। নোটিশ। কোর্ট থেকে নোটিশ পাঠিয়েছে দাদা। তোমার ছেলে মামলা করেছে আমার নামে—খুনের মামলা।

হেমেন ॥ আঃ। চেঁচিও না সত্য।

সত্যানন্দ ॥ তোমার ছেলে তোমার ভাইএর নামে মামলা করছে। আর আমি চেঁচাবো না? তুমি—তুমি প্রতিবাদ করবে না?

হেমেন ॥ সংগত কারণ দেখিয়ে সঞ্জয় যদি আমার নামেও মামলা করতো তবে সেক্ষেত্রেও আমি নির্বাক থাকতাম সত্য।

সত্যানন্দ ॥ তার মানে?

হেমেন ॥ একটা নির্বিবাদী অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষ—তোমার হাতের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়ে আহত হয়—তারপর সে আর সুস্থ হয়নি। শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

সত্যানন্দ ॥ কিন্তু সে তো আমার কর্মচারী ছিল—তাকে শাসন করার অধিকার কি আমার থাকবে না ?

সোমেন ॥ নিশ্চয়ই থাকবে। এ তোমার বাড়াবাড়ি বাবা। রজনী মারা গেছে—সেটা তো একটা অ্যাকসিডেণ্ট। দুর্ঘটনা।

হেমেন ॥ তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে থাকার চেষ্টা করো সোমেন।

সোমেন ॥ ঠিক আছে, চলো বৌদি—দাদার খাবারটা নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে এসো।

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ চলো—দুজনে যাই।

[সোমেনকে নিয়ে চলে যায়]

সত্যানন্দ ॥ তুমি কি বলছো দাদা—রজনীকে আমি খুন করেছি ?

হেমেন ॥ সেটা আদালত বিচার করবে।

সত্যানন্দ ॥ সঞ্জয় তাহলে মামলা করবেই—

সীতার প্রবেশ।

সীতা ॥ মামলা—আমি করেছি বাবু। উনি আমার উকিল।

সত্যানন্দ ॥ বটে! উকিল! কতোটাকা—কতোটাকা ফি দিয়েছিস তুই উকিলের।

সঞ্জয় ॥ মামলায় জিতলে ফিএর কথা ভাববো কাকা।

হেমেন ॥ আমি একটা কথা বলবো সত্য ?

সত্যানন্দ ॥ বলো।

হেমেন ॥ কাকার বিরুদ্ধে মামলায় সঞ্জয় উকিল থাকুক—এটা আমিও মনের থেকে মেনে নিতে পারছি না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি—ঐ মেয়েটার বাবার মৃত্যুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে তুমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। তাহলে হয়তো এ মামলা ও তুলে নিতে পারে।

সত্যানন্দ ॥ আমি? আমাকে তুমি বলছো ঐ ছোটলোকের মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে? আমার সম্মান—

সীতা ॥ না বাবু। আমি এমনিই আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। মানী লোকের সম্মান নষ্ট হলে আমার বাবা তো আর ফিরে আসবে না—

সঞ্জয় ॥ সীতা!

সীতা ॥ অনেক হয়েছে দাদাবাবু। মামলা আপনি তুলে নিন। যে কাজ ঐ সত্যিকারের মহাজন মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না—সে কাজ আমি কিছুতেই করবো না।

হেমেন ॥ তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম মা। কিন্তু তুমি থাকো কোথায়?

সীতা ॥ আমাদের বাড়ীতেই আছি। সে বাড়ীটা অবশ্য এখন এই ছোটবাবুর কাছে বাঁধা পড়ে আছে। উনিই আমাদের মহাজন—

হেমেন ॥ ওর বাড়ীটা তুমি ছাড়িয়ে দিও সঞ্জয়। কিন্তু ওখানে তোমার একলা থাকা চলবে না মা। রাত্তিরে কুমু আর গগন বরং তোমার ওখানে গিয়েই শোবে। সারাদিন তুমি এই বাড়ীতেই থেকো। বৌমা বাপের বাড়ী যাবেন—এ বাড়ীর টুকিটাকি কাজ—সঞ্জয়ের খাওয়া দাওয়া—এসবের ওপর কিন্তু নজর রাখতে হবে মা।

সত্যানন্দ ॥ ঐ অস্পৃশ্যটার হাতে সঞ্জয় খাবে?

হেমেন ॥ হেমেন রায় বা তার বংশধররা জাত মানে না সত্য!

সত্যানন্দ ॥ কিন্তু ও যে লগ্নভ্রষ্টা।

হেমেন ॥ ঐ ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে লগ্নভ্রষ্টা বলে ঘোষণা করলো যে সমাজ—সেই সমাজই তো ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী। সে সমাজ তোমার আমার মতো সমাজপতির তৈরী। এই মেয়েটার

জন্যে তোমার কষ্ট হয় না সত্য? লজ্জা করে না? জীবন নিয়ে ওর নিশ্চয়ই অনেক রঙিন স্বপ্ন ছিল? এক নিমেষে ওর সে সব সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল নষ্ট হয়ে গেল বলে তোমার আমার নিজেদের ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে না?

সত্যানন্দ ॥ না। তা কেন করবে? আমার তো কিছু মনেই হয় না।

হেমেন ॥ কিন্তু আমার হয়। এই কদর্য সমাজের বুকে লাথি মেরে একটা শ্রেণীহীন নতুন সমাজ নতুন পৃথিবী তৈরী করতে বড়ো ইচ্ছে করে! কিন্তু পারছি না। পারি না। পরাধীন দেশের বুকে বসে শুধু স্বপ্ন দেখা যায়—স্বপ্নকে সত্যি করা যায় না। সাম্যের গান শোনবার আকাঙ্ক্ষাটাই শুধু বেড়ে যায়—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কিন্তু হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ ॥ দাদাকে এসব ভাবনা ছাড়তে বলিস সঞ্জয়—না হলে তোদের একদিন পথে বসতে হবে।

সঞ্জয় ॥ সেই পথই যে একদিন স্বর্গ হয়ে উঠবে কাকা।

সত্যানন্দ ॥ কিন্তু বৌমার কি হবে? বৌমার গর্ভে তোর যে সন্তান আছে তার কি হবে? তোর এই সোনার চাঁদ ভাই-এর কি হবে?

সঞ্জয় ॥ সবাই মিলে সেই স্বর্গের ধুলো মাথায় তুলে নোবো। আজ তুমি বাড়ী যাও সীতা। রাত্তিরে আমি গগনদাকে আর কুমুদিনী পিসিকে পাঠিয়ে দোবো।

[সীতা সম্মতি জানিয়ে চলে যায়]

সত্যানন্দ ॥ ওর বাড়ীতে পাহারা বসালে?

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ কাকা। সমাজপতির মুখোস এঁটে চারদিকে শকুন উড়ছে

যে। অরক্ষণীয়া যুবতী দেখলে ওদের চোখে লোভের আগুন ধক্ ধক্ করে জলে ওঠে। লাঠি হাতে পাহারা না বসালে খাবার দেখলেই তারা ঠোক্কর মেরে বসবে—হা হা— [হেসে প্রস্থান।

সত্যানন্দ॥ কি! আমি শকুন? আমি খাবারে ঠোক্কর মারতে—যাই—আচ্ছা দেখা যাবে।

মন্দিরা ও সোমেনের প্রবেশ।

সত্যানন্দ॥ শুনলে ছোট ভাইপো?

সোমেন॥ শুনলাম কাকা।

সত্যানন্দ॥ শুনলে বৌমা?

মন্দিরা॥ শুনলাম কাকা।

সত্যানন্দ॥ কিছু মনে কোরো না। তোমাদের তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হয়। তোমরাও কি ওর মত—

সোমেন॥ না কাকা। আমাকে অন্যকথা ভাবতে হবে।

মন্দিরা॥ আমাকেও—

সত্যানন্দ॥ না না—তোমরা কেন ভেবে মাথা গরম করবে? ভাবনার জন্যে তো আমার মাথাই আছে। এই মাথাটার ওপর বিশ্বাস নেই তোমাদের?

সোমেন॥ আছে। কিন্তু আমি যে এখানে থাকবো না কাকা।

সত্যানন্দ॥ কোথায় থাকবে?

মন্দিরা॥ কলকাতায়। যতোদিন না সোমেনের নিজের কোনো ব্যবস্থা হয়—ততোদিন ও আমাদের বাড়ীতেই থাকবে।

সত্যানন্দ॥ খুব ভালো। ও বাড়ী আমি চিনি। চলি ভাইপো—চলি বৌমা। ওখানেই দেখা হবে আমাদের। [স্বগতঃ]

সত্যানন্দকে তুমি এবার চিনবে হেমেন রায়। আমার মুখের গ্রাস তুমি ছিনিয়ে নিয়েছো। এবার তুমি আমাকে চিনবে।

[প্রস্থান।

সোমেন ॥ কাকার খুব পাকা মাথা বৌদি। যাও তৈরী হয়ে নাও। আজই কলকাতায় চলে যাবো।

মন্দিরা ॥ ঠিক বলেছো। এই স্বদেশীদের দুর্গ ছাড়তে না পারলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। তোমার দাদা যে এমন করে আমার বাড়ীর মুখে চূণকালি লাগাবে—তা ভাবতে পারিনি।

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ চূণকালি—চূণকালি—চূণকালি—রায় বাড়ীর মুখে চূণকালি পড়লো। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা।

সোমেন ॥ কি হয়েছে কাকা ?

সত্যানন্দ ॥ পুলিশে ঘিরে ফেলেছে সারা বাড়ী। সঞ্জয়কে অ্যারেস্ট করেছে। স্বদেশী ডাকাতির মামলা।

সোমেন ॥ সেকি ? চলো তো বৌদি দেখি।

সত্যানন্দ ॥ দেখাদেখির কিছু নেই বাবা। সদর দরজা দিয়ে পুলিশ ঢুকেছে। খিড়কীর দরজা দিয়ে তোমরা বেরিয়ে যাও। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ। ঘা যদি বাঁচাতে চাও—তবে সরে পড়ো।

সোমেন ॥ তাই হবে কাকা—এসো বৌদি। [প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ চলো।

সত্যানন্দ ॥ নিজের মঙ্গল—সন্তানের মঙ্গল যদি চাও বৌমা—তবে সোমেনকে নিয়ে এ বাড়ীর ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়ে যাও।

মন্দিরা ॥ জানি কাকা। যতো তাড়াতাড়ি পারি এই নরক থেকে আমি পালিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ ॥ আমাকে অপমান করার ফল হাতে হাতে এবার পেলে তো হেমেন রায়? ভগবান আছেন, নিশ্চয়ই আছেন—কে বলে ভগবান নেই।

হেমেনের প্রবেশ।

হেমেন ॥ ভগবান নেই—একথা কে বলছে সত্য?

সত্যানন্দ ॥ অ্যাঁ। ও আমি বলছি। আমি বলছি দাদা—ভগবান থাকলে সঞ্জয়ের মতো হীরের টুকরো ছেলেকে পুলিশে ধরতো না।

হেমেন ॥ থানায় নিয়ে যাবার আগে সঞ্জয়কে একবার দেখতে দিতে রাজী হয়েছে দারোগা। তুমি এখন এসো সত্য।

সত্যানন্দ ॥ বৌমার অবস্থাটা একবার ভাবো তো দাদা।—ইস্—বৌমার বাপ দাদা তো লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে থাকবেন। ওদের একবার বলবে নাকি? এসব কেসে তো জামিন হয় না শুনেছি।

হেমেন ॥ সত্য! [হুংকার দিয়ে ওঠেন]

সত্যানন্দ ॥ যাচ্ছি। যাচ্ছি। একটা পরামর্শও তো নেবে না। এই একগুঁয়েমির জন্যেই তোমাকে মরতে হবে—

[প্রস্থান।

হেমেন ॥ হা ঈশ্বর—এ আমার কি হলো? ঐ সৎ বিবেকবান, দেশভক্ত ছেলেটার ওপরে কেন তোমার রুদ্ররোষ নেমে এলো?

সীতার প্রবেশ।

সীতা॥ বাবু!

হেমেন॥ কে? ও তুমি? বাড়ী যাওনি মা।

সীতা॥ যাচ্ছিলাম—পুলিশ দেখে—

হেমেন॥ একি? তুমি কাঁদছো মা?

সীতা॥ দাদাবাবুকে ওরা কবে ছেড়ে দেবে বাবু? জেলেতে শুনেছি ওরা ভালো করে খেতে দেয় না—ওঁর শরীরটা যে ভেঙ্গে পড়বে।

হেমেন॥ সঞ্জয় কোনো অন্যায় করেনি মা—জেলের নরকে বেশিদিন ওকে আটকে থাকতে হবে না।

সীতা॥ কিন্তু এই শরীরে—

হেমেন॥ বেশ তো। জেল থেকে ফিরে এলে ওকে না হয় তোমার হাতেই তুলে দোবো।

সীতা॥ আমার হাতে?

হেমেন॥ হ্যাঁ। কেন? পারবে না? বেশ ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে ওকে আবার তাজা করে তুলতে পারবে না?

সীতা॥ আপনি আশীর্বাদ করলে পারবো বাবু—[প্রণাম করে]

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়॥ আমাকেও তুমি আশীর্বাদ কর বাবা। [প্রণাম করে]

হেমেন॥ দুজনকে? একসংগে? বেশ। জীবনে সত্য থেকে তোরা কখনো সরে দাঁড়াসনি। এই আমার আশীর্বাদ। [দুজনে ওঠে] সঞ্জয়, ভয়কে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হ; দেশকে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেষ রক্তবিন্দুর শপথ নে। আর কিছু আমার বলার নেই সঞ্জয়। আর কিছু বলার নেই। [প্রস্থান।

সঞ্জয় ॥ মনে থাকবে বাবা। তোমার এই আশীর্বাদ আমার রক্ষাকবচের কাজ করবে।

সীতা ॥ জেলে কি ওরা আপনাকে কষ্ট দেবে দাদাবাবু ?

সঞ্জয় ॥ জানি না সীতা। তবে শুনেছি স্বদেশীদের কষ্ট দিয়ে ওরা আনন্দ পায়।

সীতা ॥ আপনার হয়ে যদি আমি—

সঞ্জয় ॥ তুমি ? কি ? থামলে কেন ?

সীতা ॥ যদি আমি সব কষ্টগুলো নিতে পারতাম !

সঞ্জয় ॥ কেন ? তুমি নেবে কেন ? তুমি আমার কে ?

সীতা ॥ আমি ? কে ? জানিনা দাদাবাবু—জানিনা আমি কে ? শুধু জানি—আপনার ব্যথা আপনার যন্ত্রণা নিজের বুকে তুলে নিতে পারলে বড়ো ভালো লাগতো। আর কিছু আমি জানি না দাদাবাবু—আর কিছু আমি বুঝি না।

[কাঁদতে কাঁদতে ছুটে প্রস্থান।

সঞ্জয় ॥ সীতা ! ঈশ্বরের একি পরিহাস ? আমার বিবাহিতা স্ত্রী এই সময় চলে গেল পিতৃগৃহে আর এই একই সময়ে ঐ অপরিচিতা সীতা চাইছে আমার যন্ত্রণার অংশীদার হতে। জীবনের জটিলতা কি শুধু বেড়েই চলবে ঈশ্বর—শুধু বেড়েই চলবে ?

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কিন্নরীর বাড়ী।

কিন্নরীর প্রবেশ।

কিন্নরী ॥ হায় ঈশ্বর। ঐ বাড়ীতে আমার মেয়ে দিয়ে নতুন কোনো বিপদে পড়বো না তো? সোমেন ছেলেটা তো ভালো। কিন্তু ইন্দিরার মনটা—

রণজিতের প্রবেশ

রণজিৎ ॥ ইন্দিরার মন সোমেনের দিকে ঝুঁকেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছো না—তাই না?

কিন্নরী ॥ হ্যাঁ। মনে হয় সোমেনের ওপরে ইন্দিরা একটু ডিসপ্লিজ্‌ড্‌। একটু অসন্তুষ্ট—

রণজিৎ ॥ কি করে বুঝলে?

কিন্নরী ॥ ঐ পানুই ওর মাথাটি খেয়েছে।

রণজিৎ ॥ বাঈ জোভ! পানু—মানে প্রাণনাথ।

কিন্নরী ॥ হ্যাঁ। ইন্দুর শিক্ষাদীক্ষা সব এ বাড়ী থেকে আলাদা। তাছাড়া পানুর সংগে মিশে আরো সব উৎকট গাঁইয়া চিন্তা ওর মাথায় ঢুকেছে। পানুকে তুই এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দিস্।

রণজিৎ ॥ সর্বনাশ। ওর ভগ্নীপতি মিস্টার রায় হলেন হোম সেক্রেটারী। আমার মতো একটা চুনোপুঁটি ডেপুটি সেক্রেটারীর ওপর কুনজর পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। পানু আমার বন্ধু এটা জানার পর আমাকে অনেক ব্যাপারে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্নরী ॥ বাঁচিয়ে দিয়েছে ?

রণজিৎ ॥ হ্যাঁ। মুর্শিদাবাদে কালেক্টর থাকার সময়ে রিলিফের টাকা নিয়ে খুব ঝামেলা হয়েছিল না? কেসটা উনি চেপে না দিলে তো আমি ফেঁসে যেতাম। হিসেবের গরমিল তো কম টাকার ছিল না—প্রায় চোদ্দ হাজার টাকা।

কিন্নরী ॥ টাকাগুলো কি করলি ?

রণজিৎ ॥ কি আবার করবো? দেনায় চুল বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল জানো না? বাবার তো ভেতরে ফাঁপা কলসী—অথচ বাইরে ঠাঁট রাখতে তো ছাড়েন না। ঐ টাকাটা ম্যানেজ না করতে পারলে—

কিন্নরী ॥ কিন্তু সোমেনের সংগে তুই তো একটু মিশতে পারিস। ছেলেটা একলা একলা থাকে। লোনলী ফিল করে নিশ্চয়ই।

রণজিৎ ॥ একলা কোথায়? বাচ্চাটাকে আয়ার কাছে রেখে মন্দিরা তো দেওরকে সব সময়েই আগলে রাখে। তোমার কোনো ভাবনা নেই মা। তোমার জামাইয়ের ভাই একলা থাকার ছেলে না। কিন্তু ওর ডাক্তারীর কি ব্যবস্থা হচ্ছে? কয়েকমাস তো হয়ে গেল। আমি একলা আর কতো টানবো? শুধু বোন তো নয় তার সংগে বোনের দেওর আর ছেলে! একলা পারা যায় ?

কিন্নরী ॥ জামাইটা জেলে গিয়েই তো বিপদ হলো। না হলে এতোদিনে একটা ব্যবস্থা হয়েই যেত। বেয়াই মশাইকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি। দেখি আমার ডিম্যাণ্ড মেটায় কি না ?

রণজিৎ ॥ ডিম্যাণ্ড? মানে? তুমি কি টাকা চেয়েছো নাকি ?

কিন্নরী ॥ চাইবো না? বৌ-ছেলে-নাতি সব থাকবে আমার সংসারে—টাকা চাইবো না কেন ?

রণজিৎ ॥ কিন্তু ওদের তো তুমিই আটকে রেখেছো। ছিঃ ছিঃ। দেশের কাজ করতে গিয়ে তোমার জামাই জেলে গেছে—আর এই অবস্থায় ও বাড়ী থেকে তুমি টাকা চাইলে ?

কিন্নরী ॥ তাতে কোনো দোষ নেই। ঐ বুড়ো—গাঁয়ের লোকেদের পেছনে প্রতিদিন কতো টাকা খরচ করে জানিস ? বৌমার জন্যে, ছেলের জন্যে, নাতির জন্যে টাকা খরচ করবে না কেন ?

পান্নুর প্রবেশ।

প্রাণ ॥ করতেই হবে খরচ। না করে যাবে কোথায় ? ওঃ ! যা একখানা চিঠি দিয়েছেন না মাসীমা ?

কিন্নরী ॥ মাসীমা ! কতোদিন না বলেছি—আমাকে তুমি মিসেস্ মুখার্জী বলে ডাকবে।

প্রাণ ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। বলছি বুড়ো খুব জব্দ হয়েছে আপনার চিঠি পেয়ে।

কিন্নরী ॥ আমার চিঠির খবর তুমি কি করে জানলে ? তুমি কি ও বাড়ীতে গিয়েছিলে নাকি ?

প্রাণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে গতমাসে ও বাড়ীতে এসে সঞ্জয়ের জেলে যাবার কথাগুলো শুনে অবধি মনে মনে ভাবছিলাম ঐ নির্বোধ বৃদ্ধের সংগে একবার যোগাযোগ করা উচিত। তোর বোনের বিয়ের ব্যাপারটার যোগাযোগ প্রথমে আমার মাধ্যমেই হয়েছিল—একথাটা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে রণজিৎ।

কিন্নরী ॥ খুব মনে আছে। কি যোগাযোগই করিয়েছিলে। মেয়েটা আমার জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

প্রাণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—ছোটবেলায় আমার বাবা মরে যাবার পর ঐ

মূর্খ হেমেন রায় আমার মতো একটা পাঁঠাকে লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিল—আর যার জন্যে এমনি একটা মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিল যে, হেমেন রায়ের ব্যবসা কোম্পানীর অন্যতম কেরানী আমার বাপ স্বর্গতঃ দীননাথ বাঁড়ুয্যে বেঁচে থাকতে মা অতোগুলো টাকা মাসকাবারে একসংগে কোনোদিন চোখেও দেখতে পায়নি।

রণজিৎ ॥ ওসব কথা আমাদের জানা প্রাণ সঞ্জয়ের বাবা কেমন আছেন তাই বলো।

প্রাণ ॥ দিব্যি আছেন। ব্যবসা করা তো শিকেয় উঠে গেছে। দিনরাত বোকার মতো টাকা খরচ করছেন গাঁইয়া ভূতগুলোর জন্যে—আর সকলকে বলছেন—তোমরা আমার ছেলেদের আশীর্বাদ করো যেন ওরা ভালো থাকে। মানুষ হয়।

কিন্নরী ॥ মন্দিরার কথা—ওর নাতির কথা—জিজ্ঞেস করেননি?

প্রাণ ॥ করলেন তো! ছোটছেলের কথাও জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্নরী ॥ তুমি কি বললে?

প্রাণ ॥ বললাম—সবাই ভালো। তা আমাকে বললেন, সঞ্জয় জেল থেকে বেরুবে মাসখানেকের মধ্যে—তারপর একবার নাতিকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্নরী ॥ হুঁঃ। বললেই হলো কি না? ও বাড়ীতে আমি নাতিকে আর পাঠাবোই না।

প্রাণ ॥ কিন্তু পাঠালে পারতেন। নাতির মুখ দেখার জন্যে উনি পাঁচটি গিনি—আলাদা করে রেখেছেন।

রণজিৎ ॥ ওহো—মাম্মি! পাঁচটি গিনি নাতির হাত ঘুরে যদি

আমাদের ঘরে এসে ওঠে—তবে মন্দিরাকে একবার পাঠিয়েই দাও না। বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘুরে আসুক।

কিন্নরী ॥ সেটা অবশ্য মন্দ বলিসনি।

প্রাণ ॥ তবে? পাঁচটি গিনি যদি এতো উপকারে লাগে সেটা ছাড়া কি ঠিক।

কিন্নরী ॥ হুঁ। তা আর কি বললো বুড়ো।

প্রাণ ॥ আর একটা কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্নরী ॥ চিঠি?

প্রাণ ॥ আজ্ঞে না। আপনার চিঠির উত্তরে উনি চিঠি দিলে আপনি যদি আবার তার উত্তর লেখেন—সেই ভয়ে বোধহয় চিঠি লেখেননি।

কিন্নরী ॥ প্রাণনাথ!

প্রাণ ॥ আজ্ঞে ও নামে আমাকে ডাকবেন না। আমার ভয় করে।

কিন্নরী ॥ তার মানে? প্রাণনাথ তোমার নাম নয়?

প্রাণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। বাপ মা তো ঐ একটা সাংঘাতিক ভুল গোড়াতেই করে বসে আছেন। আর কেউ ডাকলে খুব খারাপ লাগে না—তবে আপনি যখন ডাকেন মাসীমা—

কিন্নরী ॥ ফের মাসীমা—[তেড়ে যায়]

প্রাণ ॥ এই যে কাগজটা—

কিন্নরী ॥ কি কাগজ? একি? এ যে দেখছি চেক!

প্রাণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। চিঠির বদলে উনি এটাই দিয়েছেন।

কিন্নরী ॥ চিঠি নয়। এটাই আমার দরকার ছিল।

প্রাণ ॥ আজ্ঞে মাসে মাসে এটাই উনি পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।

কিন্নরী ॥ প্রতিমাসে—হাজার টাকার চেক!

রণজিৎ ॥ কই দেখি।

কিন্নরী ॥ ও নো। ইট্ ইজ্ নট ইওর বিজনেস রণজিৎ। এটা আমার টাকা। মেয়েকে আমিই এনেছি ওদের বাড়ী থেকে। কথাটা ভুলো না।

[প্রস্থান।

রণজিৎ ॥ কিন্তু খরচপত্তর তো আমিই করি। অ্যাডিশনাল এক্সপেনডিচারটা আমার ঘাড়ে চাপবে—আর চেকটা হবে তোমার ?

প্রাণ ॥ এটাই নিয়ম রণজিৎ।

রণজিৎ ॥ বাট্ আই প্রোটেস্ট্। এরকম নিয়ম চলতে পারে না। শ্বশুর বাড়ী থেকে বোন এসে থাকবে। তার বাচ্চার, তার আয়ার খরচ। দেওর এসে থাকবে—তার জন্যে স্ল্যাটের খরচ। মার চাই নিত্য নতুন শাড়ী—বাবার দু বাক্স করে চুরুট—

মিঃ মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখার্জী ॥ চুরুটের কোটাটা আরেকটু বাড়াতে হবে রুণু। বুঝলে মাই সান—দু'বাক্স চুরুটে রায়বাহাদুর রিদাস্থ মুকারিয়া ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছে না।

রণজিৎ ॥ তাহলে ওটা তুমি ছেড়েই দাও বাবা।

মুখার্জী ॥ তা কি করে হয়। লর্ড কার্জন আমাকে প্রায়ই বলতেন—মুখারিয়া উইদাউট এ সিগার—আই কান্ট ইমাজিন। অথচ এখন তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাতঘণ্টাই আমি সিগার ছাড়া।

প্রাণ। আজ্ঞে ঐ সাতঘণ্টা বোধহয় আপনি ঘুমোন।

মুখার্জী ॥ ইয়েস্। ছাট্‌স্ ট্রু। কিন্তু তুমি কে ? হু আর ইউ ?

প্রাণ ॥ আজ্ঞে আমি সেই প্রাণ।

মুখার্জী ॥ ও ইয়েস। প্রাণ। তোমাকে চিনি। লর্ড লিন্‌লিথগো আমাকে কি বলতেন জানো?

রণজিৎ ॥ বাবা। চুরুটের কোটা বাড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মাকে বরং বলে ছাখো। বড়ো মেয়েকে ঘরে এনে মার রোজগার এখন অনেক বেড়ে গেছে।

মুখার্জী ॥ মার রোজগার বেড়ে গেছে? বাট্‌ হাউ?

প্রাণ ॥ আচ্ছা ঐ লর্ড লিন্‌লিথগোর কথা কি যেন বলছিলেন?

মুখার্জী ॥ তুমি কে?

রণজিৎ ॥ তুমি খালি ভুলে যাও বাবা! ও তো প্রাণ।

মুখার্জী ॥ রায়বাহাদুর রিদাস্থ মুকারিয়ার বাড়ীতে তোমার মতো উৎকট নামের ছেলে কতোদিন ধরে যাতায়াত করছে?

রণজিৎ ॥ বারে—ঐ তো মন্দিরার বিয়ে ঠিক করে দিয়েছিলো—তোমার মনে নেই?

মুখার্জী ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সে তো তোমার বন্ধু ছিল।

প্রাণ ॥ আজ্ঞে আমিই প্রাণনাথ—ওরফে পানু।

মুখার্জী ॥ হ্যাঁ। হ্যাঁ। কিন্তু তোমার নামটা আজও বদলাওনি?

প্রাণ ॥ আজ্ঞে না। তাহলে যে আপনার নামটাও বদলাতে হয়।

মুখার্জী ॥ কেন? কেন? আমার নাম নিয়ে আমার কতো গর্ব।

প্রাণ ॥ আজ্ঞে আমি প্রাণনাথ—আপনি হৃদয়নাথ। দুটোই তো এক। আমার প্রাণ বদলাতে হলে আপনাকেও যে হৃদয় বদলাতে হয়। হৃদয় নিয়ে আপনার যতো গর্ব—প্রাণ নিয়ে আমারও ততো অহঙ্কার।

মুখার্জী ॥ কারেক্ট। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট মাই সান। তুমি খুব

ইনটেলিজেণ্ট। লর্ড কিলানিন আমাকে বলতেন—মুখারিয়া, বাঙ্গালীদের মধ্যে তোমার মত ইন্‌টেলিজেণ্ট খুব রেয়ার।

প্রাণ॥ আজ্ঞে লর্ড ভেজলিনও আমাকে তাই বলতেন।

মুখার্জী॥ ভেজলিন? সে তো শুনেছি মুখে মাথে—এই নামের কোনো লর্ড ছিলেন বলে তো শুনিনি।

প্রাণ॥ বোধহয় ছিলেন। ঐ লর্ড কিলানিন যখন ছুটিতে ছিলেন—তখনি বোধ হয়।

মুখার্জী॥ তা হবে। অনেক দিন আগের কথা তো! তা প্রায় বছর তিরিশ হবে—তাই না?

প্রাণ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—তিরিশ বছর তো হবেই—তার বেশিও হতে পারে।

মুখার্জী॥ গুড্‌ গুড্‌। তা তুমি রোজ আসো তো?

প্রাণ॥ মানে মিসেস মুখার্জী না থাকলে মাঝে মাঝে।

মুখার্জী॥ কেন? কেন? মাঝে মাঝে কেন? এ বাড়ী তো আমার। তুমি আসবে, রোজ আসবে। সময় পেলেই আমার লাইব্রেরীতে এসো। আমি রায় বাহাদুর হবার পর যতোগুলো লাট-বড়লাট বাংলাদেশে এসেছে। সবাই আমার বাড়ীতে ডিনার খেয়েছে। এক আধটা নয়—আট দশ কোর্সের ডিনার। সব ছবি আছে—এসো—সব দেখাবো। ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে তুমি রুনু বেয়ারাকে কফি দিতে বল এক পট—আর ওকে বরং লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দে। গুড্‌ বয়—ভেরী গুড্‌ বয়—

[প্রস্থান।

প্রাণ॥ তোর বাবা বলে গেলেন আমি গুড্‌ বয়।

রণজিৎ॥ হ্যাঁ শুনেছি। তবে মার কথাটাও মনে রাখিস—মার কাছে কিন্তু তুই ব্যাড্‌ বয়।　　　　　[প্রস্থান।

[প্রাণনাথ গান ধরে। গানের মধ্যে মন্দিরা আর সোমেন আসে। মন্দিরা প্রাণনাথের গানের সঙ্গে গান ধরে]

গান

প্রাণ ॥ গুডের পরেই ব্যাড এসে যায় — ভালোর পরে মন্দ।
ভালো মানুষ সেজে আছি—তাই তো লাগে সন্দ ॥

মন্দিরা ॥ [গান] হাসির ঢাকায় আছে ঢাকা
অসুখ বিষাদ দুখের চাকা
তাই মুখের হাসি দেখে লাগে প্রাণে বড় দ্বন্দ্ব ॥

প্রাণ। আরে না না—দুঃখ ঢাকা থাকবে কেন—দুঃখ টুঃখ আমার কিছু নেই—তা মার্কেটিং করে ফিরলেন বুঝি ? কি কিনলেন ?

মন্দিরা ॥ ঐ বেবির কিছু টুকিটাকি।

প্রাণ। আপনার শ্বশুর আপনার ছেলের নাম দিয়েছেন গোপাল।

মন্দিরা ॥ কি রুচি! চাকরবাকরদের নাম ছাড়া গোপাল কি কারো নাম হয় ?

প্রাণ ॥ এই রে—আবার নাম নিয়ে কথা! আমি এবার চলি—

মন্দিরা ॥ সেকি ? বসবেন না ? কফি পাঠাতে বলি।

প্রাণ ॥ না—আমি চলি—ও হ্যাঁ, আপনার বাবা এখন ভালো আছেন সোমেনবাবু।

সোমেন ॥ আপনি গিয়েছিলেন নাকি ও বাড়ীতে ?

প্রাণ ॥ হ্যাঁ। একটু দরকার ছিল।

সোমেন ॥ দাদার কোনো খবর পেয়েছেন ?

প্রাণ ॥ হ্যাঁ—মাসখানেকের মধ্যেই ছাড়া পাবেন উনি। আর

আপনার ব্যাপারটা সঞ্জয়বাবু জেল থেকে বেরিয়ে এলেই উনি ঠিক করবেন বলেছেন।

সোমেন ॥ বলবেন—তাড়াতাড়ির কিছু নেই। পি. জি. হস্‌পিটাল-এ একটা চাকরী পেয়েছি। নেকস্‌ট্‌ উইকে জয়েন করবো।

মন্দিরা ॥ সে কি ? তুমি বলোনি তো ?

সোমেন ॥ ভেবেছিলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো দৌদি—এখন হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা।

প্রাণ ॥ বাঃ। এ তো আনন্দ সংবাদ। খুব শীগগীরি জানিয়ে দেবো আপনার বাবাকে। আসি—বাই—বাই। [প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ মা খুব খুশী হবে তোমার চাকরীর কথা শুনে।

সোমেন ॥ আর তুমি ?

মন্দিরা ॥ হ্যাঁ আমিও। কিন্তু চাকরী পেয়ে তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে সোমেন ? আমাকে ফেলে রেখে তুমি চলে যাবে ?

সোমেন ॥ ক্ষেপেছো ? তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। তুমি যে আমার স্বর্গ। [জড়িয়ে ধরে]

মন্দিরা ॥ এই ছাড়ো। কেউ যদি এসে পড়ে—কি ভাববে বলো তো !

সোমেন ॥ ভাবুক গে—আমি ভয় করি না।

মন্দিরা ॥ তুমি আমার মনের মতো সোমেন—তাই তোমাকে এতো ভালবাসি।

সোমেন ॥ তুমিও আমার মনের মতো। তাই তো তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে—

তুমি যদি রাত্রি হও—আমি তবে দিন—
তুমি না থাকলে পরে—আমিও বিলীন।

যাই—পোষাকটা চেঞ্জ করি।

[হাসতে হাসতে সোমেনের প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ হাঁা—হাঁা—কিন্তু একি জীবন ?

গান

এখানে সূর্য নেই—এখানে তো নেই মুক্তির আনন্দ
এখানে শুধুই রাত্রির ছায়া পড়ে এখানে নেই প্রভাত
পরগাছা হয়ে নরকে রইতে চাই না
দিশাহারা আমি পথের হদিশ পাই না—
অভাগিনী এই দুঃখিনীর তরে বাড়াবে কে তার হাত ?

গানের মধ্যে মিঃ মুখার্জীর প্রবেশ ।

মুখার্জী ॥ চোখে জল কেন মা ?

মন্দিরা ॥ [চমকে] না না। এমনি গাইছিলাম।

মুখার্জী ॥ শোন্—তোর কি মনে খুব কষ্ট ?

মন্দিরা ॥ কই না তো ?

মুখার্জী ॥ আমার জামাই—মানে—তোর বর—কি যেন বেশ নামটা—আহা—তোর বর—তোকে ভালবাসে না ?

মন্দিরা ॥ না না বাসে তো—কেন বাবা ?

মুখার্জী ॥ না মা। সংসারের কিছু আমি দেখিনা—জানিনা—কিন্তু তোদের মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি তোরা ভালো আছিস্ কি নেই—? তুই যে গাইছিলি 'অভাগিনী এই দুঃখিনীর তরে বাড়াবে কে তার হাত।' ইট্‌স এ সঙ্‌ অন—এটা দুঃখের গান। গানটা শুনে মনে হলো—তুই কি সত্যিই অভাগিনী, সত্যিই দুঃখিনী। বাট হোয়াই ? আচ্ছা তোর তো স্বামী আছে শ্বশুর আছে—তাহলে তুই এখানে কেন মা ?

মন্দিরা ॥ না বাবা। ওখানে আমি আর ফিরবো না।

মুখার্জী ॥ ও। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে? তাহলে চিন্তা নেই। ওটা মিটে যাবে। আর মিটে গেলে এই বাড়ীতে আর একদিনও থাকিসনি। তোর মা বললেও থাকিসনি। মনে রাখিস—ঐ শ্বশুর বাড়ীটাই তোর বাড়ী। তোর স্বর্গ।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ না বাবা। ওটা নরক। ওখানে আমি যাবো না—কিছুতেই না। যেখানে আমার মর্যাদা নেই সেখানে মাথা নীচু করে আমি কোনোদিন যাবো না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সীতার বাড়ী।

সীতা ॥ তুমি কাছে না থাকলে জীবনটা এতো অর্থহীন হয়ে পড়ে কেন? হায় ভগবান—আমার দেবতার সব যন্ত্রণা, কারাগারের সব নির্যাতন তুমি আমার বুকে ফিরিয়ে দাও প্রভু।

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমুদিনী ॥ তা যে হয় না রে—একের কষ্ট কি অন্যে কেড়ে নিতে পারে?

সীতা ॥ কিন্তু আমি যে আর পারছি না কুমু পিসী। আমার বুকের মধ্যে কান পেতে শোনো—সেখানে কতো কান্না সমুদ্রের ঢেউএর মতো আছড়ে পড়ছে।

কুমুদিনী ॥ কিন্তু এ ভুল তুই কেন করলি রে ?

সীতা ॥ ভুল ?

কুমুদিনী ॥ ভুল নয় ? দেবতাকে কাছে পেতে চাইছিস—কিন্তু দেবতার মন্দিরে পা রাখাই যে তোর অপরাধ।

সীতা ॥ আর বিগ্রহ যদি একটু হাসি দিয়ে আমার অপরাধ মুছে দেন—মায়া আর মমতা মিশিয়ে বরাভয়ের হাত তুলে আমাকে নিশ্চিন্ত করেন—যদি কানে কানে বলে যান—ছোট জাত, ছোট মাপ বলে কিছু নেই—আমরা সবাই সমান।

গগনের প্রবেশ।

গগন ॥ তবু এ ভুল করিসনে সাতা। রায় বাড়ীর গায়ে কলংকের দাগ পড়বে। আর তাহলে—

সীতা ॥ তাহলে ?

গগন ॥ তাহলে ও বাড়ীর সত্যিকারের দেবতা ঐ মহা-জন মহামানব মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। শোন মা—দাদাবাবু জেল থেকে এসে যদি তোকে ভুলতে চান—তবে তাঁকে ভুলতে দিস্।

সীতা ॥ তুমিও তাই বলছো গগন কাকা ? ঠিক আছে—তাই হবে। আজ রাত্রেই হবে তোমাদের শেষ পাহারা।

কুমুদিনী ॥ কেন ? কাল থেকে কি তুই একলা থাকবি নাকি ? একা পেলে শেয়াল কুকুরের দল যে তোকে ছিঁড়ে খাবে।

সীতা ॥ কাল থেকে সাতা হারিয়ে যাবে পিসী।

কুমুদিনী ॥ কি বলছিস কি তুই ?

সীতা ॥ ঠিকই বলছি।

গগন ॥ কোথায় যাবি তুই ?

সীতা ॥ জানি না। খুঁজে দেখবো—এতো বড়ো পৃথিবীতে আমার মাথা গোঁজার কোনো জায়গা আছে কি না?

গগন ॥ আর যদি খুঁজে না পাস?

সীতা ॥ তখন সর্বংসহা ধরিত্রীকে বলবো—মা পৃথিবী—অতীতে একবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তুমি সহিষ্ণুতা সীতাকে বুকে টেনে নিয়েছিলে আজ আরেকবার—তোমার আর একটি কন্যাকে তোমার বুকে আশ্রয় দাও।

কুমুদিনী ॥ তুই আত্মহত্যা করবি মা?

সীতা ॥ তাতে ক্ষতি কি পিসী?

হেমেনের প্রবেশ।

হেমেন ॥ অনেক ক্ষতি মা। এমন কথা তো ছিল না।

সীতা ॥ বাবু, এতো রাত্তিরে আপনি?

হেমেন ॥ তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে—তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই। সঞ্জয় জেলে যাবার দিন তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে ওর ভার যদি আমি তোমার হাতে তুলে দিই—তবে তুমি নেবে। বলো—কথা দিয়েছিলে না?

সীতা ॥ হ্যাঁ বাবু।

হেমেন ॥ তবে পালিয়ে যাবার কথা ভাবছো কেন?

সীতা ॥ বাবু—

হেমেন ॥ এবার শোনো যে জন্যে এসেছি। সঞ্জয়ের শান্ত ব্যবহারে খুশী হয়ে জেল কর্তৃপক্ষ সঞ্জয়ের শাস্তির মেয়াদ কয়েকদিন কমিয়ে দিয়েছে। কালই সে ছাড়া পাচ্ছে।

সীতা ॥ দাদাবাবু—কাল আসবেন! উনি—উনি কেমন আছেন বাবু?

হেমেন ॥ উঁ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। হ্যাঁ। ভালোই আছে। গগন তুই ড্রাইভারকে বলে দিস্—কাল সকাল আটটার মধ্যেই যেন ও গাড়ী নিয়ে আসে। আর সীতা, সঞ্জয়কে আনতে তোমাকেও যেতে হবে আমার সংগে। এই কথাগুলো বলার জন্যেই আমি এসেছিলাম।

সীতা ॥ আমি? আমি যাবো—দাদাবাবুকে আনতে—আপনার সংগে—আমি যাবো?

হেমেন ॥ হ্যাঁ। তুমি। পৃথিবীকে দ্বিধা হতে বলে কোনো লাভ নেই মা। কলির পৃথিবী বধির হয়ে গেছে। তা নাহলে তোমার মতো অনেক অভাগিনীর চীৎকারে অনেক আগেই তিনি দ্বিধা হতে হতে শতধায় ভেঙ্গে পড়তেন। কিন্তু সে তো পরের কথা—আগে তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো।

সীতা ॥ বলুন।

হেমেন ॥ আত্মহননের কথা কেন তুমি বলছো? কেন তোমার এই আক্ষেপ? এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস মাটি তোমার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না কেন?

সীতা ॥ আমার সামনে যে সবটাই 'না' বাবু। সর্বত্রই নিষেধ। আমি যে লগ্নভ্রষ্টা—আমি যে—[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

হেমেন ॥ এই 'না'-এর বেড়াজাল ভেঙ্গে এগিয়ে আয় না মা। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বল্ অবলা ছোটজাত বলে আমাদের পায়ের নীচে পিষে ফেলতে কেউ পারবে না। ঈশ্বর আমাদের বাঁচার জন্যে পাঠিয়েছে—পৃথিবীতে নিষেধের বেড়াজাল ফেলে সেই বাঁচার অধিকার কেড়ে নিতে কেউ পারবে না। পারবি না বলতে? তোরা তো মা। শক্তির অংশ। জেগে ওঠ্ তোদের অমিত শক্তি নিয়ে—ত্রিশূলের খোঁচায় বিদ্ধ কর অসুরের

অশুভ শক্তি, ন্যায়, সত্য আর শক্তির মাভৈঃ মন্ত্রে থরথর করে কেঁপে উঠুক শোষক আর সমাজপতির দল।

সীতা ॥ বাবু!

হেমেন ॥ বাবু? বাবু নয়। বল্ বাবা। তুই যে আমার মা, আমার সোনা মা, আমার মেয়ে, আমার সীতা মা।

কুমুদিনী ॥ আজ থেকে সীতা হলো মহাজনের মেয়ে—মহাজনের মেয়ে।

হেমেন ॥ স্থদ নিয়ে মহাজন নয় তো রে—

গগন ॥ না বাবু—আপনি তো আসল মহাজন—মহামানব।

হেমেন ॥ শোন্ মা—সঞ্জয়কে আমি জেল থেকে আর বিষ্ণুপুরে আনবো না। নিয়ে যাবো কলকাতার শিকদার বাগানের বাড়ীতে। এখান থেকে ওর ওকালতী আর স্বদেশের কাজ দুটোরই অসুবিধে হচ্ছে।

সীতা ॥ তাহলে আমি—

হেমেন ॥ তুইও থাকবি কলকাতার বাড়ীতে। সঞ্জয়ের দেখাশোনা করবি—শাসন করবি। সঞ্জয়ের ওপর খবরদারি করার অধিকার আমি সঞ্জয়ের সামনে তোর হাতে দিয়ে আসবো। কি রে? পারবি না? [গলা ভেঙ্গে যায়] ঐ মা মরা ছেলেটার একটু যত্ন করতে পারবি না?

সীতা ॥ পারবো বাবা। স্বর্গের সিঁড়িতে আপনি আমার হাত ধরে পৌঁছে দেবেন—তবে আর পারবো না কেন? নিশ্চয়ই পারবো।

হেমেন ॥ এই ছাখো—চোখে জল কেন রে? জল মোছ—জল মোছ—তোর চোখে জল দেখতে যে ভাল লাগে না। কান্না নয় রে—হেসে ওঠ—আমার সংগে হেসে ওঠ—হাহাহা—তোরাও হাস—[সকলে হাসে] কিরে বেটি? আর মরতে চাইবি না তো!

সীতা ॥ না বাবা। আর বোধহয় কোনোদিনই ওকথা ভাবতে পারবো না।

হেমেন ॥ লক্ষ্মী মেয়ে। আমি এবার চলি। অনেক রাত হয়েছে।

গগন ॥ চলুন বাবু আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

হেমেন ॥ আরেকটা কথা মা। বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে এখন থেকে আমিও কম থাকবো মা। যতোটা পারি কলকাতার বাড়ীতে তোদের কাছেই সময়টা কাটিয়ে দেবো।

কুমুদিনী ॥ কেন বাবু—আমরা কিছু দোষ করেছি—

হেমেন ॥ না—না। তা নয়। আসলে বড়ো নিঃসংগ লাগে—আমার দাদুভাইটাকেও ওরা যদি পাঠাতো—

সীতা ॥ দাদাবাবু ফিরে এলে বৌদিকে আর গোপালকে আনতে বলবো বাবু।

হেমেন ॥ বাবু নয়—বাবা।

সীতা ॥ ও হ্যাঁ। বাবা।

হেমেন ॥ না মা। জোর করে কিছু করতে যাসনি। আমার ইচ্ছের কাছে মাথা নত করে সঞ্জয় বিয়েটা করলো—কিন্তু দাম্পত্য সুখ ওর কপালে নেই মা! আমারই দোষ।

কুমুদিনী ॥ আপনার দোষ হবে কেন বাবু?

হেমেন ॥ একটা রক্তমাখা কাঠগড়ায় ওর মাথাটাকে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্যের হাতে ধারালো খড়্গ তুলে দিয়েছি। দোষ যে আমারই। সঞ্জয়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। মা সীতা—

সীতা ॥ বলুন।

হেমেন ॥ আমি পারছি না—কিন্তু তোকে চেষ্টা করতে হবে।

সীতা ॥ কি চেষ্টা বাবা ?

হেমেন ॥ ঐ ক্লান্ত মুখটায় একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে মা।

সীতা ॥ আমি কি পারবো ?

হেমেন ॥ পারবি মা। পৃথিবীতে যদি কেউ আমার সঞ্চয়ের বুকে সুখের ঢেউ তুলতে পারে—তবে সে তুই—আমার সীতা মা আর কেউ না। আমি চলি মা—রাত অনেক হলো। আমি চলি।

[প্রস্থান।

সীতা ॥ তাই হবে বাবা—বিষ্ণুপুরের ভাঙ্গা দেউলের দেবতাদের মুখে হাসি আনবার শপথ করলাম আজ থেকে।

কুমুদিনী ॥ এমন মানুষ আমি আর দেখিনি রে।

সীতা ॥ এমন মানুষ যে হয় না—দেখবে কি করে ? [দু'তিনজন লেঠেল চুপি চুপি আসে। পেছন থেকে কুমুর মুখ বেঁধে ফেলে। এদের পেছনে সত্যানন্দ] এমন মানুষের জন্যে মরেও কতো সুখ। আকাশের মত বড়ো। গঙ্গাজলের মতো পবিত্র। [সত্যানন্দের ইশারায় কুমুকে একজন লেঠেল নিয়ে চলে যায়] এই দেবতার চরণে আমার কোটী প্রণাম।

সত্যানন্দ ॥ জয়স্তু। দীর্ঘজীবী হও।

সীতা এ কি ? আপনি কখন এলেন ? কুমু পিসী কোথায় ?

সত্যানন্দ ॥ তোমার প্রণাম আমি নিয়েছি সীতা।

সীতা ॥ আপনাকে আমি প্রণাম করিনি।

সত্যানন্দ ॥ জানি। যাকে করছিলে তাকেও দেখলাম। দাদাও তাহলে তলে তলে—হেঁ হেঁ—ব্যাপারটা জানা ছিল না তো। দাদার ঐ দেবতা দেবতা ভাবটা তাহলে একটা ধাপ্পা—একটা ভড়ং।

সীতা ॥ দেবতাকে দেবতাই ভাবতে হয়। অন্য কিছু ভাবলে ক্ষতি দেবতার হয় না—ভক্তের হয়।

সত্যানন্দ ॥ যাক্। শোনো। দাদার অনেক টাকা। অতো টাকা—অতো টাকা আমার নেই। থাকলেও দিতে পারবো না—বুক ফেটে যাবে। তাই টাকায় নয়—জোর করেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই।

সীতা ॥ কোথায়?

সত্যানন্দ ॥ ন্যাকামি করছো কেন সীতা? অবিশ্যি তোমার মতো মেয়েদের ন্যাকামি আমার ভালোই লাগে। বলছিলাম—তোমাকে যে যেতে হবে আমার বাগানবাড়ীতে।

সীতা ॥ আমি যাবো না।

সত্যানন্দ ॥ লেঠেল এনেছি সীতা—পালকি বেহারাও এনেছি। খরচ হয়েছে চৌদ্দ টাকা সাত আনা। তুমি না গেলে যে সব বরবাদ হয়ে যাবে।

সীতা ॥ এখুনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান এখান থেকে। নাহলে চেঁচাবো।

সত্যানন্দ ॥ কেউ শুনতে পাবে না। শোনো সীতা—আমার কাছে তুমি সুখে থাকবে—সারাজীবন। কথা দিচ্ছি।

সীতা ॥ আমাকে বিয়ে করবেন?

সত্যানন্দ ॥ বিয়ে? ছিঃ ছিঃ—এসব কি বলছো—তুমি লগ্নভ্রষ্টা—ছোট জাত—আমি ব্রাহ্মণ, সমাজপতি! সমাজের নিয়মকানুন ভেঙ্গে ফেললে লোকে কি বলবে?

সীতা ॥ রক্ষিতা করে রাখলে বুঝি নিয়মকানুনের গায়ে আঁচড় পড়ে না!

সত্যানন্দ ॥ আহা—সে তো গোপনে। যাকগে ওসব কথা। চলো, বড়ো দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সীতা ॥ হ্যাঁ অনেক দেরী হয়ে গেছে। এবার বাড়ী যান।

সত্যানন্দ ॥ তুমিও চলো না—লক্ষ্মীটি। [হাত ধরে]

সীতা ॥ শয়তান—লম্পট—থুঃ [থুথু দেয়]

সত্যানন্দ ॥ ও। থুথু দিলি। এতো স্পর্ধা! এই ধর তোরা।

[দুজন লেঠেল এগিয়ে এসে সীতার হাত ধরে টানে—হারে রে রে করতে করতে গগন আসে লাঠি নিয়ে—লেঠেলরা পালায়। সত্যানন্দ পালাতে যায় গগন ধরে ফেলে]

গগন ॥ কোথায় যাচ্ছিস্। হারামজাদা রাবণ, আজ তোর শেষ আমি দেখবো।

[সত্য পড়ে যায়]

সত্যানন্দ ॥ একি? গগন, তুই আমাকে তুই তুই বলছিস? আমি না ছোট তরফের সত্যানন্দ রায়।

গগন ॥ তুই সত্যানন্দ নস্—তুই খচ্চরানন্দ।

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমুদিনী ॥ লাঠির একটা ঘায়ে মিনসেটার মাথাটা দু ফাঁক করে দাও তো গগন-দা।

সত্যানন্দ ॥ একি? তুইও চলে এসেছিস্? লেঠেল হারামজাদারা সব কটা পালিয়েছে বুঝি? আমার চোদ্দ টাকা সাত আনা—

গগন ॥ চোপ্! আয়—আয় এদিকে।

সত্যানন্দ॥ জানিস্ ও কে? জানিস্ ও—ওর বাপ ছিল রজনী গোমস্তা।

গগন॥ না—ও মহাজনের মেয়ে। ওর পায়ে হাত দিয়ে মাপ চা।

সীতা॥ ওকে ছেড়ে দাও কাকা। আর বলে দাও, ভবিষ্যতে আর কোনদিন সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওর চামড়া দিয়ে আমি ডুগডুগি বাজাবো। কথাটা যেন ও মনে রাখে।

সত্যানন্দ॥ মনে রাখবো সীতা—মনে রাখবো। মনে রাখার মতো কথা শুনলে সত্যানন্দ রায় কখনো ভোলে না।

[প্রস্থান।

কুমুদিনী॥ ওকে ছেড়ে দিলি মা?

সীতা॥ হ্যাঁ। কাল তো আমি চলে যাচ্ছি পিসী।

গগন॥ তাই যা মা। তাই যা। এই সব সাপ আর শকুনের দেশে থেকে বাঁচার মতো বাঁচতে কখনো পারবি না। তবে আমাদের যেন ভুলে যাসনি মা। ভুলে যাসনি।

সীতা॥ তোমাদের ভুললে যে অনন্ত নরকেও আমার জায়গা হবে না কাকা। আমি জানি-না পিসী জীবন আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাবে—কিন্তু যেমনই থাকি—যেখানেই থাকি—এদেশের জল মাটি আর বাতাসের গন্ধ—তোমাদের সোহাগ, আদর, আর স্নেহের স্পর্শ আমি—তোমাদের এই সীতা—কখনো ভুলবে না—

গান

যেখানেই থাকি—যেমনি থাকি এই মাটি আমি ভুলবো না
যতোদূরে যাই—এদেশের ডোর কোনোদিনই আমি খুলবো না।
এদেশের গাছ—এদেশের পাখী, তোমরা আমার আপনজন—
এখানে বাতাসে, এখানে আকাশে বন্দী থাকবে আমার মন।

তোমরা আমার ভালবাসা ওগো তোমাদের আমি ভুলবো না—
যতোদূরে যাই—এদেশের ডোর কোনোদিনই আমি খুলবো না
ভুলবো না—আমি ভুলবো না।

[গানের মধ্যে গগন ও কুমুর হাত ধরে প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

কিন্নরীদেবীর বাড়ী

রণজিতের প্রবেশ।

রণজিৎ॥ মার মাথায় একটা কথা কিছুতেই ঢোকাতে পারছি না যে মন্দিরার এভাবে এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না।

মিঃ মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখার্জী॥ বাট্ হোয়াই নট? কেন? আফটার অল শী ইজ্ মাই ডটার। আমার মেয়ে।

রণজিৎ॥ তাই বলে মাসের পর মাস বাপের বাড়ীতে বসে থাকবে? আর তাই যদি থাকবে—তবে বিয়ে দিয়েছিলে কেন?

মুখার্জী॥ রাইট্ ইউ আর—এটা তাহলে নতুন করে ভেবে দেখা দরকার। বাট্ হোয়্যার ইজ্ জামাই? মাই সান-ইন্-ল? তার তো আসা উচিত।

কিন্নরীর প্রবেশ।

কিন্নরী॥ কেন? সে এলে কি মেয়েকে ফেরৎ দেবে নাকি?

মুখার্জী॥ ইউ গুড্। জামাই যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চায় তবে ইউ কাণ্ট্ স্টপ। তুমি বাধা দেবার কে ?

কিন্নরী॥ ঐ বাস্টার্ড স্বদেশীদের বাড়ীতে তুমি মেয়েকে পাঠাবে ?

রণজিৎ॥ সেটা জামাইকে বোঝাতে হবে। বলতে হবে—এতে আমাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে—পোজিশান খারাপ হচ্ছে।

কিন্নরী॥ সে বুঝবে না। বোঝাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে।

মুখার্জী॥ বাট কিন্নরী—মন্দিরার কি ইচ্ছে ? ও কি বাড়ী যেতে চায় না ?

কিন্নরী॥ আমি তো তাই জানি। বিশ্বাস না হলে তোমরা জিগ্যেস করো।

মুখার্জী॥ ঠিক এই রকম একটা কেস হয়েছিল লর্ড বেণ্টিংকের টাইমে। ম্যাকলিওড্ এণ্ড ম্যাক্লিওডে তখন বড় সাহেব ছিল মিঃ থাম্বার।

কিন্নরী॥ তোমার থাম্বারকে এখন থামাও তো। মরছি নিজের জ্বালায়—আর উনি পাস্ট্-এর পাঁচালী খুলে বসেছেন।

মুখার্জী॥ ও আই অ্যাম সরি। তোমরা সবাই বড়ো ইম্পেশেণ্ট। আচ্ছা সেই পাঁচু গোপাল আসেনি ?

রণজিৎ॥ পাঁচু কে ?

মুখার্জী॥ ঐ যে তোর বন্ধু—খুব পড়াশুনো আছে ছেলেটির।

রণজিৎ॥ পাঁচু নামে আমার তো কোনো বন্ধু নেই।

মুখার্জী॥ আরে যে ছেলেটি মন্দিরার বিয়ে দিল ধনঞ্জয়ের সংগে—

কিন্নরী। মন্দিরার বিয়ে রণজিতের যে বন্ধু দিয়েছে তার নাম প্রাণনাথ। আর বিয়ে দিয়েছে যার সংগে মানে তোমার জামাই-এর নাম—ধনঞ্জয় নয় সঞ্জয়।

মুখার্জী ॥ কারেক্‌ট্‌। আজকালকার নামগুলো বড়ো গোলমেলে। তা সেই প্রাণকৃষ্ণ আসেনি ?

কিন্নরী। উঃ! না।

মুখার্জী ॥ ও হো। এ ভেরী ব্রাইট্‌ বয় হি ইজ্‌। ব্রিটিশ পিরিয়ডের হিস্ট্রীর অনেক খবর রাখে।

রণজিৎ ॥ প্রাণনাথ তো ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র—ও ইতিহাসের খবর রাখে মানে ?

কিন্নরী ॥ এখন রাখছে। ঐ ওর জন্যে।

মুখার্জী ॥ আমার জন্যে ? হাউ সিলি। কেন ?

কিন্নরী ॥ তোমাকে হাত করার জন্যে। একটা মেয়েকে জলে ফেলেছো এবার এটাকেও ফেলো।

মুখার্জী ॥ তোমার কথাবার্তা আমি কিছুই ফলো করতে পারছি না। মেয়েকে জলে ফেলবো কেন ? তোমার জামাই ঐ ইয়ে জয় তো বেশ ভালো ছেলে। বড়ো ঘর। যথেষ্ট বিত্তশালী। ওর শ্বশুর তো বেশ সজ্জন—খাঁটি লোক। মেয়েকে তুমি ওর শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও—অ্যাণ্ড্‌ শী উইল বি হ্যাপী—সুখী হবে।

কিন্নরী ॥ সুখী হবে না। ওখানে ওকে কেউ সুখে থাকতে দেবে না।

রণজিৎ ॥ ও থাকলেও তুমি থাকতে দেবে না।

কিন্নরী ॥ কেন ? আমার কি দায় ?

রণজিৎ ॥ মাসে হাজার টাকা—অনেক বেশি টাকা মা। আর লোভ জিনিসটা তোমার একটু বেশিই আছে।

কিন্নরী ॥ তোর লোভ নেই রণজয় ?

রণজিৎ ॥ আছে। কিন্তু তোমার মতো নেই। যাই হোক—তোমার ঐ সোনার চাঁদ ছেলে সোমেনের খবর কি ?

মন্দিরার প্রবেশ।

মন্দিরা॥ সোমেন আজ সকালে বলছিল—আসছে মাসে ও হাস-পাতালের কোয়ার্টার্সে চলে যাবে। এই কদিন ওকে একটু ভালো করে খাইও মা।

কিন্নরী॥ কেন রে? এখানে ওর অসুবিধে কি হচ্ছে।

মন্দিরা॥ তুমিই জিজ্ঞেস কোরো। এ বাড়ীতে সকলে ওকে খুব সুনজরে দেখে না বলেই বোধহয় চলে যেতে চাইছে।

মুখার্জী॥ বাট্ সোমেন কে? ঐ হ্যাণ্ড্সাম্ ডাক্তার ছেলেটি?

মন্দিরা॥ হঁ্যা।

মুখার্জী॥ ওর বাড়ী কোথায়?

কিন্নরী॥ তুমি চুপ করো তো! তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কে সোমেন? কোথায় তার বাড়ী এসব তোমাকে বলে কিছু লাভ আছে? একটু পরেই তো সব ভুলে যাবে।

মুখার্জী॥ আমি—ভুলে যাবো? আর ইউ ম্যাড্? লর্ড ওয়াভেল এই সেদিনও আমার মেমারীর কতো প্রশংসা করেছেন! তুমি জানো? যাক—সে সব তোমাদের বলে কোনো লাভ নেই। লাইব্রেরীতে একপট কফি পাঠিয়ে দাও—আর ঐ পাঁচুগোপাল না না, প্রাণগোপাল এলে একবার পাঠিয়ে দিও। [প্রস্থান।

কিন্নরী॥ সোমেনকে সুনজরে কে দেখে না মন্দিরা?

রণজিৎ॥ ও বোধহয় আমার কথা বলছে। একটা কথা বলবো মা—সোনার ডিমের লোভে মুর্গীটাকে জবাই করে ফেলো না।

কিন্নরী॥ তার মানে?

রণজিৎ॥ ভাবছো সোমেনের হাত ঘুরে হেমেন রায়ের অর্ধেক সম্পত্তি তোমার সিন্দুকে এসে উঠবে। এই তো?

কিন্নরী ॥ ভাবলে অন্যায়টা কি শুনি ? সোমেনের ভালমন্দ বোঝার বয়স এখনো হয়নি। একটা বাচ্চা ছেলের ভবিষ্যতের দায়িত্ব হাতে নিলে অন্যায়টা কি ?

রণজিৎ ॥ সোমেন বাচ্চা ছেলে ? বাচ্চা নয় মা—বাচ্চা নয়—তোমাকে ও ঘোল খাওয়াতে পারে। ভালো চাও তো ওকে ফিরিয়ে দাও—বেঁচে যাবে তুমি। আর ঐ মেয়েটাও বাঁচবে। [প্রস্থান।

কিন্নরী ॥ তুই কিছু ভাবিসনি মন্দিরা। সোমেনকে আমি বুঝিয়ে বলবো যাতে ও এখানেই থাকে। হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে থাকলে ওর খাওয়া দাওয়ার কতো অসুবিধে হবে বল তো ? তা ছাড়া বাপের সংগে দেখা করে—ওর সম্পত্তির অংশ নিয়ে ওকে বেরিয়ে আসতে হবে না ?

মন্দিরা ॥ বাবার সংগে ওর দেখা হয়নি মা। বিষ্ণুপুরে এখন কেউ নেই। কাকার সংগে ওর দেখা হয়েছিল। শুনেছে বাড়ীর সবাই নাকি কলকাতার সিকদারবাগানের বাড়ীতে আছে।

সোমেনের প্রবেশ।

সোমেন ॥ হ্যাঁ। সিকদারবাগানে দাদা এখন পার্মানেণ্ট আর বাবা টেম্পোরারী। জেল থেকে বেরুবার পর দাদার শরীর নাকি খুব ভেঙে পড়েছে। তাই প্র্যাকটিসের সুবিধের জন্যে দেশের বাড়ীতে না থেকে কলকাতার বাড়ীতে আছে।

কিন্নরী ॥ এসব তুমি জানলে কোথায় বাবা ?

সোমেন ॥ দেশের বাড়ীতে—কাকার কাছে।

মন্দিরা ॥ তোমার দাদা অসুস্থ। অথচ কলকাতার বাড়ীতে তাঁকে একলা ফেলে রাখলেন বাবা। আমি কি একবার যাবো মা ?

কিন্নরী॥ ক্ষেপেছিস ?—তোর মান সম্মান নেই ?

সোমেন॥ না না বৌদি ? ভেবো না কিছু। দাদা ঠিক একলা নেই। সংগে দেখাশোনা করবার জন্যে সীতা বলে সেই মেয়েটিও আছে।

মন্দিরা॥ সে কি ? সেই সীতা ?

কিন্নরী॥ চিনিস্ তুই ?

মন্দিরা॥ হ্যাঁ। সে এক আগুনের টুকরো।

কিন্নরী॥ সর্বনাশ। ও বাড়ীতে আর কেউ থাকে না ?

সোমেন॥ ওসব কথা ডিটেল্স্ বলতে পারবো না। কাকা একদিন আসবেন। ওঁর কাছেই সব জানতে পারবেন।

কিন্নরী॥ কিন্তু তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছো কেন বাবা ? এখানে তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে বলো।

সোমেন॥ অসুবিধে তো কিছু হয়নি। কিন্তু এভাবে কি চিরজীবন থাকা যায় ? আমার নিজের একটা ব্যবস্থা তো করে নেওয়া দরকার।

মন্দিরা॥ দেশের বাড়ীতে ফিরে যাবে সোমেন ?

সোমেন॥ না বৌদি। দেশের বাড়ী। দেশের হাসপাতাল। ঐ হাড়-পিলে বার করা রুগীর দল—আমার অসহ্য লাগে। এখন চাকরী করছি। পরে নিজেই নার্সিং হোম করবো। শুধু টাকাটা হাতে পাবার জন্যই অপেক্ষা করছি।

কিন্নরী॥ কেন সোমেন ? তোমার বাবার টাকাই তো তুমি পাবে।

সোমেন॥ হ্যাঁ। কাকা সেই ব্যাপারেই পরামর্শ দিতে আসবেন।

কিন্নরী॥ ভালো ভালো। ঐ কাকাই তো দেখছি ওবাড়ীতে তোমার একমাত্র হিতাকাংক্ষী। তা হ্যাঁরে মন্দিরা—ইন্দু এখনো ফেরেনি ইউনিভার্সিটি থেকে ?

মন্দিরা॥ না মা।

কিন্নরী ॥ ঐ ইন্দুকে নিয়েই আমার চিন্তা বাবা !

সোমেন ॥ কেন ? চিন্তার কি আছে ?

কিন্নরী ॥ বয়স বেড়ে যাচ্ছে—বিয়ে দিতে হবে না ?

সোমেন ॥ কেন প্রাণনাথবাবু তো—?

কিন্নরী ॥ কে ? [জোরে]

সোমেন ॥ কেন উনি—মানে উনি তো বেশ প্রতিষ্ঠিত। নিজের ব্যবসা—

কিন্নরী ॥ ছি ছি বাবা। বইয়ের দোকানদারকে তুমি ব্যবসাদার বলছো ? ওর কি চালচুলো আছে, ও তো একটা পরগাছা। ওকি ইন্দিরার স্বামী হবার যোগ্য ? তোমার মতো একটি ছেলে—যাকগে ওসব কথা পরে হবে। তোমরা গল্প করো বাবা—আমি তোমার চা পাঠিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ ইন্দুকে তোমার পছন্দ হয় সোমেন ?

সোমেন ॥ কেন ? কেন হবে না ? স্মার্ট, শিক্ষিতা—সুন্দরী। তবে, বিয়ে আমি করবো না বৌদি।

মন্দিরা ॥ কেন ?

সোমেন ॥ আমার মন ভরিয়ে দেবার মত মেয়ে যে দেখি না।

মন্দিরা ॥ কখনো দেখনি ?

সোমেন ॥ দেখেছি—কিন্তু তিনি এখন নাগালের বাইরে। অথচ ভালবাসা তিনি পাননি কখনো—আবার তাকেও কারোর ভালবাসার অধিকার নেই।

রণজিতের প্রবেশ।

রণজিৎ ॥ তুমি বুঝি ভালবাসার ঠিকেদারি নিয়েছো সোমেন ?

সোমেন ॥ তার মানে ?

রণজিৎ ॥ মানে তো খুব সহজ। মন্দিরার সংগে তোমার সম্পর্কের কথা কি যেন বলছিলে—আসার পথে একটু কানে এলো কিনা ? এই রকম একটা জঘন্য ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে তোমার অশুচি মনে হয় না ?

সোমেন ॥ ভালবাসা কখনো অশুচি হয় না।

রণজিৎ ॥ জানি। কিন্তু তোমার বেলায় ওটা ভালবাসা নয়।

সোমেন ॥ নয়! তবে কি ?

সোমেন ॥ বিকৃতি। বিলেতের বেলেল্লাপনাটা রপ্ত করেছো—অথচ ওদের মহত্ত্ব, বিশালতা তোমার চোখে ধরা পড়েনি।

মন্দিরা ॥ এ সব তুমি কি বলছো ?

রণজিৎ ॥ ঠিকই বলছি। সাদা চামড়ার গুণগুলো যদি দেখতে পেতো তাহলে কলকাতার হাসপাতালের চাকরী না নিয়ে বিষ্ণুপুরের হাসপাতালকে ঘিরে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ সুরু করতে পারতো।

মন্দিরা ॥ এ সব কথা বলার তোমার কোনো অধিকার নেই।

রণজিৎ ॥ জানি—কিন্তু যে লোকটা দেবতার মতো বড়ো ভাই-এর দেবত্বকে মর্যাদা না দিয়ে তার স্ত্রীর সংগে আসনাই সুরু করে গোপনে গোপনে—তাকে মানুষ ভাবতে আমার সংকোচ হয়।

মন্দিরা ॥ বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে দাদা।

রণজিৎ ॥ আমিও তো সেই কথাই বলছি। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, অপদার্থ দেওরের প্রেমসম্ভাষণ না শুনে—নিজের জায়গায় ফিরে যা। দু দুটো দেবতার পায়ের কাছে বসে স্বর্গসুখ উপভোগ না করে এই নরকে বসে থাকলে—জীবনের শেষে দেখবি তোর

হিসেবের খাতায় শুধু বড়োবড়ো কতকগুলো শূন্য জমা হয়ে আছে। [প্রস্থান।

সোমেন॥ আমি যাচ্ছি বৌদি।

মন্দিরা॥ না সোমেন; তুমি যাবে না। যে যাই বলুক—তোমাকে আমি যেতে দেবো না। আজীবন আমি ভালবাসার কাঙাল। অথচ আমি চির-বঞ্চিতা। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না সোমেন।

আগে প্রাণনাথ পরে হেমেনের প্রবেশ।

প্রাণনাথ॥ এই যে সোমেনবাবুও আছেন—ভালোই হয়েছে। আপনার বাবা এসেছেন।

সোমেন॥ বাবা? এখানে?

মন্দিরা॥ বাবা এখানে কেন?

হেমেন॥ আসতে হলো বৌমা। সঞ্জয়ের জন্যে আসতে হলো। কিন্তু এসে কি দেখলাম?

প্রাণ॥ মিসেস রায়—সঞ্জয়বাবু কদিন ধরে কঠিন জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

হেমেন॥ হ্যাঁ বৌমা। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সঞ্জয় আর সুস্থ হচ্ছিল না কিছুতেই। তারপর গত বুধবার থেকে—

মন্দিরা॥ কিন্তু এখানে কেন? এখানে তো কোনো নার্স পাওয়া যায় না।

হেমেন॥ নার্স!

মন্দিরা॥ তা ছাড়া কি? এতোদিন পরে আজ হঠাৎ বৌমাকে দরকার কেন? নার্সের খরচ বাঁচাতে চাইছেন?

প্রাণ॥ এসব আপনি কি বলছেন ? সঞ্জয়বাবুর বোধহয় টাইফয়েড হয়েছে। মেসোমশাইকে তাই জোর করে আমিই এখানে এনেছি। আমিই বলেছি এ সময়ে সঞ্জয়বাবুর পাশে আপনাকেই দরকার।

মন্দিরা॥ এতো বড়ো উপকার আপনাকে কে করতে বলেছিল প্রাণনাথবাবু ? আপনার নিজের চরকায় তেল দিলেই তো পারতেন।

হেমেন॥ প্রাণনাথ—তুমি তো এ বাড়ীতে পরিচিত ? তুমি একটু ভেতরে যাও—আমরা একটু পারিবারিক আলোচনা করবো।

প্রাণ॥ আপনাকে এখানে জোর করে আমিই এনেছিলাম মেসোমশাই, চলুন আপনাকে বিষ্ণুপুরে পৌছে দিই। আমি বুঝতে পারিনি—

হেমেন॥ তুমি ভেতরে যাও প্রাণনাথ [প্রাণনাথ মাথা নীচু করে চলে যায়] নার্সের কথা তুমি যেন কি বলছিলে বৌমা ?

মন্দিরা॥ শুনতে পাননি ?

হেমেন॥ হ্যাঁ পেয়েছি। আমাদের জমিদার বংশে বাগানবাড়ী করা—রক্ষিতা নিয়ে স্ফূর্তি করা এ সবের চল ছিল জানো ?

মন্দিরা॥ জানি—আর এখনো তা চলে সে কথাও শুনতে পাই।

হেমেন॥ না, এখন চলে না। আমরা গত তিনপুরুষে একটু অন্যভাবে জীবন কাটাতে ভালোবেসেছি বলে আমার বাবার আমল থেকে ওসব উঠে গেছে। তবুও কয়েকজন রক্ষিতা রাখার আর্থিক ক্ষমতা আমার আছে।

মন্দিরা॥ এ সব কথা আমাকে বলে লাভ কি ?

হেমেন॥ নার্স রাখার দরকার হলে হেমেন রায় খরচ বাঁচাবার ভয়ে পিছিয়ে আসবে একথা ভাবা ভুল।

মন্দিরা ॥ তাই বুঝি নার্সের বদলে রক্ষিতা রেখেছেন আপনার ছেলের কাছে ? সারাক্ষণের সেবাদাসী ?

হেমেন ॥ ঐ মেয়েটা ও বাড়ীতে আছে বলেই তুমি কিন্তু বৈধব্য থেকে এখনো মুক্ত আছো।

মন্দিরা ॥ তার মানে ?

হেমেন ॥ যতোদিন ও বাড়ীতে সীতা থাকবে ততোদিন যমরাজকে ও বাড়ীতে ও ঢুকতে দেবে না।

মন্দিরা ॥ তবে আর কি ? তা হলে এখানে এসেছেন কেন ?

হেমেন ॥ তোমাকে সব জানিয়ে ও বাড়ীতে নিয়ে যেতে। মনে হয়েছিল তুমি সঞ্জয়ের স্ত্রী। এ সময়ে ওর কাছে তোমার থাকা উচিত—তাই এসেছিলাম।

মন্দিরা ॥ আর কিছু বলবেন ?

হেমেন ॥ হ্যাঁ। আরেকটা কথা। সঞ্জয়ের ছেলেকে—আমার গোপাল দাদুভাইকে আমি এ পর্যন্ত কখনো দেখিনি।

মন্দিরা ॥ গোপাল নাম আমরা রাখবো না।

হেমেন ॥ ঠিক আছে। রেখো না—তবে ঐ নামে জন্ম রেজিষ্ট্রী করা হয়েছে। নাম বদলে গেলে ভবিষ্যতে সঞ্জয়ের সম্পত্তির দাবীদার হওয়া ওর পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। কি হলো ? ভয় পেয়ে গেলে ? যাই হোক—দাদুভাইকে একবার দেখা যায় না ?

মন্দিরা ॥ না। বেবী এখন ঘুমোচ্ছে আয়ার কাছে।

হেমেন ॥ ও। তাহলে তুমি যাবে না ?

মন্দিরা ॥ না। মনের দিক থেকে কোনো উৎসাহ নেই।

হেমেন ॥ তবে থাক। কিন্তু আমি ভাবছি—তোমার মন। সে কেমন ? কি দিয়ে তৈরী ?

সোমেন ॥ একবার গেলে তুমি ভালো করতে বৌদি।

হেমেন ॥ তুমি বুঝি এখানেই থাকো ?

সোমেন ॥ হ্যাঁ। দাদার শরীর অসুস্থ—আমাকে একবার খবর দেবার দরকার মনে করোনি বাবা ?

হেমেন ॥ তুমি জানতে না ? তোমার কাকার কাছে শোননি ?

সোমেন ॥ হ্যাঁ। তা অবশ্য···

হেমেন ॥ থাক থাক। তোমার বিব্রত হবার কোনো দরকার নেই। সময় সুযোগ পেলে যেও। আর বৌমা—ছোট করে তোমাকে খুব সংক্ষেপে একটি কথা জানিয়ে যাই। বিবাহের পবিত্র মন্ত্রে তুমি সঞ্জয়ের স্ত্রী হয়েছো। সঞ্জয়ের দয়ায় তার বধূ হয়ে তুমি হয়তো চিরদিনই থাকবে—কিন্তু হেমেন রায়ের মনে পুত্রবধূর আসন থেকে এই মুহূর্তে তোমাকে আমি নির্বাসিত করলাম।

মন্দিরা ॥ আপনার পুত্রবধূ বা আপনার পুত্রের বধূ এ দুয়ের একটাও হবার জন্যে আমি ব্যস্ত নই।

হেমেন ॥ জানি। পিছল পথে পা দিয়েছো—এবারে শুধু নীচেই নামবে। তোমাকে ঘৃণা করতে পারলে আমি খুশী হতাম, তবে তোমাকে অনুকম্পা করতেই ইচ্ছে করছে। তোমাদের পাশ্চাত্যঘেঁষা কদর্য আইসি-এ-সী সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতির সংগে মেলে না এইটুকুই জানতাম—কিন্তু তফাৎটা এতো বড়ো তা জানতাম না। আমি চলি।

সোমেন ॥ একটা কথা বাবা—

হেমেন ॥ তোমার অংশের ভাগ এই তো ?

সোমেন ॥ ভাবছিলাম টাকাটা পেলে নার্সিং হোমের কাজটা সুরু করে দোবো।

হেমেন ॥ সুরু তুমি অনেক কিছুই করবে সোমেন—দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। বুঝতেও পারছি। কিন্তু শেষ কিছুই হবে না। যাই হোক—তুমি কি ক্যাশ চাও—না জমি জায়গা ?

সোমেন ॥ না বাবা। ক্যাশ পেলেই ভালো হয়।

হেমেন ॥ আমার সমস্ত সম্পত্তির মূল্য চার লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ক্যাশ আছে বোধহয় লাখখানেক। সবটাই তোমাকে দিয়ে দোবো। দিন দুই বাদে একবার বিষ্ণুপুরে যেও। আর তোমাকে যাবার আগে আরও একটি কথা বলে যাই [মন্দিরাকে] তোমার পায়ের তলার মাটি সর্বদাই দুলছে। সাবধানে পা ফেলো। না হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে এই টলমলে পৃথিবীতে তোমার হাত ধরে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দেবার মতো মানুষ একটিও মিলবে না।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ হাত ধরে তোলার জন্যে সেদিন আমার পাশে তুমি থাকবে না সোমেন ?

সোমেন ॥ আমি ? নিশ্চয়ই--আমি তো তোমারই। শক্ত করে ধরো আমার হাত। সব বাধা আমরা ঠিকই কাটিয়ে উঠবো। তবে ঐ লোকনিন্দের কথাটা ভেবে একবার দাদার সংগে দেখা করে এলে পারতে।

মন্দিরা ॥ না সোমেন। লোকনিন্দের ভয় আমি আর করি না। আমার উপবাসী প্রাণ আজ ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে—তুমি আমার থাকলে আর কিছুতেই আমি ভয় করি না সোমেন—কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

সোমেন ॥ তা তো আমি জানি সুন্দরী। এফ্. আর. সি. এস. সোমনাথ শুধু হাড় নয়—হার্টের ডাক্তারীও যে করে। হায়রে সঞ্জয় রায়! টাইফয়েডে পড়ে আছ ঝি-এর তদারকিতে—আর তোমার সুন্দরী স্ত্রী রয়ে গেল আমার হেফাজতে। বৌদির ভাগটাও যদি হেমেন রায় আলাদা করে দিতো—না থাক। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। রাজকন্যে যখন এসেছে—রাজত্বও আসবে। যাই এবার একটু মহামন্ত্রদাতা আমার কাকা শ্রীমৎ শ্রীশ্রীসত্যানন্দ বাবার স্মরণ নিইগে। জয় বাবা সত্যানন্দ—

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

সিকদারবাগানের বাড়ী

সঞ্জয়ের প্রবেশ সঙ্গে সীতা।

সঞ্জয় ॥ সত্য কখনো চাপা থাকে না সীতা—গোপন করার যতো চেষ্টাই তুমি করো। গোপন রাখতে পারবে না।

সীতা ॥ আমি আবার কি গোপন করলাম?

সঞ্জয় ॥ আমি যখন জেলে ছিলাম তখন একবার তোমার বাড়ীতে কাকা চড়াও হয়েছিল?

সীতা ॥ হ্যাঁ।

সঞ্জয় ॥ একথা আমাকে এতোদিন বলোনি কেন?

সীতা ॥ বললে আবার আপনি রেগে যেতেন—আবার দৌড়তেন

কাকাকে ধরতে—তাই বলিনি। বললেই তো সেই মামলা—মোকদ্দমা—

সঞ্জয় ॥ কিন্তু মামলা করে কাকাকে জেলে না ঢোকালে আরও কতো অবলার সর্বনাশ যে উনি করবেন তার ঠিক কি ?

সীতা ॥ অতীত এখন চাপাই থাক না দাদাবাবু। চলুন দুধ ফুটিয়ে রেখেছি।

সঞ্জয় ॥ আচ্ছা ঐ দুধ আর ফলমূল কতোদিন আমাকে খেতে হবে বলতে পারো ?

সীতা ॥ যতোদিন বাবা বলবেন।

সঞ্জয় ॥ বাবা কতোদিন বলবেন ?

সীতা ॥ যতোদিন ডাক্তারবাবু বলবেন। কিন্তু এতো অধৈর্য হবার কি আছে ? সুখের দিন তো আমার ফুরিয়ে এলো।

সঞ্জয় ॥ সুখের দিন ? আমার এই দুধ খেয়ে থাকা বুঝি তোমার সুখের দিন ?

সীতা ॥ না—তা নয়—। ভাবছি সুস্থ হয়ে আবার তো কোর্টকাছারি সুরু করবেন। তখন আমার কি হবে ?

সঞ্জয় ॥ কেন ? তোমার কি হবে মানে ?

সীতা ॥ কি নিয়ে কাটবে আমার সময় ? আপনার সেবা করে এতোদিন তো স্বর্গের আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু এখন কি নিয়ে থাকবো ?

সঞ্জয় ॥ হতাশ হচ্ছো কেন ? তোমার পড়াশুনো ভালো লাগছে না ?

সীতা ॥ লাগবে না কেন ? দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে কথামালা ধরেছি।

সঞ্জয় ॥ কথামালাও শেষ হবে। তারপরে ছোটদের গল্পের বই।

ফার্স্ট বুক—একটু ব্যাকরণের বই। আর তারপরে পড়বে বঙ্কিমচন্দ্র।

সীতা। বঙ্কিমচন্দ্র?

সঞ্জয়॥ হ্যাঁ। বন্দেমাতরম-এর স্রষ্টা, আনন্দমঠের স্রষ্টা—ঋষি, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। একলা থাকার দুঃখ, আমাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ—তুমি একেবারে ভুলে যাবে।

সীতা॥ ও বাবা—তবে কাজ নেই।

সঞ্জয়॥ কেন?

সীতা॥ আপনাকে ভুলতে আমি চাই না। যেদিন আপনাকে ভুলে যাবো—সেদিন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়।

সঞ্জয়॥ ছিঃ সীতা—ওসব কথা বলতে নেই। আমার কষ্ট হয়।

সীতা॥ কষ্ট হয়?

সঞ্জয়॥ হ্যাঁ—আমি যে তোমাকে—মানে তুমি আমাকে খুব ভালবাসো—তাই না?

সীতা॥ ভালবাসা? কি জানি—জানি না বাবু। ভালবাসা কাকে বলে তা তো আমি জানি না বাবু। আমি শুধু জানি—আপনার পায়ের কাছে বসে আপনার দিকে চেয়ে থাকতে। আপনার স্নেহে মমতায় স্নান করে নিজেকে ধন্য করতে।

সঞ্জয়॥ তোমাকে আমারও বড়ো আপন লাগে—বড়ো নিজের, বড়ো কাছের মানুষ মনে হয় সীতা।

সীতা॥ আমি জানি দাদাবাবু। জ্বরের সময় বিকারের ঘোরে আপনি কতোবার আমাকে খুঁজেছেন—আমাকে কাছে টেনে নিয়েছেন—আপনার বুকে মাথা রেখে আমি যে সুখের কান্নায় ভেসে যেতাম।

সঞ্জয় ॥ সেকি? কই আমার তো কিছু মনে নেই।

সীতা ॥ আপনি তখন অসুস্থ। মনে থাকার তো কথা নয়। কিন্তু আমি? আমি কেন মনে রেখেছি!

সঞ্জয় ॥ কি মনে রেখেছো?

সীতা ॥ সেই সুখের মুহূর্তগুলো—সেই স্বপ্নের দিনগুলো।

সঞ্জয় ॥ সেই দিনগুলো ভুলে যেতে চাইছো কেন সীতা?

সীতা ॥ স্বপ্নকে মনে রেখে লাভ কি দাদাবাবু?

সঞ্জয় ॥ আর স্বপ্ন যদি সত্যি হয়ে ওঠে—যদি আমি তোমাকে—

[সীতা বাধা দেয়]

সীতা ॥ না-না। ওকথা বলবেন না দাদাবাবু। বৌদির আর গোপালের যে অকল্যাণ হবে। আপনার স্ত্রী-পুত্রের কথা ভুলবেন না দাদাবাবু।

সঞ্জয় ॥ [হেসে ওঠে] স্ত্রী-পুত্র! মন্দিরা-গোপাল! কোথায় তারা? তাদের আমি জানি না—চিনি না। এই বিশাল পৃথিবীর কোনো বিশাল অট্টালিকায় তারা সুখে থাকুক। আর আমার নিজস্ব পৃথিবীর নিভৃত একটি কোণে আমিও তোমাকে নিয়ে সুখে থাকতে চাই।

সীতা ॥ না দাদাবাবু, তা হয় না। আমার অভিশপ্ত জীবনের ছোঁয়ায় আপনার দেবচরিত্রে কলংকের কালি লেগে যাবে। তা হয় না।

সঞ্জয় ॥ কেন সীতা। দেবতা তৈরী করে কেন আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে? এই বঞ্চিত মানুষটার জন্যে কষ্ট হয় না তোমার? ইচ্ছে করে না এই অতৃপ্ত, অসুখী মানুষটার বুকের আগুন তোমার ঐ মিষ্টি আঁচলের বাতাসে নিভিয়ে দিতে?

সীতা ॥ করে দাদাবাবু—ইচ্ছে করে। আমার জীবন-যৌবন, আমার অস্তিত্বের শেষ বিন্দু দিয়ে আপনার সেবা করতে ইচ্ছে করে—কিন্তু আমার যে কোনো অধিকার নেই দাদাবাবু—আমি যে এক অকল্যাণী লগ্নভ্রষ্টা।

সঞ্জয় ॥ তুমি যদি অকল্যাণী হও—তবে পৃথিবীতে কল্যাণী কেউ নেই সীতা। কিন্তু তোমার ওপর আর চাপ দোবো না। তুমি নিজে যেদিন তোমার মনের সব বাধা সরিয়ে আমার অঞ্জলি ভরে দেবে—সেদিনের জন্যেই আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

[নেপথ্যে দুর্গা মিত্রের কণ্ঠ শোনা যায়—সঞ্জয়]

দুর্গার প্রবেশ।

সঞ্জয় ॥ আরে দুর্গা কাকার গলা না ? আসুন কাকা—আসুন।

দুর্গা ॥ কি ব্যাপার ? এখন আছো কেমন ?

সঞ্জয় ॥ ভালো। এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

দুর্গা ॥ আমার স্টেজের জন্যে একটি গায়কের খোঁজ পেয়েছিলাম শ্যাম-বাজারে। তাকে নিয়েই ফিরছিলাম। তা সামনের রাস্তা দিয়েই তো যাচ্ছিলাম—ভাবলাম তোমাকে একবার দেখে যাই। হেমেনদার কাছে শুনেছিলাম তো তুমি অসুস্থ।

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। এখন ভালোই আছি। টাইফয়েড হয়েছিল—তা এবারে কি নাটক করছেন ?

দুর্গা ॥ একটি গ্রাম্য বিধবা মেয়ের কাহিনী নিয়ে।

সঞ্জয় ॥ কবে নাগাদ বই স্টেজে নামবে ?

দুর্গা ॥ আর নামবে—এখনো আর্টিস্টই ঠিক হয় নি। নায়িকাই পাইনি এখনো।

সঞ্জয় ॥ সে আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন। ওকালতি করে যে অতোসব করেন কখন তা বুঝতে পারি না। ও সীতা—ইনি বাবার বন্ধু শ্রীদুর্গাচরণ মিত্র। আমাদের স্টেটের অ্যাটর্নী। একটু সরবৎ এনে দাও।

সীতা ॥ ও। [প্রণাম করে] আমি এখুনি নিয়ে আসছি কাকাবাবু।

দুর্গা ॥ দাঁড়াও তো মা একটু। তোমার গলাটি তো ভারী মিষ্টি। গান জানো ?

সীতা ॥ খুব সামান্য জানতাম। এতোদিনে বোধহয় ভুলে গেছি।

দুর্গা ॥ গান, সাঁতার আর সাইকেল চড়া শিখলে কেউ ভোলে না। অনভ্যাসে হয়তো একটু মরচে ধরে—কিন্তু ভোলে না কেউ।

সঞ্জয় ॥ কি ব্যাপার কাকা ? সত্যি সত্যি ওকে কি নায়িকা করবেন নাকি ?

দুর্গা ॥ ঠাট্টা নয়। জানো তো আমার জহুরীর নজর। কি মেয়ে, মঞ্চে উঠে অভিনয় করতে পারবে তো ?

সীতা ॥ না কাকা। ওসব আমি জানি না—আমি বরং সরবৎ নিয়ে আসি।

দুর্গা ॥ আহা—সরবতের জন্য ব্যস্ত হয়ো না মা [ব্রিফকেস থেকে কাগজপত্র বার করে] এই লাইনগুলো তুমি পড়ো তো মা।

[সীতা করুণ চোখে সঞ্জয়কে দেখে]

সঞ্জয় ॥ পড়ো না ! ভয় কি ? আস্তে আস্তে সবটা দেখে নাও—তারপর পড়ো।

দুর্গা ॥ আচ্ছা হেমেনদার কাছে শুনেছিলাম। এই মেয়েটি তো তোমাদেরই দেশের মেয়ে—তাই না ?

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ কাকা। ওর সারাজীবন জুড়েই দুর্ভাগ্যের মেঘ।

দুর্গা ॥ এই রকম সংবেদনশীল মনটাই যে দরকার। পড়তে পারছো মা [সীতা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়] এবারে দেখে দেখে বলো তো ?

সীতা ॥ অঘটন ঘটে গেল পলকের মাঝে
তোমাকে দেখিনি আগে—তবু তুমি এলে কোথা হতে
বিজয়ীর রথে চেপে জয় করে নিলে
শুভ্রতায় ঢেকে রাখা ক্লান্ত হৃদয়।
চারিদিকে·········
না না—আমি পারছি না কাকাবাবু।

দুর্গা ॥ কে বললে পারছো না—এই সিকোয়েন্সেই তো গান ছিল—দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি তো গাইতে পারো সঞ্জয়—গানের এই লাইনগুলো দেখে একটু সুর ভেঁজে নাও তো—যা হয় একটা সুর করে গাও তাহলেই হবে। তুমি আরেকবার পড়ে নাও মা। এখানেই একটা মহড়া হয়ে যাক।

[সঞ্জয় সুর ভাঁজতে থাকে]

দুর্গা ॥ কি—কেমন লাগছে।

সীতা ॥ এসব কি আমি পারি। তাছাড়া আমার বড় ভয় করছে কাকাবাবু।

সঞ্জয় ॥ ভয়ের কি আছে ? তুমি তো কাজ চাইছিলে ? তোমার সময় কাটাবার মত কিছু একটা কাজ।

সীতা ॥ কিন্তু এসব তো আমি জানি না—অতো লোকের সামনে—

সঞ্জয় ॥ জানো না—শিখে নেবে। দুর্গাকাকা থিয়েটার জগতের একজন অভিজ্ঞ মানুষ—তোমার মধ্যে সম্ভাবনা না দেখলে উনি এতো উৎসাহ পেতেন না। আমারও তো বেশ লাগছিল—আরেকবার পড়ো না শুনি—

সীতা ॥ কাকাবাবু আমি তৈরি। ভাল হবে না। তবু চেষ্টা করছি।

দুর্গা ॥ ওতেই হবে। পড়ো মা—

সীতা ॥ অঘটন ঘটে গেল পলকের মাঝে

তোমাকে দেখিনি আগে—তবু তুমি এলে কোথা হতে?

বিজয়ীর রথে চেপে জয় করে নিলে

শুভ্রতায় ঢেকে রাখা ক্লান্ত-হৃদয়।

দুর্গামিত্র ও সঞ্জয় এই আবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করে।

চারিদিকে শকুনের ছায়া—

অসহায় মানবীরে ঘিরে

লালসার ধারালোনজর।

কেন এই বিধবার বুকে কুমারী চাঞ্চল্য জাগে?

এই বুকে ঢেউ তোলে নব-অনুরাগ।

সোহাগী সধবা হতে কাঁদে তনুমন।

হায় দেব—দেবতা আমার!

কেন এই অভাগীর বুকে দিলে এতো প্রেম?

অধিকার নাহি যদি দিলে—তবে কেন দিলে ভালবাসা?

[দুর্গামিত্রের ইসারায় সঞ্জয় গান ধরে]

গান

সঞ্জয় ॥ ভালোবাসায় মরণ তবু ভালোবেসেই সুখ

মনের কথা প্রকাশ পেলে তাতেই পাবে দুখ

তবু ভালোবেসেই সুখ।

প্রাণের মাঝে ফুটলে প্রেমের ফুল

সুখের জোয়ার ভাসাবে দুই কূল

ঐ প্লাবনে বিদ্ধ হবে ব্যথায় ভরা বুক

তবু ভালোবেসেই সুখ।

দুর্গা ॥ তারপর এই কাগজটা দেখে অ্যাক্‌টিংটা চালাও তো সঞ্জয়। তোমার জায়গা এলে তুমিও বলবে মা।

সঞ্জয় ॥ দেবী। অভাগিনী বলে নিজেকে অন্তরালে রেখে দেবতার কাছে অনুযোগ কোরো না। ভালবাসার অমিয়ধারায় তুমি অবগাহন করেছো—তুমি তো পুণ্যবতী। ভালবাসায় যে পাপ নেই—পাপ থাকে না—থাকতে পারে না।

দুর্গা ॥ বলো সীতা—দেখে দেখে বলো।

সীতা ॥ আর্যপুত্র। প্রণাম চরণে। আমি জানি প্রভু। ভালবাসা নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু দেব—সমাজের নিষেধাজ্ঞা যে খড়্গের মত তুলে ধরা আছে আমার শিয়রে।

দুর্গা ॥ বলো মা বলো।

সীতা ॥ এ নাটক—এ নাটক কে লিখেছেন ? এমন করে—

দুর্গা ॥ তোমার ভালো লেগেছে মা ? আমি নিজেই লিখেছি। চোখের ওপরে গ্রাম্য অসহায় নারীজাতির অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট দেখেছি মা। সমাজের অনুশাসনে এই সব কচি কাঁচ কিশলয়কে তাদের আশা-আকাংক্ষা হৃদয়ের সব শুভবৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে দেখেছি। ওকালতি করতে গিয়ে দেখেছি কতো কুৎসিত ঘটনা—অসহায় অবলা নারীদের ওপর কতো পৈশাচিক নির্যাতন—তাই নিজেই লিখে ফেললাম। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক সঞ্জয়।

সঞ্জয় ॥ বলুন কাকা।

দুর্গা ॥ এই হীরেটি যে আমার চাই।

সঞ্জয় ॥ কিন্তু সীতা কি পারবে কাকা ?

দুর্গা ॥ দুর্গা মিত্তির নাটকের জগতে ভুল সওদা করে না সঞ্জয়। প্রথম

পাঠে যার কণ্ঠে এতো ছন্দ, এতো আবেগ, এতো দরদ—সে অনায়াসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

সীতা॥ কিন্তু কাকাবাবু—আমি যে ভালো করে পড়তেই শিখিনি।

দুর্গা॥ তবে তো তুমি সরস্বতীর বরপুত্রী মা। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—তোমার যদি নিষ্ঠা থাকে—নাট্যশিল্পকে তুমি যদি ভালোবাসতে পারো—তবে এক বছরের মধ্যে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সেরা অভিনেত্রী হবে তুমি। তুমি তো জানো সঞ্জয়—আমি বাজে কথা বলি না।

সঞ্জয়॥ জানি কাকাবাবু। সীতার ভবিষ্যত ভেবে খুশীতে অস্থির হয়ে উঠছি। কিন্তু বাবাকে একবার—

হেমেনের প্রবেশ।

হেমেন॥ বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই সঞ্জয়। দুগ্‌গা মিত্তিরের নজর বড়ো সাংঘাতিক।

দুর্গা॥ খুব ভালো সময়ে এসেছো হেমেনদা—এই মেয়েটি কে ?

হেমেন॥ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি দুগ্‌গা।

সীতা॥ আমি পারবো না বাবা। কিছুতেই পারবো না।

হেমেন॥ পারবি কি না তা আমি জানতে চাই না। ওটা দুর্গা বুঝবে, তোর ইচ্ছে আছে কিনা তাই বল।

সঞ্জয়॥ ইচ্ছে অনিচ্ছের থেকেও বড়ো কথা বাবা ওর একটা কিছু করা দরকার। কাল পরশু থেকে আবার কোর্টে বেরুবো। এত বড়ো বাড়ীতে ও একলা সারাদিন কি করবে—তা তো ও নিজেই বুঝতে পারছে না।

হেমেন॥ ঠিক। তাছাড়া একটা স্বাধীন কাজে নিজেকে আটকে

রাখলে ব্যক্তিত্ব অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু দুগ্‌গা সীতা মা আমার গ্রামের মেয়ে—কলকাতার কিছুই ও চেনে না—বোঝে না। ও তো অন্ধকার এক পৃথিবী থেকে এসেছে।

দুর্গা ॥ সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও দাদা। আমি ঘুচিয়ে দেব ওর অন্ধকার। কাল ঠিক চারটে থেকে মহড়া। সাড়ে তিনটেয় আমার গাড়ী এসে ওকে নিয়ে যাবে। ঐ গাড়ীতেই আবার ফিরে আসবে। তারপর বইটা রিলিজ হয়ে গেলে থিয়েটার কোম্পানীর গাড়ীতেই ও যাওয়া আসা করবে। পার্টটা এর মধ্যে তুমি পড়ে নিও সীতা।

হেমেন ॥ তা তো পড়বে। কিন্তু সব কিছুই তো নির্ভর করছে ওর অভিনয়ের সাফল্যের ওপর।

দুর্গা ॥ মুখের কথায় তোমাদের বিশ্বাস হবে না—তা আমি জানি দাদা। তুমি—মহা-জন। সত্যিই মহামানব। আমার নাটকের তাই নাম দিলাম "মহাজনের মেয়ে"। আর সেই সঙ্গে বলে যাচ্ছি—সীতা যদি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রথম সারির অভিনেত্রীদের আসনে বসতে না পারে তবে থিয়েটারের পৃথিবীকে সেলাম জানিয়ে দুর্গা মিত্তির ওকালতির পৃথিবীকেই মাথায় তুলে নেবে।

[প্রস্থান।

সীতা ॥ বাবা। [প্রণাম করে]

হেমেন ॥ আমি খুশী হয়েছি মা। প্রতিভার প্রকাশ নজরে না পড়লে দুর্গা মিত্তির সময়ের অপব্যয় করতো না।

সঞ্জয় ॥ আমিও অবাক হয়ে গেছি বাবা। বাবাকে একটু শোনাওনা সীতা।

সীতা ॥ ছি ছি, আমার লজ্জা করে না বুঝি ?

হেমেন ॥ থাক মা থাক—একেবারে থিয়েটারে গিয়েই শুনবো।

সীতা ॥ এবার একদিন বৌদিকে নিয়ে আসুন না বাবা।

হেমেন ॥ কেন? তুই কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস মা?

সীতা ॥ না না। তা নয়। থিয়েটারে যদি অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হয়—তবে তো দাদাবাবুর অসুবিধে হবে।

সঞ্জয় ॥ না সীতা। আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

সীতা ॥ তাহলেও ওঁর জায়গা আর কতোদিন শূন্য থাকবে?

হেমেন ॥ বৌমা এখানে আসবে না সীতা। বৌমাকে আনতে ওদের বাড়ীতে আমি গিয়েছিলাম—

সঞ্জয় ॥ সেকি! কেন গেলে বাবা?

হেমেন ॥ কর্তব্য করতে। তোর অতবড়ো অসুখ গেল—মনে হলো বৌমাকে জানানো উচিত। তাই গেলাম। দাদুভাইকে দেখতে মনটা কেমন মোচড় দিয়ে দিয়ে কেঁদে উঠ্‌ছিল তাই গেলাম। ঐ রাস্কেল সোমেনটাকে অনেকদিন দেখিনি—যদি ওখানে দেখা হয়ে যায়—এই আশা নিয়ে গেলাম।

সঞ্জয় ॥ গিয়ে কি দেখলে?

হেমেন ॥ দাদুভাই ঘুমোচ্ছিল—তাই ওরা দেখালো না। কিন্তু বৌমাকে দেখলাম সোমেনকে দেখলাম—তবে না দেখলেই বোধহয় ভালো ছিল রে।

সঞ্জয় ॥ তোমাকে বুঝি ওরা অপমান করেছে বাবা?

হেমেন ॥ না না—অপমান করবে কেন? অপমান ঠিক নয়।

সঞ্জয় ॥ অপমানের যন্ত্রণায় তোমার বুকটা যদি ফেটে চৌচির হয়ে না যেত—তবে হিমালয়ের মত অটল হেমেন রায়ের চোখে জল কেন? পাহাড়ের সহিষ্ণুতা তোমার হারিয়ে গেল কেন?

হেমেন ॥ পাহাড়ের বুকেই তো জল জমে রে! তাই তো ঝর্ণা তৈরি হয়—আর ঐ ঝর্ণা থেকে নদী। পাহাড়ের বুকটা তাই হালকা হয়ে যায় রে!

সঞ্জয় ॥ বাবা—তোমাকে আমি উপদেশ দিতে চাই না। সে ধৃষ্টতাও আমার নেই। কিন্তু জীবনে এই প্রথম তোমাকে একটি রূঢ় কথা বলছি।

হেমেন ॥ সঞ্জয়!

সঞ্জয় ॥ নিমন্ত্রিত না হয়ে স্বেচ্ছায় তুমি যদি জীবনে আর কখনো ও বাড়ীতে যাও—তবে তুমি সঞ্জয়ের মরামুখ দেখবে।

হেমেন ॥ সঞ্জয়—সঞ্জয়—ফিরিয়ে নে—তোর কথা ফিরিয়ে নে সঞ্জয়।

সীতা ॥ দাদাবাবু!

সঞ্জয় ॥ না সীতা। আমার শপথ ফিরিয়ে নিতে বোলো না। হেমেন রায়ের উঁচু মাথা হেঁট করে দিয়ে ঐ মহামানবের চোখে যারা অশ্রু এনে দেয়—তারা আমার কেউ না। তাদের সংগে আমার কোনো সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না। [প্রস্থান।

হেমেন ॥ কি সর্বনেশে কথা বলে গেল রে সঞ্জয়টা। ওরে ও বাড়ীতে যে রয়ে গেছে রায়বাড়ীর একমাত্র বংশধর। কি হবে মা—এখন কি হবে? আমি যে ভেবেছিলাম—বৌমাকে গোপালকে যেভাবেই হোক এ বাড়ীতে এনে আমি একটু নিশ্চিন্তে দেশ-ভ্রমণে—বেরুবো।

সীতা ॥ বেশ তো—আপনি ঘুরে আসুন না। আমি সবদিক সামলে নোবো বাবা। দিব্যি তো দাদাবাবু আপনার ওপর দিয়েছেন—আমি তো মুক্ত। ও বাড়ীতে গিয়ে বৌদিকে আর গোপাল সোনাকে আমি নিয়ে আসবো।

হেমেন ॥ কিন্তু ও বাড়ীতে যে তোকেও ওরা অপমান করবে।

সীতা ॥ অপমান আমার গায়ে লাগবে না বাবা। আমি কথা দিচ্ছি বাবা—আজ থেকে ব্রত নিলাম আমি—গোপালকে নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবোই—আর এইটাই হবে আমার জীবনের সব থেকে পুণ্যময় ব্রত।

[প্রস্থান।

হেমেন ॥ পারবি—হ্যাঁ—তুই পারবি—আমি জানি। সঞ্জয়কে ফিরিয়ে এনেছিস জীবনের আলোতে—গোপালকেও তুই বসাতে পারবি ওর নিজের সিংহাসনে। আর যদি পারিস তবে এই বৃদ্ধের সারাজীবনের পুণ্যফল আমি তোরই হাতে তুলে দিয়ে যাবো মা।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

[সোমনাথের কোয়ার্টার]

হরেনের প্রবেশ।

হরেন ॥ রক্তের বোতলগুলো সব পাচার করে দিয়েছি স্যার।

সোমেন ॥ আর ওষুধগুলো ?

হরেন ॥ ওগুলো আপনি যেমন বলেছিলেন। আসল ওষুধগুলো তুলে নিয়ে সব প্যাকেটে নকল ওষুধ ঐ সোডিবাই-কার্ব আর খড়ির গুঁড়ো পুরে দিয়েছি।

সোমেন ॥ ভেরি গুড্। খুব ভালো করেছো হরেন। কিন্তু খুব সাবধান।

আমাদের নতুন আর. এস. কিন্তু খুব কড়া। জানতে যদি পারে—তাহলে শুধু যে চাকরী যাবে তাই না—সোজা পুরে দেবে হাজতে। ভেজাল ওষুধ দেওয়া আর মানুষ খুন করা—একই অপরাধ। একেবারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে।

হরেন ॥ তাহলে স্যার—

সোমেন ॥ আসলে কি জানো হরেন? টাকা চাই টাকা। অনেক টাকা। অনেক টাকা। বাবার টাকাটা পেলে—আর এই রক্ত আর ওষুধ বিক্রীর টাকাটা পাহাড়ের মত জমে উঠলে—নিজের পছন্দ মত একটা নার্সিংহোম তৈরি করবো। তাহলে আরও টাকা আসবে। তখন চাকরীটা ছেড়ে দোবো।

হরেন ॥ কিন্তু আমার তো চাকরী ছাড়লে চলবে না স্যার! আমি কি করবো?

সোমেন ॥ আরে তুমি তো হবে ঐ নার্সিংহোমের চীফ্ সুপার-ভাইজার। তুমিও তো চাকরী ছেড়ে দেবে।

হরেন ॥ তাই বলুন স্যার।

সোমেন ॥ বলছি তো—ঐ নার্সিংহোমে একদিকে থাকবে বার—একদিকে বলরুম—আর একদিকে—

হরেন ॥ রোগীরা কোন্ দিকে থাকবে স্যার—

সোমেন ॥ অ্যাঁ?

হরেন ॥ বলছি—নার্সিংহোম করবেন। রোগীরা থাকবে না।

সোমেন ॥ নিশ্চয়ই। ওগুলো তো রাখতেই হবে। ওগুলো তো শো। ভেতরে ভেতরে—

হরেন ॥ কিন্তু ঐ ওষুধ আর রক্তের স্টক রাখার খুব অসুবিধে হচ্ছে স্যার।

সোমেন ॥ কেন ? শিবশংকর বাবুকে তো ভাড়া দেওয়া হচ্ছে।

হরেন ॥ হ্যাঁ, কিন্তু উনি বোধহয় ব্যাপারটার মধ্যে একটা বেআইনী গন্ধ পেয়েছেন—উনি আর মাল রাখতে চাইছেন না—

সোমেন ॥ আচ্ছা, ঠিক আছে—দু'চার দিনের মধ্যে ওগুলো দেশের বাড়ীতে সরিয়ে ফেলবো। তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে দেশের বাড়ীটা দেখিয়ে দোবো। আমার কাকার বাড়ী। খুব সজ্জন লোক। ওখানে বরং স্টকটা পাঠিয়ে দোবো।

হরেন ॥ আচ্ছা স্যার, তাহলে খুব ভালো হয়। আমি তাহলে আসি স্যার। নমস্কার।

সোমেন ॥ এসো হরেন। টাকার লোভে আমার ফাঁদে পা দিয়েছো—দেখো ফেঁসে না যাও। এখন কাকার সংগে কথা বলতে হবে—আর বৌদির একটা হিল্লে করতে হবে—অনেক হয়েছে। এবার পুরনো বাঁধনটিকে ছিঁড়ে নতুন বাঁধনে বাঁধা পড়তে হবে। কিন্তু তার আগে বৌদিকে সরাতে হবে।

মন্দিরার প্রবেশ।

মন্দিরা ॥ বৌদিকে কোথায় সরাতে চাইছো সোমেন ? পৃথিবী থেকে ?

সোমেন ॥ ছি ছি। এ সব তুমি কি বলছো ? আমি চাইছিলাম—ওবাড়ী থেকে সরিয়ে এনে আমার এই নতুন কোয়ার্টার্সে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

মন্দিরা ॥ ওঃ সোমেন। এতো সুন্দর কথা বলো তুমি ! আমাকে তুমি সত্যি সত্যি এখানে এনে রাখবে ?

সোমেন ॥ ও শিওর। তা নাহলে এতো তদ্বির করে কোয়ার্টার্স আদায় করলাম কেন ? কিন্তু একটা ব্যাপার একটু ভেবে দেখা দরকার বৌদি।

মন্দিরা ॥ কোন্ ব্যাপারটা সোমেন ?

সোমেন ॥ ঐ লোকনিন্দের কথাটাও তো মনে রাখতে হবে বৌদি। তোমার বাপের বাড়ীতে আমার অবাধ মেলামেশায় বাইরের কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি—কিন্তু এখানে আমার ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার্সে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু হয়ে যাবে না কি ?

মন্দিরা ॥ কথাটা ঠিকই। কিন্তু তোমাকে না দেখে যে আমি থাকতে পারবো না।

সোমেন ॥ আমিও তো পারবো না—কিন্তু কিছুদিন আমাদের যে সংযত থাকতেই হবে। বাবার কাছ থেকে তোমার আমার সম্পর্কের কথাটা গোপন রাখা যে খুবই জরুরী।

মন্দিরা ॥ কিছুদিন মানে—কতোদিন সোমেন ?

সোমেন ॥ যতোদিন না বাবার চেকটা হাতে এসে পৌঁছয়।

মন্দিরা ॥ চেক ?

সোমেন ॥ হ্যাঁ চেক। আমার নার্সিংহোম তৈরি হবার টাকা। আর সেই সংগে আমার অ্যাটাচড্ রেসিডেন্স। তারপর কোথায় থাকবে লজ্জা—কোথায় লোকনিন্দে। সোমেনের মনোমন্দিরে তখন মন্দিরার নূপুরের শব্দ। ঝুন্‌ঝুন্-ঝুন্‌ঝুন্।

মন্দিরা ॥ আঃ। সোমেন—ততোদিন—ততোদিন আমি অপেক্ষা করতে পারবো তো সোমেন ? যতোদিন—

সোমেন ॥ যতোদিন ঐ চেকটা আমার হাতে এসে না পৌঁছয়—ততোদিন একটু ধৈর্য যে ধরতেই হবে ডার্লিং। চেকটা আমার হাতে তুলে দিয়ে হেমেন রায় আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেও তখন পরোয়া করবো না কাউকে—

সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ ॥ চেকটা তুমি নিও না সোমেন।

সোমেন ॥ একি কাকা—আপনি এখানে? বাড়ী চিনলেন কি করে!

[মন্দিরা প্রণাম করে]

সত্যানন্দ ॥ তোমার বাড়ী চেনা আর—সুখে থাকো মা—শক্ত কি বাবা। তোমাকে পতি-সোহাগিনী হও বলতে পারলে বড়ো খুশী হতাম মা। কিন্তু তোমার পতির যে কাণ্ডকারখানা দেখছি শুনছি তাতে ওরকম একটা আশীর্বাদ করা মানে তো অভিশাপ দেওয়া।

মন্দিরা ॥ কেন কাকা? কি দেখছেন—কি শুনছেন?

সত্যানন্দ ॥ ঐ যে মেয়েটা। ঐ যে লগ্নভ্রষ্টা ছোটজাতের মেয়েটা। সে তো এখন বড় কত্তার নয়নের মণি। সিকদার বাগানের বাড়ীতে তো ফুর্তির হাট বসে গেছে। নট-নটী আর পরিচালকের ভীড়ে একেবারে গমগম করছে বাড়ী।

সোমেন ॥ একটু খুলে বলুন কাকা। বৌদি বোধহয় সব বুঝতে পারছেন না।

সত্যানন্দ ॥ পারবে কি করে? সরলা-অবলা মেয়ে। এতো সব ছল-চাতুরী আর ব্যভিচারের কথা মনে আসবেই বা কি করে?

মন্দিরা ॥ কেন কাকা? কি হয়েছে?

সত্যানন্দ ॥ ঐ যে সেই লগ্নভ্রষ্টা সীতা—সে তো এখন থিয়েটারে এ্যাক্টো করছে মা। দু চার পয়সা ঘরে যা আনছে তাও তো ফেলনা নয়। রূপ-যৌবন তো আছে—পারবে নাই বা কেন বলো?

সোমেন ॥ সীতা অ্যাক্ট্রেস হয়েছে? ও তো লেখাপড়াই জানতো না।

সত্যানন্দ ॥ তোমার দাদা যে অসুখের সময়ে শুয়ে শুয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাতো। আর তার বদলে গুরুদক্ষিণে পেত ওর সেবা।

মন্দিরা ॥ শুধু সেবা? না আরও কিছু?

সত্যানন্দ ॥ ঘি আর আগুন—মাসের পর মাস একসংগে আছে বৌমা —গুরুদক্ষিণে কতোটা এগুতে পারে তা তুমি কল্পনা করে নাও। তবে এ ব্যাপারে আমার থেকে আর কিছু শুনতে চেও না মা। সত্যবান উদারপ্রাণ মহাজন হেমেন রায়ের ছোটভাই আমি—পরনিন্দে তো আমি করতে পারবো না মা। সে যে পাপ—মহাপাপ।

সোমেন ॥ তাতো বটেই। কিন্তু চেকটা নিতে আপনি বারণ করছেন কেন কাকা? তাহলে আমার নার্সিংহোম তৈরি হবে কি করে?

সত্যানন্দ ॥ কেন? টাকা নিতে তো তোমাকে নিষেধ করিনি। আমি তো শুধু বলেছি—চেক নিও না।

সোমেন ॥ তাতে তফাৎ কি হলো?

সত্যানন্দ ॥ অনেক তফাৎ। একটা কথার জবাব দাও তো সোমেন।

সোমেন ॥ বলুন।

সত্যানন্দ ॥ তোমার হাতে টাকা দিয়ে হেমেন রায় সেই টাকার রসিদ লিখিয়ে নেবে—এ কথা কি তোমার মনে হয় কখনো?

সোমেন ॥ একেবারেই না। টাকা দেবার ব্যাপারে—বিশেষ করে নিজের ছেলেদের বেলায় টাকা দিয়ে বাবা রসিদ নেবে—একথা আমি ভাবতেই পারি না।

সত্যানন্দ ॥ অথচ টাকাটা চেকে নিলে ওটা একটা রসিদ হয়ে থাকবে।

সোমেন ॥ তাতে কি হলো?

সত্যানন্দ ॥ রাগ কোরো না সোমেন। দুর্বুদ্ধি তোমার ঘটে এসেছে

বটে—তবে এখনও বড়ো নাবালক তুমি। তোমার ভাগের টাকার একটা অংশ যদি তুমি রসিদ না দিয়ে ঘরে তুলতে পারো—তবে তোমার বাবা চোখ বুজলে নতুন করে তুমি সঞ্চয়ের কাছ থেকে সমান ভাগ চাইতে পারবে।

সোমেন ॥ সেকি? দাদা তা দেবে কেন?

সত্যানন্দ ॥ দেবে বাবা। দিতে হবে। ন্যায়ের আদালত তবে তোমাদের জন্যে খোলা কেন?

সোমেন ॥ আদালত? মানে—মামলা করবো।

সত্যানন্দ ॥ অবশ্যই।

সোমেন ॥ না না। ওসব ঝামেলা আমার পোষাবে না।

মন্দিরা ॥ আহা—ভালো করে শোনো না কাকার পরামর্শটা।

সত্যানন্দ ॥ হ্যাঁ। শোনোইনা আগে। ঝামেলা তুমি পোয়াবে কেন বাবা—আমি আছি কি করতে? হেমেন রায়ের সম্পত্তির খানিকটা তুমি আগেই পেয়ে যাচ্ছো। তারপর তোমার বাপ চোখ বুঝলে আবার আধাআধি বখরা। ঐ সংগে ঐ নটী মেয়েটার-সম্পত্তিরও অর্ধেকটা এসে ঢুকবে তোমার ঘরে।

সোমেন ॥ সে কি? সীতার টাকা আমি পাবো কি করে?

সত্যানন্দ ॥ খবর নিয়ে জেনেছি মাগীটা ওর রোজগারের টাকা সব ঐ হেমেন রায়ের অ্যাকাউণ্টেই ব্যাংকে জমিয়ে রাখে। তোমার বাবার—বলতে নেই—দেহান্ত হলে—সে টাকা যে সীতার তা যে প্রমাণিত হবে না বাবা। ঐ ছুঁড়ির ভবিষ্যতের সঞ্চয় তখন তোমার পুঁজিতে এসে পড়বে।

সোমেন ॥ ফ্যান্টাসটিক। কাকা—কি বলে যে তোমাকে আদর করবো না—তোমার সংগে আরো অনেক কথা আছে।

মন্দিরা ॥ আদর করবে ?

সত্যানন্দ ॥ বিলিতি কায়দায় সকলকে আদর করতে করতে সোমেন বোধহয় আমাকেও আদর করে ফেলতে চাইছে। অনেকদিন বিলেতে ছিল তো !

সোমেন ॥ ঠিক বলেছো কাকা—তোমার ঐ দরকচা মারা গালেও আমার কিস্ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এ বাড়ী তুমি চিনে এলে কি করে তা তো বললে না ?

সত্যানন্দ ॥ আমি তো চিনতাম না বাবা। বৌমার বাড়ীতেই তো গিয়েছিলাম—তা জরুরী দরকার শুনে বেয়ান ঠাক্রুণ ছেলেকে সংগে দিয়ে এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

মন্দিরা ॥ সে কোথায়।

রণজিতের প্রবেশ।

রণজিৎ ॥ আমি বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। ভাবলাম তোর শ্বশুর বাড়ীর লোক।

মন্দিরা ॥ লোক ? উনি আমার খুড়শ্বশুর হন। আমার বিয়ের সময় দেখোনি।

রণজিৎ ॥ হবে হয় তো মনে নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। হেমেন রায়ের ইনি ছোট ভাই—একথা তুমি মনে করিয়ে না দিলে আমি বুঝতেও পারতাম না।

মন্দিরা ॥ কেন ?

রণজিৎ ॥ মহাসাগর আর ডোবাপুকুরে রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারে—একথা বলে না দিলে কি বুঝতে পারা যায় মন্দিরা !

সত্যানন্দ ॥ বাঃ বাঃ ! বাবা আমার বেশ রসিক তো।

রণজিৎ ॥ কথাটা বুঝি রসের কথা বলে মনে হলো কাকাবাবু।

সোমেন ॥ ইয়ে বৌদি—তুমি কাকাকে একটু ভেতরে নিয়ে যাও। একটু জলটল খাওয়াও। যাও কাকা বিশ্রাম করোগে। আজকের দিনটা থেকে বরং কাল ফিরে যেও।

সত্যানন্দ ॥ তা বেশ। তবে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে একবার যে বেরুতে হবে বাবা। "মহাজনের মেয়ে" দেখবো বলে একটা টিকিট কেটেছি যে। দেখে আসি—নেচে গেয়ে কেমন আগুন ছড়াচ্ছে ছোটলোকের বেটি। তারপর ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে—না হয় তোমার কাছেই সুখ দুঃখের গল্প করতে করতে রাতটা কাটিয়ে যাবো। চলো মা। [প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ দাদা মাকে একটু বলে দিও—কাকা আজ এখানে থাকবেন। সোমেনের বাড়ীতে আজকের রাতটা থেকে কাল উনি খাওয়া দাওয়া করে চলে গেলে—আমিও ফিরে যাবো। [প্রস্থান।

রণজিৎ ॥ খুড়শ্বশুরের যত্ন করতে মন্দিরার খুব আগ্রহ তো!

সোমেন ॥ স্বাভাবিক। উনি যে বৌদিকে খুব স্নেহ করেন।

রণজিৎ ॥ তবে যে মানুষটার স্নেহ পেলে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ ধন্য হয়ে যায়—তার কাছে যাচ্ছে না কেন?

সোমেন ॥ দেখুন ওসব বৌদির নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে সত্যি কথা বলতে কি—আমার সংগে বৌদির এই মেলামেশার ব্যাপারটা দিন দিন আমার কাছেও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রণজিৎ ॥ অস্বস্তি যে হচ্ছে—সেটা কি ওকে বলেছো?

সোমেন ॥ না না। বৌদি তাহলে দুঃখ পাবেন। তাছাড়া ব্যাপারটা ঠিক ঐ ভাবে বলতে চাইনি।

রণজিৎ ॥ তার মানে ওকে হাতে রাখতে চাও এখনো। আচ্ছা—

এখন তো তুমি বড়ো ডাক্তার, উপার্জন ভালো। নিজের কোয়ার্টার্স হয়েছে। এবার একটা বিয়ে করে ফেলো না।

সোমেন ॥ আমিও তো সেই রকমই ভাবছি। কিন্তু বিয়ে করতে পারি—এমন পাত্রী তো দেখছি না।

রণজিৎ ॥ সেকি ? আমাদের অভাগা দেশেও পাত্রী খুঁজে পাচ্ছো না। এখানে তো সর্বত্রই কিলবিল করছে অজস্র অরক্ষণীয়া পাত্রী। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব ?

সোমেন ॥ অভাব বলিনি। কিন্তু মনে তো ধরা চাই।

রণজিৎ ॥ সে তো বটেই।

প্রাণনাথের প্রবেশ।

প্রাণনাথ ॥ আসলে ডাক্তার সাহেবের বোধহয় ইচ্ছে—একজন রূপসী বিদুষী ভার্য্যা—তাই না ?

রণজিৎ ॥ একি তুই এখানে এলি কি করে ?

প্রাণনাথ ॥ তোর গন্ধে গন্ধে—

সোমেন ॥ আপনি—বাড়ী চিনলেন কি করে ?

প্রাণনাথ ॥ বাড়ী চেনা আর শক্ত কি ? বিশেষ করে নামী লোকদের বাড়ী তো সবাই চেনে। তা যদি কিছু মনে না করেন—দয়া করে বলুন তো ডক্টর রায়। আপনি বিয়ে করছেন না কেন ?

সোমেন ॥ বল্লাম তো—উপযুক্ত সহধর্মিণী না পেলে—মানে যোগ্য সহধর্মিণী না হ'লে—

রণজিৎ ॥ সহধর্মিণী ! তা তোমার ধর্মটি কি ডাক্তার সায়েব ? একটু সহজ, সাদাসিধে নরম মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে তাকে ফেলে দেওয়া—তাই না ?

সোমেন ॥ মিঃ মুখার্জী !

রণজিৎ ॥ মন্দিরার মনটা ছিল নরম মাটির তাল। তাই তাকে নিয়ে খেলা করতে সুবিধে হয়েছে। অতি সহজে ভালবাসার গান শুনিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছো—সরিয়ে নিয়ে এসেছো তার নিজস্ব পৃথিবী থেকে। তুমি একটা ক্রিমিন্যাল—একজন অপরাধী।

সোমেন ॥ আর আপনার মা ? তিনি অপরাধী নন ?

রণজিৎ ॥ নিশ্চয়ই। আমি আগেই মাকে দায়ী করেছি সোমেন। কিন্তু মা তো পরের বাড়ীর মেয়ে। স্বার্থপর লোভী একটা মন নিয়ে অর্থহীন আভিজাত্যের অহংকারে মা ভুল করেই যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু তুমি ? ঐ বংশের সন্তান হয়ে এই নোংরামির জুয়ো খেলায় নামতে তোমার লজ্জা করলো না ? ছিঃ ছিঃ ভদ্রসন্তান ছিঃ ! [প্রস্থান।

প্রাণ ॥ কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু—আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বোধহয় এতো কথা বলা উচিত হচ্ছে না।

সোমেন ॥ হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি যেন এদের নিজের হয়ে পড়েছেন।

প্রাণ ॥ ঠিকই ধরেছেন ডাক্তার। এই মানুষটা ওর বোন ইন্দুকে ভালবাসে—যাকে আপনি আপনার জালে আটকাবার জন্যে চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি থাকতে একটা মেয়ের সর্বনাশ করে আর একটাকে আপনি নষ্ট করতে পারবেন না। চললাম ডাক্তারবাবু। আবার দেখা হবে। চললাম। অন্য চিন্তা করুন, তাতে আপনার মঙ্গল হবে। [প্রস্থান।

সোমেন ॥ আমার মংগল নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না পরগাছা

প্রাণনাথ। কিন্তু বৌদিকে ও বাড়ীতে আর যেতে দেওয়া চলবে না। সব কথা প্রকাশ পাবার আগেই ওকে বেঁধে ফেলতে হবে—সোমেন ডাক্তারের কোয়ার্টারের চার দেওয়ালের বাঁধনে।

[প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

বিষ্ণুপুরে হেমেন রায়ের বাড়ী।

গগনের প্রবেশ। সংগে কুমুদিনী।

গগন॥ বাঁধা-ছাঁদার কাজ শেষ হয়ে গেল কুমু। এখন একি বিপদে পড়লাম বল তো।

কুমুদিনী॥ কত্তাবাবু এখন কেমন আছেন?

গগন॥ এখন তো এমনিতে ভালোই আছেন। এই তো আমাকে ডেকে বললেন বিছানাপত্তর সব খুলে ফেল—তীর্থে যাওয়া আমার কপালে নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেল রে।

কুমুদিনী॥ কেন দাদা? কি বলেছেন জীবন ডাক্তার!

জীবন ডাক্তার ভেতর থেকে আসে।

জীবন॥ কেস মোটেই সুবিধের নয় গগন। তুই ছেলেদের খবর পাঠিয়েছিস।

গগন॥ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। কাল এসে যখন বললেন—তখনি খবর পাঠিয়েছি।

জীবন॥ কালকের থেকে আজ আরও খারাপ। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোনো বড়ো হাসপাতালে যদি দেখাতে পারিস তাহলে ভালো হয়। সোমেন আসবে?

গগন ॥ আজ্ঞে জানানো তো হয়েছে।

জীবন ॥ ও তো কলকাতায় আছে—এলে ওকে বলিস—কত্তাবাবুকে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে।

গগন ॥ আজ্ঞে বলবো।

জীবন ॥ আর বিছানা থেকে একদম উঠতে দিবি না। ঐ ব্যথার বড়িটা আছে তো ?

গগন ॥ আজ্ঞে হঁ্যা—

জীবন ॥ বুকে ব্যথা করলেই খাইয়ে দিবি। আমি চলি। একটু বেচাল দেখলেই খবর দিস্। [প্রস্থান।

কুমুদিনী ॥ আমি তাহলে ভেতরে যাই। বাবুকে একদম উঠতে দোব না।

হেমেনের প্রবেশ।

হেমেন ॥ চুপচাপ শুয়ে থাকতে যে হেমেন রায় কখনো শেখেনি রে কুমু।

কুমুদিনী ॥ তাই বলে শরীলে অসুখ নিয়ে আপনাকে ঘুরে বেড়াতে হবে ?

হেমেন ॥ ও অসুখ তো বহুকালের সংগী। রক্তের চাপ বেড়ে যায়—বুকের ভেতরটা ব্যথা করে—আবার সব ঠিক হয়ে যায়। জীবনটা ভালো ডাক্তার হয়েছে ঠিকই, তবে আমার শরীর নিয়ে বড্ডো বাড়াবাড়ি করে।

গগন ॥ আমি কিন্তু দাদাবাবুদের কাছে সকাল বেলাতেই লোক পাঠিয়ে দিয়েছি কত্তাবাবু। রাত্তিরে আপনার শরীরটা এতো খারাপ হলো দেখে আমি আর চুপ করে থাকতে পারি নি।

হেমেন ॥ সেকি ? কার কাছে ?

গগন ॥ দুজনের কাছেই।

হেমেন ॥ আঃ! সব ব্যাপারে তোর এই কর্ত্তাগিরি ফলাবার অভ্যেসটা কবে যাবে বলতে পারিস? সঞ্জয়ের এখন কত কাজ, সীতাকে একলা ফেলে আসতেও পারবে না—আর ওকে নিয়ে এলে দুগ্‌গা মিত্তিরের কতো ক্ষতি হয়ে যাবে।

কুমুদিনী ॥ আর ভালো মন্দ কিছু হলে দাদাবাবু আমাদের দুষবে না? কাল সারারাত আপনি বুকের ব্যথায় ছটফট করেছেন—একটা কিছু হয়ে গেলে তখন কি হতো বলুন তো?

হেমেন ॥ হঁ্যা। বাড়াবাড়ি অমনি হলেই হলো। আমার এখনো কতো কাজ বাকী আছে জানিস? সোমেনকে ওর টাকা দিতে হবে—সঞ্জয় আর সীতার ব্যাপারে—আঃ ব্যথাটা এখনো মাঝে মাঝে বড়ো মুশকিলে ফেলছে রে—গগন।

গগন ॥ আবার বাড়ছে বুঝি? ঐ বড়িটা খাবেন?

হেমেন ॥ হঁ্যা। নিয়ে আয় তো—ওটা খেলে বেশ কমে যায়। [গগন বেরিয়ে যায়] তোরা ভালোই বোধহয় করেছিস কুমু। ওদের ডেকে পাঠিয়ে ভালোই করেছিস। সন্ধে হয়ে আসছে—না রে?

কুমুদিনী ॥ কষ্ট হচ্ছে বাবু—খুব কষ্ট হচ্ছে?

হেমেন ॥ না-না—তেমন কিছু না। দমটা মাঝে মাঝে··· ও ঠিক হয়ে যাবে। ঐ বড়িটা খেলেই [গগন জল আর বড়ি আনে]

গগন ॥ এই যে কর্ত্তাবাবু।

হেমেন ॥ হঁ্যা। দে। [খায়] আঃ এবার ঠিক হয়ে যাবে।

কুমুদিনী ॥ এখন একটু শুয়ে পড়বেন চলুন।

হেমেন ॥ হঁ্যা হঁ্যা—শোবো। সারাদিন তো শুয়েই থাকি। একটা লোক নেই কথা বলবার। বিষ্টুপুরের এতোবড়ো বাড়ীটা মৃত্যু-

পুরীর মত খাঁ খাঁ করছে। সোমেন যদি এখানকার হাসপাতালের দায়িত্বটা নিত—তাহলে ঐ ছেলেটা অন্ততঃ কাছে থাকতো—

সোমেনের প্রবেশ।

সোমেন ॥ কি ব্যাপার? হঠাৎ খবর পাঠালে কেন?

হেমেন ॥ এমনি। আসিস্ না কেন?

সোমেন ॥ আমি তো আসবো আসবো করছিলাম—কিন্তু হাসপাতালের চাকরী তো—একটা না একটা অপারেশান সব সময়েই লেগে আছে।

হেমেন ॥ সোমেন! বাবা আমার কাছে একটু আয়···তোদের বড়ো আদর করতে ইচ্ছে করে রে। জানিস সোমেন—ছোটবেলায় তোকে নিয়ে তোর মার সংগে আমার খুব ঝগড়া হোতো। তোর মা বলতো তোকে দেখতে আমার মতো—আর আমি বলতাম ওর মতো। সে ঝগড়ায় কিন্তু তোর মা শেষ পর্যন্ত হেরে যেতো। পরে আলাদা পেলে চুপি চুপি আমাকে বল্‌তো—হেরে যেতেই নাকি ওর ভালো লাগে। কি রকম ছেলেমানুষ ছিল না রে?

সোমেন ॥ হঁ্যা বাবা। মার কথা আমার কিন্তু কিচ্ছু মনে নেই।

হেমেন ॥ না থাকারই কথা। তুই তখন কতোটুকু। তোর মার নামে করেছিলাম এখানকার এই বিধুমুখী মেমোরিয়াল হাসপাতাল। এই হাসপাতালের দায়িত্বটা তুই যদি নিতিস··· তাহলে স্বর্গে বসে ঐ বুড়ীটা বড়ো সুখী হতো রে! সোমেন—বাবা—আয়না ফিরে তোর জায়গায়—রাখনা তোর মার স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে।

সোমেন। সে আর এখন সম্ভব নয় বাবা। আমার নার্সিংহোমের

কাজটা আগে শেষ করতে হবে। জমিটা আমি বায়না করেছি। তোমার টাকাটা পেলে কাজটা শুরু করে দিই।

হেমেন ॥ [হঠাৎ চেঁচিয়ে] কেন? কেন? কেন? কি আছে ঐ নার্সিংহোমে—কি মধু আছে—যার জন্যে বিধুমুখী হাসপাতালকে— উঃ। আঃ।

গগন ॥ কত্তাবাবু।

সোমেন ॥ বাবা! কি হলো তোমার? [নাড়ী দেখে] একি? মনে হচ্ছে প্রেসার খুব বেশি।

কুমুদিনী হ্যাঁ। কাল থেকে রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে খবর পাঠানো হয়েছে ছোট দাদাবাবু। জীবন ডাক্তার দেখে গেছে—বলে গেছে খুব সাবধানে রাখতে।

হেমেন ॥ সাবধানে আমি আছি কুমু। অপ্রয়োজনে তুই যদি আর একটা কথাও বলিস—তবে এবাড়ীতে তোর জায়গা হবে না।

সোমেন ॥ সেকি বাবা—তুমি এতো অসুস্থ তা তো জানতাম না। আমার টাকাটা তাহলে তো আর ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

হেমেন ॥ বাঃ ভারী সুন্দর। ভারী আনন্দ পেলাম। গগন আমার শোবার ঘরের দেরাজে আমার চেকবই আর কলমটা আছে— নিয়ে আয়। সোমে কে টাকা দিতে হবে।

সোমেন ॥ বাবা আমি বলছিলাম—টাকাটা চেকে না দিয়ে ক্যাশে দিলে ভালো হয়। মিছিমিছি চেক ভাঙাতে আরও কিছুদিন সময় যাবে।

হেমেন ॥ ও। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছো বুঝি? গগন এই চাবি নিয়ে যা—আমার আলমারিটা খুলে দেখবি—সামনেই একটা ছোট

স্যুটকেস আছে। নিয়ে আয় [গগন বেরিয়ে যায়] আপাততঃ ঐ লাখটাকাই ক্যাশে আছে। এটা নিয়ে গিয়ে তুমি কাজ শুরু করো। আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির বাজার দাম অনুযায়ী তোমার যা প্রাপ্য হবে—তা পরে পাঠিয়ে দোব।

সোমেন ॥ কিন্তু তুমি যে একদিন বলেছিলে তোমার মোট সম্পত্তির দাম প্রায় চার লাখ টাকা হবে।

হেমেন ॥ তুমি কি চাও—আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে ঐ চারলাখ টাকা হাতে নিয়ে আমি পথে পথে ঘুরবো? আর তা ছাড়া আমার সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা আমার ইচ্ছেমতই হবে একথাটা ভুলে যেও না।

সোমেন ॥ যাই হোক্—তোমার হিসেবই মেনে নোবো। তবে সেদিন কাকার কাছে শুনেছি তোমার সম্পত্তির দাম চার নয়—সাত লাখ।

হেমেন ॥ সোমেন—আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল হয়ে গেছে রে—আমি চেয়েছিলাম তোকে মানুষ করতে—কিন্তু কেমন করে যে তুই একটা বাঁদর হয়ে গেলি—আমি বুঝতেই পারলাম না। [গগন স্যুটকেস এনে দেয়] হ্যাঁ—এইটা। তোরা এখন ভেতরে যা— [কুমুদিনী ও গগনের প্রস্থান।]

সোমেন ॥ তুমি—এসব কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছো কেন বাবা—আমি তো শুধু—

হেমেন ॥ হিসেব বুঝে নিতে এসেছো। এই নাও। [স্যুটকেস দেয়] নিজের হিসেবের অংশ বুঝে নাও। , এরপর যা পাওনা হবে—আবার একদিন এসে সেটা বুঝে নিয়ে যেও। তবে একটা কথা মনে রেখো সত্যর হিসেবের ঐ সাত লাখের মধ্যে সঞ্জয়ের

স্বোপার্জিত টাকার অংকও অনেকখানি। এখন আবার ঐ টাকাতে এসে পড়েছে সীতার নিজস্ব উপার্জন—

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ সে আর কতোটুকু দাদা। ও তো সিন্ধুতে বিন্দু। অধিকাংশই তো তোমার নিজের আর জমিদারীর আয়।

হেমেন ॥ ও। তুমিই বুঝি সোমেনের নতুন মুরুব্বি। সোমেন তোমার সংগে তোমার পূজনীয় কাকার কিছু কথা থাকতে পারে। আমি যাচ্ছি। তোমার সংগে ওঁর কথা হয়ে গেলে—তুমি চলে যেও। আর আমাকে বিরক্ত কোরো না।

সোমেন ॥ ভুল বুঝে তুমি কিন্তু আমাকে আঘাত দিয়ে গেলে বাবা।

হেমেন ॥ আঘাত? কেন রে? কেন? তোকে বাঁদর বলেছি বলে!

সোমেন ॥ হ্যাঁ। এখনো আমার বুকে—ঐ আঘাত—

হেমেন ॥ আমার বুকে ফিরিয়ে দে। আঘাতটা আমার বুকে ফিরিয়ে দে। কিন্তু সোমেন—লাখটাকা দিয়ে আমি রসিদ নিলাম না কেন জানিস? আমি মরার পর তুই অন্ততঃ খানিকটা মানুষ হবি এই কথাটা প্রমাণ করবার একটা সুযোগ তোকে দিতে চাইলাম বলে। মনে করিসনি ডাকসাইটে জমিদার মহাজন হেমেন রায় একটা বুদ্ধু—আমার ছেলের মনুষ্যত্বের পরখ করতে ঐ এক লাখ টাকা আমি বাজী রাখলাম আমার নিজের কাছে। দেখিস্ বেটা—হারিয়ে দিসনি—আমাকে হারিয়ে দিসনি—

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ ॥ রসিদ কি তুমি দিয়েছো নাকি?

সোমেন ॥ না কাকা।

সত্যানন্দ ॥ এই তো চাই। তুমি কিছু ভেবো না—ঐ স্যুটকেসে বুঝি টাকা আছে?

সোমেন ॥ হ্যাঁ। একলাখ টাকা।

সত্যানন্দ ॥ মোটে! তা যাক—ঐ একলাখই তোমার ফালতু রইল।

সোমেন ॥ মামলা কবে সুরু করবেন?

সত্যানন্দ ॥ সে কি? এখুনি তা সম্ভব হবে কেন বাবা? আগে তোমার বাপকে চোখ বুজতে দাও। দাতা বেঁচে থাকতে দাতার দান নিয়ে কি আদালতে নালিশ করা যায়! এখন কবে নালিশ সুরু করা যায়—ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা করো।

সোমেন ॥ যেটুকু দেখলাম—তাতে সেদিনের আর দেরী আছে. বলে মনে হলো না! আমি যাচ্ছি কাকা। বাকী কথা কলকাতায় হবে। নার্সিংহোমের কাজটা আমি আপাততঃ সুরু করে দেবো—তাছাড়া আরো দু একটা কেস আছে—আমি আসি— [প্রস্থান।

সত্যানন্দ ॥ এসো বাবা—কেস সুরু করে দাও। হাতে যখন লাখটাকার স্যুটকেস এসেছে তখন তোমার কেস সুরু তো করতেই পারো। তবে ঐ অংশীদারীর কারবারটা একটু তাড়াতাড়ি করো বাবা—বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে।

কুমুদিনীর ঝাঁটাসহ প্রবেশ।

কুমুদিনী ॥ ও। তাহলে—তুমিই। তুমিই নষ্ট করে দিয়েছো—ছোট-দাদাবাবুকে।

সত্যানন্দ ॥ ও আবার কি কথা! দুনিয়ায় কে কাকে নষ্ট করতে পারে গো কুমুদিনী। তোমার হাতে ঝাঁটা কেন গো?

কুমুদিনী ॥ যেখানটায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো—তুমি বিদেয় হলে ঐ জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবো বলে গো। সরে যাও।

সত্যানন্দ ॥ তোর তেজ এখনো আগের মতোই আছে রে কুমুদিনী। বাঁধুনিটাও যায়নি।

কুমুদিনী ॥ তেজের কথা বলছো বুঝি ছোটকত্তা— [কোমর বাঁধে]

সত্যানন্দ ॥ ওকি ? কোমর বাঁধছিস কেন ?

কুমুদিনী ॥ ভালো করে তেজটা দেখাবো বলে। হারামজাদা নচ্ছার। বেরো। বেরো এখান থেকে।

সত্যানন্দ ॥ এই এই দাদাকে বলে দোবো—বলে দোবো—[বলতে বলতে দু'বার আসর ঘুরে পালায়]

কুমুদিনী ॥ ঘাটের মড়া। বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে এখনও মেয়েছেলের শরীরের বাঁধুনি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ফের যদি এ বাড়ীতে তোর ছায়া দেখতে পাই—তবে ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দোবো—

সঞ্জয় আর সীতার প্রবেশ।

সঞ্জয় ॥ কি ব্যাপার পিসী ? কার বিষ ঝাড়ছো ?

কুমুদিনী ॥ ওমা। বড়দাদাবাবু ? কখন এলে গো। সীতা—কি সুন্দর দেখতে হয়েছিস্ রে তুই ?

সীতা ॥ খুব সুন্দর হয়েছি বুঝি ?

কুমুদিনী ॥ হ্যাঁরে—খুব সুন্দর। একেবারে দুগ্গা প্রতিমা। ঠিক এ বাড়ীর কত্তামার মতো।

সঞ্জয় ॥ বাবা এখন কেমন আছেন পিসী ?

কুমুদিনী ॥ খুব ভালো নয় দাদাবাবু। আমি ডেকে দোবো ?

সঞ্জয় ॥ না না। বাবাকে ডাকবে কি ? শরীর খারাপ—আমিই যাচ্ছি।

কুমুদিনী ॥ না দাদাবাবু, এখন ভয়ের তেমন কিছু নেই। এই তো একটু আগেই ছোট দাদাবাবু এসেছিলেন—এখানেই তো কথা বলছিলেন। আমি ডাকছি।

[প্রস্থান।

সোমেন তাহলে এসেছিল ?

সীতা আসারই তো কথা। বাবার অসুখ। খবর আপনাদের দুভায়ের কাছেই তো যাবে।

সঞ্জয় ॥ ঠিক বলেছো। নিশ্চয়ই খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। চলো বাবার ঘরেই যাই—

গগনের সঙ্গে হেমেন রায়ের প্রবেশ।

হেমেন ॥ না রে না। আমিই আসছি। তোদের আর যেতে হবে না।

সঞ্জয় ॥ কেমন আছো বাবা ?

হেমেন ॥ ভালো রে। খুব ভালো। এই গগনটা মিছিমিছি তোদের ডেকে পাঠালো।

গগন ॥ মিছিমিছি ডেকেছি ? বুকে খালি ব্যথা হচ্ছে—রক্তের চাপ বেড়ে গেছে তো। জীবন ডাক্তার নিজেই ভয় পেয়ে গেছে। বলছে খালি ঘুম পাড়িয়ে রাখতে—আর কত্তাবাবু—

হেমেন ॥ হ্যাঁ। ঘুম পাড়িয়ে রাখবে ? জীবন ডাক্তারির কি বোঝে ?

সঞ্জয় ॥ সোমেন এসেছিল ?

হেমেন ॥ হ্যাঁ।

সঞ্জয় ॥ সোমেন কি বললো ?

হেমেন ॥ কিসের কি বললো ? ও হ্যাঁ, নাড়ী দেখে বললো রক্তের চাপ

বেড়ে গেছে বোধহয়। তা কই—ও তো শুয়ে থাকতে বলেনি। কি রে? বল? বলেছে?

গগন ॥ উনি আর আপনাকে দেখলেন কোথায়? উনি তো এলেন—ঝগড়া করলেন—টাকা নিলেন—চলে গেলেন।

সঞ্জয় ॥ টাকা নিয়ে গেছে!

হেমেন ॥ আরে না—না। সে সামান্য কটা টাকা। তুই যা তো এখান থেকে।

গগন ॥ যাচ্ছি। তবে সামান্য কটা টাকা নয় দাদাবাবু। লাখ টাকা। গুনে গুনে লাখ টাকা— [প্রস্থান।

হেমেন ॥ ঐ নার্সিংহোম করবে বলে। তুই কি রাগ করলি সঞ্জয়?

সঞ্জয় ॥ তুমি টাকা দিয়েছো—আর সেজন্যে রাগ করবো আমি? না বাবা সেজন্যে না। আমি ভাবছি—সে ডাক্তার। তোমার শরীরের এই অবস্থা দেখে সে কিছু বললো না—ব্যবস্থা করলো না—।

হেমেন ॥ ও হাড়ের ডাক্তার। হার্টের ডাক্তার তো নয়। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক রে সঞ্জয়।

সীতা ॥ হাঁ বাবা। ওসব কথা কেন—কোনো কথাই আর বলবেন না। আপনি চলুন শুয়ে পড়বেন।

হেমেন ॥ তুই চলে এলি মা? তোর কাজকর্ম যে বন্ধ থাকবে।

সীতা ॥ সব কাজের থেকে বড়ো কাজে আটকে থাকবো বলে থিয়েটার থেকে আমি ছুটি নিয়ে এসেছি বাবা।

হেমেন ॥ কিন্তু দুর্গার যে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

সীতা ॥ আপনার অসুখের কথা শুনে—উনি নিজেই আমাকে পাঠিয়েছেন।

হেমেন ॥ আর তোর ভক্তরা ? তোর নাটক দেখে যারা কেঁদেছে—হেসেছে, ঘনঘন হাততালি দিয়ে তোকে অভিনন্দিত করেছে ?

সীতা ॥ তারা আমাকে ভালবাসলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। কিন্তু আমার প্রথম কর্তব্য যে আপনার ওপর।

হেমেন ॥ সত্যি রে ! দুগ্‌গা যে কোন্ পরশ কাঠির ছোঁয়ায় তোর ভেতরের এই প্রতিভাকে বাইরে টেনে আনলো তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

সঞ্জয় ॥ সীতা এখন কিছুদিন এখানে থাকবে বাবা।

হেমেন ॥ সেকি ? কেন ? আমি তো ভালোই আছি। এখানে গগন আছে—কুমু আছে। কিন্তু তোর কাছে যে কেউ নেই।

সীতা ॥ কিন্তু বাবা—এখন যে আপনি অসুস্থ—

হেমেন ॥ তা হোক মা। দেখছিস্ না তোর পরিচর্যায় এতো বড়ো অসুখের পরেও সঞ্জয়কে কতো সুস্থ, কতো সবল লাগছে।

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ লাগবেই তো। প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে। শরীর তো সুস্থ হবেই।

হেমেন ॥ একি ? তুমি এখনো যাওনি ?

সত্যানন্দ ॥ হ্যাঁ যাচ্ছিলাম। ভবতারণের মেয়ের বিয়েতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সঞ্জয়ের গাড়ী দেখে আবার ফিরে এলাম।

হেমেন ॥ কারণ ?

সত্যানন্দ ॥ প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমাদের বংশে চুন-কালি মাখাবার কি অধিকার আছে সঞ্জয়ের ?

হেমেন ॥ সত্য !

সত্যানন্দ ॥ চোখ রাঙিওনা দাদা। বিষ্ণুপুরের রায়েদের একটা বংশ-গরিমা আছে। সেই বংশের ছেলে হয়ে সঞ্জয় কি করে প্রকাশ্যে একটা বাজারের নটীর সংগে রাত কাটায় বলতে পারো? আমাদের বংশের একটা সামাজিক সম্মান নেই!

সঞ্জয় ॥ নটীর সংগে বাগানবাড়ীতে বেলেল্লাপনা করলে বুঝি বংশ-গরিমা বেড়ে যায়! তোমাকে আমি খুন করবো আজ।

হেমেন ॥ [চীৎকার করে] না। না সঞ্জয়। সত্য ঠিকই বলেছে।

সঞ্জয় ॥ ঠিক বলেছে? কি বলছো বাবা?

হেমেন ॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে সত্য। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম। যেভাবে তোমরা জীবন কাটাচ্ছো তাতে রায় বংশের সুনাম নষ্ট হবারই কথা। [চীৎকার করে ডাকে] গগন। তোমাকে ধন্যবাদ সত্য।

সত্যানন্দ। ধন্যবাদ দেবার কি আছে? আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি। তুমি চোখ বুজিয়ে থাকলেও—আমি থাকতে পারিনি।

গগনের প্রবেশ।

গগন ॥ আমাকে ডাকছেন কত্তাবাবু?

হেমেন ॥ হ্যাঁ। আজকে ভবতারণের মেয়ের বিয়ে—তার মানে বিয়ের লগ্ন এখনো আছে। এখুনি এই মুহূর্তে আমাদের মদনমোহনের মন্দিরে গিয়ে ভট্‌চাযি্য মশাইকে বল একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে দশ মিনিটের মধ্যে। আর ভট্‌চাযি্য মশাইকে বলবি, কন্যা সম্প্রদান উনি নিজে করবেন। যা। [গগনের প্রস্থান]

সত্যানন্দ ॥ বিয়ে? কার বিয়ে? হঠাৎ বিয়ে কেন?

হেমেন ॥ কেন তা এখুনি বুঝতে পারবে? ভবতারণের মেয়ের বিয়েতে না গিয়ে যদি এখানকার এই হঠাৎ বিয়েতে উপস্থিত থাকো—

তবে দেখতে পাবে কেমন করে বাজারের নটী হেমেন রায়ের পুত্রবধূ হয়ে ওঠে।

সত্যানন্দ ॥ দাদা! তুমি—তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? ঐ নোংরা মাগীটা হবে এ বাড়ীর বৌ?

হেমেন ॥ সত্যানন্দ! [চড় মারে] হেমেন রায়ের পুত্রবধূ সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলবে। তা না হলে তোমার মতো ইতর চামারের মুখ আমি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবো।

সত্যানন্দ ॥ ও, ঠিক আছে—আমি চললাম। বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে আজ থেকে সবাইকে বলে আসবো উন্মাদ হেমেন রায়কে যেন সকলে একঘরে করে। সমাজ যেন তোমাকে পতিত করে।

হেমেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই যাও। তবে জেনে রেখো সত্য—যে সমাজের তুমি মাথা হয়ে আছো বলে বড়াই করো—সেই বস্তাপচা ঘুণ ধরা সমাজের মাতব্বররা হেমেন রায়ের পায়ের কাছে শুয়ে আহ্লাদে কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে অভ্যস্ত।

সত্যানন্দ ॥ ঠিক আছে—তবে আমিও তোমাকে বলে যাচ্ছি দাদা—এই অনাচার, এই অপমান সমাজ সইবে না। তোমাকে একঘরে করতে না পারলে আমার নাম সত্যানন্দ রায় পাল্টে অন্য কিছু রেখো। [প্রস্থান।

হেমেন ॥ তোমার নাম অনেক আগেই পাল্টে যাওয়া উচিত ছিল সত্যানন্দ—আসলে তুমি মিথ্যা আর অন্যায়ের ডিপো। নামের এমন অপব্যবহার হয় আর কোথাও আমি দেখিনি।

সঞ্জয় ॥ বাবা!

হেমেন ॥ সঞ্জয় বহুবিবাহ আমি ভালবাসি না। কিন্তু আমার মতে তোর আর সীতার এ বিয়ের প্রয়োজন ছিল। সীতা মা—

সীতা ॥ আমি—বাবা আমি [কেঁদে ফেলে]

হেমেন ॥ কাঁদিসনি মা। শোন আমার কথা। আমার দিন এবার শেষ হয়ে আসছে রে। একেবারে ফুরিয়ে যাবার আগে আমি সঞ্জয়ের সব দায়িত্ব তোর হাতে তুলে দিতে চাই।

সীতা ॥ সে দায়িত্ব আমি তো নিয়েছি বাবা। কিন্তু আমার মত অস্পৃশ্যকে এতোবড়ো সম্মানের জায়গা দিলে এই সমাজ, আপনার স্বজনরা সকলে যে আপনাকে ত্যাগ করবেন।

হেমেন ॥ আমার স্বজনরা যদি সুজন না হয় তবে তাদের জন্যে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই রে। আর দায়িত্ব নেবার কথা বলছিস মা ? আমি জানি—আমার অবর্তমানে কেউ যদি ওকে সব বিপদ থেকে বুক দিয়ে ঢেকে রাখে তবে সে তুই। কিন্তু অধিকারের কথা তুলে কেউ যদি ভবিষ্যতে তোকে কখনো বিড়ম্বিত করে তবে ওপারে গিয়েও আমি যে সুখী হবো না মা। তাই তো বলছি—এ বিয়ে তুই মেনে নে—বুড়ো ছেলের শেষ মিনতিটা তুই রাখ।

সীতা ॥ [পায়ের ওপর পড়ে] বাবা। মিনতি নয় আদেশ বলুন। যখন যে জীবনের নির্দেশ আপনি দেবেন—সেই জীবনের পথে চিরদিন যেন চলতে পারি—এই আশীর্বাদ করুন।

হেমেন ॥ করেছি মা। আশীর্বাদ করেছি [সঞ্জয়ও প্রণাম করে] আমার সবটুকু পুণ্য দিয়ে আমি তোদের আশীর্বাদ করছি। ওঠ্—তোরা। ওরে—কে আছিস্—সানাই বাজা—উলু দে। শাঁখে আওয়াজ তোল—আজ আমার সঞ্জয়ের বিয়ে। সঞ্জয়ের সত্যিকারের বিয়ে।

সঞ্জয় ॥ তোমার চোখে জল কেন বাবা ? তুমি কাঁদছো কেন ?

হেমেন ॥ কান্না—? কই না। সঞ্জয়—কান্নায় এতো সুখ এতো আনন্দ এ আমি জানতাম না .র। আয় মা—চল সঞ্জয়—তোদের চারহাত এক করে দিয়ে জীবনের শেষ শুভকাজটা সেরে ফেলি—চলে আয় তোরা—চলে আয়—

[প্রস্থান।

সঞ্জয়　সীতা!

সীত　বলুন!

সঞ্জয়　তুমিও তো কাঁদছো! তুমি চাওনা এ বিয়ে—তুমি না চাইলে—

সীত　[হাত তুলে মুখ চেপে ধরে] স্বপ্ন সত্যি হলে—চোখের জল যে বাঁধ মানতে চায় না। এতো সুখ—এতো আনন্দ আমি রাখবো কোথায় দাদাবাবু? আপনি বলে দিন।

এখনো দাদাবাবু? আপনি? তুমি বলবে কবে? [মুখটা দু হাতে তুলে ধরে] বলো 'তুমি'।

সীতা ॥ যাঃ লজ্জা করে না বুঝি?

দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গা ॥ হেমেনদা—আ। ও। আরে না না—লজ্জার কিছু নেই। এটাই—এটাই—আমি আন্দাজ করেছিলাম—

সঞ্জয় ॥ বাবা আমাদের বিয়ের আদেশ দিয়ে গেছেন দুর্গাকাকা।

দুর্গা ॥ মহা—জন যে—তাই তো অতবড়ো বুকের পাটা। লোক চরিয়ে খাই সঞ্জয়—কতো মানুষ দেখলাম জীবনে। বাট্ হেমেনদা ইজ্ হেমেনদা।

সীতা　কিন্তু আপনি নিজেই যে হঠাৎ চলে এলেন।

দুর্গা ॥ স্থির থাকতে পারলাম না মা। হেমেনদা অসুস্থ শোনাবধি—

হেমেন রায়ের পুনঃ প্রবেশ।

হেমেন ॥ কিরে—এখনো তোরা দাঁড়িয়ে আছিস—যা তাড়াতাড়ি—লগ্ন বয়ে যাচ্ছে যে।

গগনের প্রবেশ।

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ বাবা। চলো সীতা [দুজনের প্রস্থান]

হেমেন ॥ গগন—

গগন ॥ বাবু।

হেমেন ॥ গগন! ভারী সুন্দর মানাবে দুটিতে তাই না রে?

গগন ॥ হ্যাঁ কত্তাবাবু। কিন্তু আপনি এবার—

হেমেন ॥ বিধুমুখী বড়ো খুশী হবে—বুঝলি গগন—আমি না বিধুমুখীর ডাক শুনতে পাচ্ছি।

গগন ॥ আজকের শুভদিনে ওসব অশুভ কথা আর ভাববেন না বাবু।

হেমেন ॥ অশুভ কেন হবে?—জীবনের সব কাজ শেষ করতে পেরেছি যে—আর বুকের ব্যথাটা—

দুর্গা ॥ বুকের ব্যথাটা তোমার কি এখনো হচ্ছে হেমেনদা? গগন, তুমি শীগ্‌গীর একজন ডাক্তার ডাকো।

গগন ॥ যাচ্ছি বাবু— [প্রস্থান।

হেমেন ॥ আরে দুর্গা তুমি কতোক্ষণ।

দুর্গা ॥ এই তো এলাম। শরীর কি খুব খারাপ লাগছে?

হেমেন ॥ না না। খুব ভালো—শুনেছো সব।

দুর্গা ॥ হ্যাঁ দাদা, শুনেছি সব। তুমি সত্যিই মহা—জন।

হেমেন ॥ আর তোমাদের নায়িকা মহাজনের মেয়ে। হা-হা-হা—আঃ বুকটা—

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমুদিনী ॥ বিয়েতে ওরা বসে গেছে বাবু।

দুর্গা ॥ চলো দাদা—এবার ভেতরে চলো। সঞ্চয়কে একবার ডাকবো?

হেমেন ॥ না—আঃ। না দুর্গা—মিনতি করছি। ওকে ডেকো না। ওদের বিয়েটা আগে শেষ হতে দাও।

দুর্গা ॥ ঠিক আছে—তাহলে তুমি একটু বোসো এখানে—

কুমুদিনী ॥ বসুন বাবু। [ধরে বসায়]

দুর্গা ॥ ব্যথাটা তোমার কমেনি যখন—তখন কেন উঠে এলে দাদা—

হেমেন ॥ এই লগ্নটা আমি কাজে লাগাতে চাইলাম দুর্গা। আমার সঞ্চয়কে আমার সীতাকে কটূকথার হাত থেকে বাঁচাতে এই লগ্নটা কাজে লাগাতে চাইলাম! কুমুদিনী, ভট্‌চাযি্য মশাইকে বল—একটু তাড়াতাড়ি করতে—শালগ্রাম শিলার সামনে ওদের চার হাত—আঃ······

কুমুদিনী ॥ আমি যাচ্ছি কত্তাবাবু।　　　　　　　　[প্রস্থান।

দুর্গা ॥ ডাক্তারের বাড়ী কি অনেক দূরে—

হেমেন ॥ না না—জীবন তো পাশেই থাকে।

জীবন ডাক্তার ও গগনের প্রবেশ।

জীবন ॥ [ফতুয়া গায়ে দিতে দিতে] পাশে থাকলে কি হবে? অকারণে দেখে তো লাভ নেই কিছু কত্তাবাবু।

দুর্গা ॥ কেন ডাক্তারবাবু?

জীবন ॥ উনি তো কোনো কথাই শুনবেন না। [নাড়ী দেখে] আমি খুব ভালো বুঝছি না। [বুকে স্টেথিসকোপ দেয়]

হেমেন ॥ জীবন বেশ ভালো ডাক্তার—দুর্গা। কিন্তু আমাকে নিয়ে বড্ডো বাড়াবাড়ি করে—

জীবন ॥ আপনাকে এখুনি শুয়ে পড়তে হবে। [ব্যাগ খুলে একটা ওষুধ বার করে] এটা মুখে রাখুন। আমাদের ধরুন শুতে হবে—একটা ইঞ্জেকশান দেবো।

দুর্গা ॥ হসপিট্যালে দিলে ভালো হবে ডাক্তারবাবু? আমার গাড়ী আছে।

জীবন ॥ কণ্ডিশান ভালো নয়—আপাততঃ ঐ স্ট্রেইন নেওয়া যাবে না।

[কথা বলতে বলতে ইঞ্জেকশান দেয়]

হেমেন ॥ আঃ! [যন্ত্রণায় চীৎকার করে]

সঞ্জয় ও সীতা দৌড়ে আসে সীতার সিঁথিতে সিঁদুর।

সঞ্জয় ॥ একি—বাবা—তুমি—তুমি এতো কাঁপছো কেন?

হেমেন ॥ ডানদিকটায় জোর পাচ্ছি না রে—মনে হচ্ছে [কথা জড়িয়ে যায়] পক্ষাঘাত।

সীতা ॥ একজন ভালো ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ডাকতে পাঠাও না।

হেমেন ॥ দেখি মা—দেখি—আহা জীবন ভরে গেল—মন ভরে গেল। তুই আমার সত্যিকারের সীতা মা। এবার আমি যাই—আসছি—আমি আসছি বিধুমুখী। ঐ ছাখ সঞ্জয়, তোর মা হাসছে—সীতাকে দেখে হাসছে—আশীর্বাদ করছে, একি—ডানদিকটায়—জোর পাচ্ছি না যে—[কথা জড়িয়ে যায়] মহা-জ-নের-মেয়ে আর— [কুমুদিনী গগন সীতাসহ হেমেনের প্রস্থান]

সঞ্জয় ॥ হায় ঈশ্বর! একি হলো? দুর্গাকাকা চলুন। কলকাতার সেরা ডাক্তারদের এনে আমি বাবাকে সুস্থ করে তুলবো—

দুর্গা ॥ হ্যাঁ চলো। আর দেরী নয়। [সঞ্জয় ও দুর্গাসহ সকলের প্রস্থান]

একাদশ দৃশ্য

কিন্নরীর বাড়ী।

কিন্নরীর প্রবেশ।

কিন্নরী ॥ মামলা করবো। জেলে পুরবো সব কটাকে। স্কাউণ্ড্রেল-গুলো কি পেয়েছে কি? যা খুশী তাই করে যাবে?

মিঃ মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখার্জী ॥ কি, ব্যাপার কি বল তো? তখন থেকে তুমি এতো একসাইটেড্ হয়ে চীৎকার করছো কেন?

কিন্নরী ॥ কেন করছি জানো না? জুয়েলারী, স্টেশনারী, এমব্রয়ডারী, টেলারিং—সব দোকান থেকে একসংগে বিল পাঠিয়েছে। সবাই জোট পাকিয়ে একটা ফাইন্যাল ডেট দিয়ে বলেছে—এ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে সব দেনা শোধ না করলে ওরা মামলা করবে।

মুখার্জী ॥ ও! মামলা তাহলে তুমি করছো না—ওরা করছে।

কিন্নরী ॥ ওরা করার আগে আমি করবো। আমি মিসেস রায়বাহাদুর। আমাকে ওরা কোর্টের ভয় দেখায়!

রণজিতের প্রবেশ।

রণজিৎ ॥ ভয় দেখাবার সুযোগ তুমি ওদের করে দিয়েছো—তাই ওরা ভয় দেখাচ্ছে। চারদিক থেকে দুহাতে ধার করে গয়না গড়াচ্ছো।

টয়লেট কিনছো—জামা কাপড় করাচ্ছো। ওরা টাকা না পেলে ছেড়ে দেবে কেন ?

কিন্নরী ॥ কেন ? সে সব কি আমার জন্যে করছি ? সব তো করছি ঐ গোপালের জন্যে।

রণজিৎ ॥ না। সব গোপালের জন্যে নয়। ওর দাদুর হাজার টাকায় তুমি নিজেও বেশ বড়ো কামড় দিচ্ছো।

মুখার্জী ॥ সেকি ? তুমি কাকে কামড়াচ্ছো ?

কিন্নরী ॥ এখনো কামড়াইনি—এবারে কামড়াবো।

মুখার্জী ॥ বাট্ হোয়াই অ্যাণ্ড হুম ! কেন এবং কাকে ?

কিন্নরী ॥ টাকার জন্য—তোমাকে।

মুখার্জী ॥ ও নো নো। আমাকে কামড়ে তুমি টাকা পাবে না। পেনসনের টাকা যা আসে সব তুমি নাও। আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছুই থাকে না। মাঝে মাঝে ক্রুণ্ চুরুট আনতো—এখন বেশ কিছুদিন ওসব দেখতেও পাই না। সিগার থেকে সিগারেট—এখন এসে ঠেকেছে এই বিড়িতে। [বিড়ি বার করে]

রণজিৎ ॥ এবার থেকে বিড়িও বন্ধ। এই সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে আমি হেরে যাচ্ছি। অ্যাণ্ড্ অ্যাট্ লাস্ট আই হ্যাভ গট এ গুড্ নিউজ। সর্বশেষ সুসংবাদে আমি জানতে পেরেছি যে, আমি বাঁকুড়ার ডি. এম. হয়ে বদলী হয়ে গেছি। কাজেই এখানে আমি আর থাকছি না—এবং তোমাদের জন্যে টাকা পয়সা খরচ করাও আর সম্ভব নয়।

কিন্নরী ॥ সেকি ? তবে আমাদের চলবে কি করে ?

রণজিৎ ॥ গড্ নোজ। তবে বাবা—তোমাকে আমি একটা অফার দিয়ে রাখছি। তুমি যদি কলকাতার মায়া ছেড়ে আমার কাছে

গিয়ে থাকতে চাও—তবে আমার আপত্তি নেই। মা যাবে না জানি। তাই মাকে আর আমি এই প্রোপোজাল দিলাম না।

মুখার্জী ॥ বাঃ চমৎকার! অ্যান আইডিয়াল সান্। বাট মাই সান্—তোমার মার এই বিপদে—

রণজিৎ ॥ মার বিপদ মা নিজে ডেকে এনেছে। কলকাতায় চারটে বাড়ী আর তোমার পেনসন। এ টাকায় তোমাদের তিন-জনের স্বন্দর কেটে যেতো। ইন্দুর ভালো বিয়েও হতো। কিন্তু মার জেদে সব নষ্ট হয়ে গেল। মন্দিরাকে ঘাড়ের ওপরে বোঝা করে রাখার কোনো দরকার ছিল না।

কিন্নরী ॥ রুণু!

রণজিৎ ॥ চোখ রাঙিও না মা। তোমার ভয়ে কুঁকড়ে থাকার দিন আর নেই। তবে একটা কথা বলে রাখি—নিজের মঙ্গল যদি চাও তবে মন্দিরাকে আর ওর ছেলেকে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দিও। ওদের জামিন রেখে মাসে হাজার টাকা রোজগারের লোভ তুমি ছাড়তে না পারলে সবশুদ্ধ তোমরা পাতালে তলিয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

মুখার্জী ॥ কথাটা রুণু বোধহয় ঠিকই বলেছে কিন্নরী।

কিন্নরী ॥ তার মানে? তুমিও ওর দলে?

মুখার্জী ॥ দলাদলি কি এই বয়সে পোষায় কিন্নরী? দলাদলি নয়। মনে হয় মন্দিরাকে ওর নিজের জায়গায় পাঠালেই ভালো করতে।

মন্দিরার প্রবেশ।

মন্দিরা ॥ কেন বাবা? এটা কি আমার নিজের জায়গা নয়?

মুখার্জী ॥ অফ্‌ কোর্স তোমার নিজের জায়গা। কিন্তু কথাটা আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি রে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার দেখিস তো মা তোর চেহারাটা কি হয়েছে ? কেন থাকবি তুই এখানে ? কি দুঃখ তোর ?

কিন্নরী ॥ ওর বর একটা স্বদেশী ডাকাত। সেখানে ওকে থাকতে বলো তুমি ?

মুখার্জী ॥ তোমাকে একটা কথা বলি কিন্নরী। লর্ড ওয়াভেলের সেক্রেটারী মিঃ বারহ্যাম সাহেব একদিন আমাকে বলেছিলেন—মুখার্জী—তোমার দেশের তাজা টগবগে জোয়ানগুলো যখন আমাদের পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় তখন শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নুয়ে পড়ে মাটির সংগে।

কিন্নরী ॥ কি বলতে চাইছো তুমি ?

মুখার্জী ॥ সারাজীবন ইংরেজের দাসত্ব করছি—মনে মনে তাই গোলাম হয়েই থেকে গেলাম। কিন্তু যে ছেলেগুলো নিজেদের দেশে নিজেদেরই মনিব বলে ভাবতে চায়—তাদের গুণ্ডা বলে ছোট করি কি করে ?

কিন্নরী ॥ তার মানে ?

মুখার্জী ॥ ভুল করলে ভুলটা স্বীকার করাই তো ভালো কিন্নরী। নিজের কাছে অন্ততঃ সৎ থাকা যায়।

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ সব গেল—সব গেল। সমাজ সংসার সব রসাতলে গেল।

মন্দিরা ॥ কি হয়েছে কাকা ?

সত্যানন্দ ॥ তোমার সর্বনাশ। হায়—হায়—হায়।

কিন্নরী ॥ কেন ? কি হয়েছে সঞ্জয়ের ?

সত্যানন্দ ॥ সঞ্জয়ের কিছু হবে কেন ? ওর তো ডবল লাভ। নটী সীতা দেবীকেও পেল—আবার তার অগাধ টাকাও পেল।

কিন্নরী ॥ একটু খুলে বলুন বেয়াই মশাই।

সত্যানন্দ ॥ সঞ্জয়ের বিয়ে দিয়েছে দাদা—নতুন বিয়ে—নতুন বৌ-এর নাম নটী সীতাদেবী।

মন্দিরা ॥ না না এ হতে পারে না—এ অসম্ভব—

মুখার্জী ॥ যে বিষগাছ নিজের হাতে পুঁতে এসেছিলি—এতোদিনে তাতে ফল ধরলো। অনেক দেরী করে ফেলেছিস। আর সম্ভব নয় বলে চীৎকার করে লাভ কি ? অধিকারটা অর্ধেক হয়ে গেল—তবু এখনও সময় আছে রে। অর্ধেকটা নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারিস—তবে এখুনি যা—শেষ চেষ্টা করে দেখ। এর পরে সে রাস্তাও তোর বন্ধ হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ আমি মামলা করবো।

কিন্নরী ॥ আদালতের আশ্রয় নিয়ে ঐ দজ্জাল বুড়ো আর ঐ লম্পট জামাইকে জেলের ঘানিতে ঘোরাবো।

সত্যানন্দ ॥ বোধহয় অতো সহজ হবে না ঠাকরুণ। হেমেন রায় এখনো কিন্তু বেআইনী কিছু করেনি। বহুবিবাহ এদেশে এখনো বেআইনী নয়—

কিন্নরী ॥ তাহলে কি করতে হবে—রাস্তা কি ?

সত্যানন্দ ॥ ব্যস্ত হবেন না। সোমেনের সংগে আর বাঘা বাঘা দুচার-জন উকীলের সংগে পরামর্শ করে রাস্তা বের করতে হবে। হপ্তাখানেক এ বাড়ীতে থাকা যাবে তো ?

কিন্নরী ॥ স্বচ্ছন্দে! চলুন আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। পরে আলোচনা করা যাবে। ঐ চামারগুলোকে পথে বসাতে না পারলে আমার শান্তি নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। [প্রস্থানোদ্যত।

সত্যানন্দ ॥ আসি মা জননী। আমি যখন এসে পড়েছি—ব্যবস্থা তখন একটা হবেই। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে হেমেন রায়—এর শোধ আমি তুলবোই—

সোমেনের হাতকড়া অবস্থায় প্রবেশ। সঙ্গে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মিঃ সামন্ত ও কনস্টেবল হরি সিং।

সোমেন ॥ সে সুযোগ বোধহয় আর হলো না কাকা।

সত্যানন্দ ॥ একি ভাইপো—হাতে আবার গয়না পরলে কেন?

মিঃ সামন্ত ॥ ওষুধ চুরির অভিযোগে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মন্দিরা ॥ এসব কি বলছেন? আপনি জানেন—ও কে? কত বড় ডাক্তার?

কিন্নরী ॥ এম. বি.—এফ. আর. সি. এস। কলকাতায় কটা এফ. আর. সি. এস. আছে বলুন তো—

মিঃ সামন্ত ॥ খুব বেশি নেই। তবে একথা যদি ভাবেন, যে কজন আছেন—তাদের মধ্যে উনি একজন তাহলে ভুল ভেবেছেন।

মন্দিরা ॥ তার মানে—কি বলতে চান আপনি? একজন মানী লোককে arrest করেছেন—এর জন্য কিন্তু আপনাকে ভুগতে হবে মিঃ—?

মিঃ সামন্ত ॥ সামন্ত। ইন্‌স্পেক্টার সামন্ত। আপনি মিথ্যেই আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করছেন। যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে আমরা ওঁকে অ্যারেষ্ট করতাম না। এম. বি. পাশ উনি করেছেন ঠিকই—

কিন্তু এফ. আর. সি. এস. উনি হননি। জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে—কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদের অভিযোগ নেই। হাসপাতালের ওষুধ চুরি করে—উনি রোগীদের ভেজাল ওষুধ খাওয়াতেন—ওঁর অপরাধ সেটাই। আশা করি কোর্টে আমরা সেটা প্রমাণও করতে পারবো।

সত্যানন্দ ॥ ভাইপো—এটা তুমি কি করলে? জাল ওষুধের ব্যবসা করা আর মানুষ খুন করা যে একই অপরাধ। তুমি তাহলে খুনী হয়ে গেলে?

মিঃ সামন্ত ॥ আর সেই খুনীকে সাহায্য করার জন্যে আপনাকেও অ্যারেস্ট করছি। হরি সিং।

হরি ॥ ইয়েস স্যার। এই যে হাত দুটো দিন, আপনিও পরুন একজোড়া গয়না।

সত্যানন্দ ॥ ভালো হচ্ছে না। ভালো হচ্ছে না পুলিশ। আমার বাড়ী কলকাতায় নয়—

মিঃ সামন্ত ॥ এখন তো আপনি কলকাতায়—আমাদের এক্তিয়ারে। হরেনবাবু, [হরেনের প্রবেশ] কার কাছে আপনি ওষুধগুলো দিয়ে আসতেন?

হরেন ॥ এই সত্যবাবুর বাড়ীতে। উনিই সব মাল রাখতেন আর টাকা নিতেন। আমি নিজে টাকা পৌঁছে দিয়েছি।

সত্যানন্দ ॥ একি? তুমি বেইমানী করলে হরেন?

হরেন ॥ না করে উপায় কি? হাসপাতালের চাকরীটা তো ঐ জাল ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে গেল। আর. এস. ডাক্তারবাবু যে সন্দেহ করে পিছনে সি. আই. ডি. লাগিয়েছিলেন—তা তো আপনারা

জানতেন না। তাই ঐ সোমেনবাবু আমাকে নতুন কাজ থেকে যেদিন জবাব দিলেন—

সত্যানন্দ ॥ এত বড় ভুল কেউ করে। সহকারীকে তুমি জবাব দিলে কেন সোমেন ?

মন্দিরা ॥ আমি এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কিসের জাল ওষুধ ? কোথায় পেত সোমেন—কেন ওসব করতো ?

সোমেন ॥ লোভ বৌদি। বড়লোক হবার লোভ। যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবে। কাকা—মনে হলো জেলের ঘানিটা একলা আর ঘোরাই কেন—তাই তুমি এখানে এসেছো জেনে সামন্তবাবুকে আমিই নিয়ে এলাম এখানে।

সত্যানন্দ ॥ ভালোই করেছো। চলো ভাইপো। যাওয়া যাক—এক যাত্রায় আর পৃথক ফল হয় কেন ? শুধু ঐ মহাজনের মেয়েকে শেষবারের মতো দেখতে পেলে একটু শান্তি পেতাম। তা যখন আর সম্ভব হলো না—তখন চলো যাই। আসি বৌমা—আসি। আবার দেখা হবে।

[সকলের প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ কি হবে মা ?

কিন্নরী ॥ তাই তো ভাবছি। কি করবি বল তো ? শ্বশুরবাড়ীতেই তাহলে—

মন্দিরা ॥ মা—আ। কি বলছো তুমি ! হেরে যাবো ! এতোদিন মাথা তুলে যেখানে যেতে পারতাম—অথচ যাইনি—বারবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি—অথচ হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছি। সেখানে মাথা নীচু করে ফিরে যাবো, ভিক্ষে চাইবো আশ্রয়। অন্নবস্ত্র

আর অধিকার—দাবী জানাবো ঐ নটীর কাছে! পারবোনা মা—! আর কেউ তা পারলেও তোমার মেয়ে—এই মন্দিরা কোনদিনই তা পারবে না।

কিন্নরী॥ পারবি না তো বুঝলাম। কিন্তু করবিটা কি? ইন্দুর বিয়ে তো আর সোমেনের সংগে হচ্ছে না। আর সোমেনও চলে গেল শ্রীঘরে। এখন বুড়োর কাছ থেকে ঐ হাজার টাকা ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা তো রইল না। তাই বলছিলাম কি মন্দিরা—স্বামীর ঘরই তো নারী জাতির শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। বাচ্চাটাকে আমার কাছে রেখে তুই বরং সেখানেই ফিরে যা মা। সেখানেই ফিরে যা।

এরপরে—মাইক্রোফোনে—

ঘোষণা ঃ

[এরপরে কেটে গেছে আরও কয়েকটি বছর। সঞ্জয়ের চুলের দুপাশে দেখা যাচ্ছে রূপোলী রং—তবু এ বাড়ীতে অনাবিল শান্তি। আর পাশেই কিছুদূরে কোলকাতার অপর প্রান্তের আরেকটি বাড়ীতে তখনও ষড়যন্ত্রের আসর বসছে নিয়মিত। তবু সত্যানন্দ পরাজিত। সীতার সম্পত্তি দখলের মামলায় হেরে গিয়ে সে আরও ক্রুদ্ধ। তবে তার সেই অর্থহীন ক্রোধ সঞ্জয়ের শান্তি ভাঙতে পারেনি। সঞ্জয়ের শান্ত সংসারের—শান্তির প্রতিচ্ছবি তখন সুস্পষ্ট। মহাযুদ্ধের বাজনা বাজছে তখন পৃথিবীতে—তবু সঞ্জয়ের জীবনে শুধু শান্তি। হেমেন রায়, আজও জীবিত—তবে পক্ষাঘাত-

গ্রস্ত। চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে একটু-আধটু চলাফেরা করেন। কলকাতার বাড়ীতে মহাজন হেমেন রায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আর মহাজনের মেয়ে সীতা—তাদের সুন্দর সংসারকে ঘিরে সুখেই থাকেন। কুমুদিনী আর গগন অষ্টপ্রহর লেগে আছে কত্তাবাবুর সেবায়। আর অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের ছোটতরফের বাড়ীতে তখনো বসে ষড়যন্ত্রের আসর। সোমেন সত্যানন্দ তখনো অপেক্ষা করে যাচ্ছে সুযোগের। সীতার রূপ সুখ শান্তির কথা আগুন জ্বালায় তার বুকে। কিন্তু উপায় কি ?]

দ্বাদশ দৃশ্য

সঞ্জয়ের বাড়ী।

সঞ্জয় ॥ শান্তি, শান্তি, শান্তি—এক অখণ্ড শান্ত, সুখী জীবনে এসে পৌঁছেছি বাবার আশীর্বাদে, শুধু ছেলেটাকে যদি একবার এখানে আসতে দিতো ওরা তবে জীবনের সুখের পাত্র আবার কানায় কানায় ভরে উঠ্‌তো।

সীতার প্রবেশ।

সীতা ॥ গোপালকে দেখতে আমারও বড়ো ইচ্ছে করছে গো—যাবো একবার ও বাড়ীতে ?

সঞ্জয় ॥ না সীতা। থাক। নতুন করে আর অসম্মানের মধ্যে তোমাকে যেতে দোবো না। গোপালকে ওরা এখানে আসতে দেবে না।

সীতা ॥ কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি। ছেলের কথা ভেবে তোমার শরীর মন ভেঙ্গে পড়ছে।

সঞ্জয় ॥ কথাটা মিথ্যে নয় সীতা। মাতৃগর্ভে গোপালের অস্তিত্বের কথাই কেবল শুনেছিলাম কিন্তু জন্মের পরে তাকে চোখে দেখার সুযোগ আর হলো না। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়—জীবনের ওপর কালো পর্দাটা যদি হঠাৎ একদিন নেমে আসে তাহলে আমার রক্তের গোপালের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না।

সীতা ॥ ছিঃ! ও কথা বোলো না। তুমি দেখো—গোপাল একদিন তোমার বুকে ঠিক ফিরে আসবে।

সঞ্জয় ॥ হয়তো আসবে। কিন্তু বড়ো দেরী হয়ে যাচ্ছে সীতা—হেমেন রায়ের শিক্ষাদীক্ষার উত্তরাধিকার করে গোপালকে তৈরি করার সুযোগ হয়তো পাবো না।

সীতা ॥ আমার ওপরে তোমার ভরসা নেই ?

সঞ্জয় ॥ তোমার ওপরে ? তোমার ওপরে ভরসা না থাকলে নিজেকেই কবে বেহিসেবীর মতো খরচ করে ফেলতাম।

সীতা ॥ তবে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। গোপালের ভার যে করেই হোক—আমি তুলে নোবো। বিষ্ণুপুরের রায়বাড়ীর ঐতিহ্য আমি বেঁচে থাকতে নষ্ট হবে না।

সঞ্জয় ॥ আমাকে তুমি নিশ্চিন্ত করলে সীতা।

দুর্গা মিত্রের প্রবেশ। সংগে অসুস্থ হেমেন রায় ও কুমুদিনী।

দুর্গা ॥ শুধু তোমাকে নয় সঞ্জয়—সীতা আমাদের সকলকেও নিশ্চিন্ত করেছে।

সঞ্জয় ॥ কি ব্যাপার কাকা? বাবাকে নিয়ে এলেন যে!

দুর্গা ॥ হেমেনদা একলা আর বিষ্ণুপুরে থাকতে চাইছেন না সঞ্জয়।

হেমেন ॥ হ্যাঁরে—আ-মা-কে তোরা থাকতে দেনা।

সীতা ॥ একি বলছেন বাবা? আপনি আমাদের কাছে থাকবেন এ তো আমাদের অনেক জন্মের পুণ্য।

কুমুদিনী ॥ হ্যাঁ বৌদি—আমাদের সেবা আর ওঁর ভালো লাগছে না।

সীতা ॥ কিন্তু কাকা—থিয়েটার থেকে আপনি যদি ছুটি না দেন। তাহলে বাবা—

দুর্গা ॥ দিলাম মা। এই অসুস্থ মানুষটা শেষ জীবনে তোমার সেবা পেতে চান। ওদিকে বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চও চায় তোমার সেবা। এতদিন ইতস্ততঃ করছিলাম। কিন্তু আর না—মহাজনের মেয়ে তুমি। মহাজনের শেষের দিনগুলো তোমার সেবায় মধুর করে তুলতে আমি যদি বাধা দিই—তাহলে সেটা পাপ হবে। অন্যায় হবে।

সীতা ॥ আঃ বাঁচালেন কাকা। আসুন বাবা—বসুন।

হেমেন ॥ সো-মে-ন। সো-মে-ন—কে-মন আছে—

সঞ্জয় ॥ সোমেন ভালো আছে বাবা—কলকাতাতেই আছে।

হেমেন ॥ দে-দে-দে-খ।

কুমুদিনী ॥ কর্তাবাবু ছোট দাদাবাবুকে দেখতে চাইছেন বোধহয়।

সঞ্জয় ॥ ঠিক আছে। ওতো—

দুর্গা ॥ সোমেনের জেলের খবর হেমেনদা জানে না সঞ্জয় ?

সঞ্জয় ॥ শুধু জেল নয় কাকা—তার পরেও দুঃসংবাদ আছে !

হেমেন ॥ কি—কি—ব-ল-ছে—ওরা—?

সীতা ॥ কিছু না—বাবা। ঠাকুরপোকে খবর দেবে কিনা বলছে।

হেমেন ॥ হে-হে-হে। দে—বে। দে—বে।

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ। দোবো। গগনদা আসেনি কুমুদিনী ?

কুমুদিনী ॥ এসেছে। কত্তাবাবুর মালপত্র তুলছে। আমিও যাই—দেখি।

[প্রস্থান।

দুর্গা ॥ তোমার কাকার খবর জানো সঞ্জয় ?

সঞ্জয় ॥ না তো কি হয়েছে ?

দুর্গা ॥ বোধহয় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। জেল থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক কেমন যেন সাধু সাধু হয়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ—তোমার বাসাতে এখানে আসার সময়—গেটে এসে বললেন—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো দাদাকে। আমি বললাম কলকাতায়—তোমার ওখানে—তা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন—ঠিক আছে যাও—আমিও যাচ্ছি। সবাই ষড়যন্ত্র করে বিষ্ণুপুরের রায় বাড়ীটার বারোটা বাজালে। দাদা ছিল এখানে যেন সূর্যের আলো। এটাকেও নিভিয়ে দিতে যাচ্ছো। যাও—নিয়ে যাও। তারপর—উকীল চাই—একটা উকীল বলে ছুটে কোথায় চলে গেল।

সীতা ॥ সেকি ? তাহলে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে—!

সঞ্জয় ॥ হয় তো অনুতাপ এসেছে। কিংবা জেলের অসহ্য পরিবেশে উত্যক্ত হয়ে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। যাক—আমি যে এবারে একটু বেরুবো সীতা। বাবাকে তুমি শুইয়ে দাওগে।

সীতা ॥ কোথায় বেরুবে ? সেই মিটিং এ নাকি ?

দুর্গা ॥ এখনো মিটিং করছো ? এই যুদ্ধের ডামাডোলেও মিটিং হচ্ছে ?

সঞ্জয় ॥ হচ্ছে কাকা। এই যুদ্ধ শেষ হলে—ইংরেজরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে—এই রকমই কথা আছে। আজকের সভা তাই একটু আনন্দের সভাই হবে।

[প্রস্থান।

সীতা ॥ তাড়াতাড়ি ফিরো।

দুর্গা ॥ ওকে নিয়ে তোমার খুব দুশ্চিন্তা—তাই না মা ?

সীতা ॥ হ্যাঁ কাকা। আত্মভোলা মানুষ তো যুদ্ধের সময় চারিদিকে এতো মিলিটারী গাড়ীর ছোটাছুটি—

হেমেন ॥ স—স—স—

দুর্গা ॥ কে ? সঞ্জয় ?

হেমেন ॥ [হ্যাঁ] ক—ক—ই—

দুর্গা ॥ ও। ও তো বোধহয়—সোমেনকে খবর দিতে গেছে—

হেমেন ॥ হে-হে-হে—ভা—ল্—ও। ভাল্—ও।

সীতা ॥ বাবা আজকাল কম শুনছেন—না কাকা ?

দুর্গা ॥ হেমেনদার শরীরটা আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে সীতা—ডানদিকের সংগে—কানদুটোও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন শোনার শক্তিটা একটু একটু ফিরে পেয়েছেন।

সীতা। বিয়ের সংগে সংগে থিয়েটারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। এতদিন তাই সময় পাইনি। এবার আমি সময় পাবো—তাই আমার অসমাপ্ত কাজটা এবারে আমাকে শেষ করতে হবে কাকা।

দুর্গা ॥ কি কাজ মা ?

সীতা ॥ গোপাল আর গোপালের মাকে ফিরিয়ে আনবো এই সংসারে। আমার দলিলটা তৈরি করা হয়ে গেছে কাকা ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ মা। খুব অভিজ্ঞ অ্যাটর্নীকে দিয়ে তৈরী করিয়েছি। দু একদিনের মধ্যেই ওটা তোমার হাতে পৌঁছে যাবে।

সীতা ॥ কাউকে কিছু বলেন নি তো ?

দুর্গা ॥ না বলিনি—কিন্তু—তোমার সারাজীবনের উপার্জন সঞ্চয়ের ছেলেকে দিয়ে দিলে ? অসময়ের জন্যে কিছু রাখলে না মা ?

সীতা ॥ আমার তো অসময় কিছু নেই কাকা। নিঃসহায়। নিঃসম্বল ভিখারিনী এখন রাজরানী। আমার অমন রাজপত্তুর ছেলে—অসময় কেন হবে কাকা ?

দুর্গা ॥ না মা। তোমার জিনিস—তুমি দেবে—আমার কিছু বলার নেই। তবে জীবন তো অনেক বড়ো আর জটিল। তাই তোমাকে একটু সাবধান করে দিতে চাইছিলাম। কোথা দিয়ে কি বিপদ আসে তা কি বলা যায় কিছু ? [বাইরে চীৎকার—হট্টগোল—এই বাড়ী এই বাড়ী প্রভৃতি শব্দ] কি ব্যাপার ? এতো চেঁচামেচি কিসের ? [কুমুদিনী দৌড়ে আসে]

কুমুদিনী ॥ সর্বনাশ হয়ে গেছে বৌদি—সর্বনাশ হয়ে গেছে। দাদাবাবু গাড়ী চাপা পড়েছেন।

সীতা ॥ কি বলছো কি পিসী ? [একটি সতের আঠার বছরের ছেলে আর গগনের কাঁধে ভর দিয়ে সঞ্জয় আসে—সীতা আর্তনাদ করে ওঠে]

গোপাল ॥ আমি খেলতে যাচ্ছিলাম—একটা মিলিটারী লরী এসে আমাকে প্রায় চাপা দিচ্ছিলো—উনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন—আর লরীটা ওঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল।

দুর্গা ॥ সেকি ? মরো তো দেখি !

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ সীতা। এমন করে সব শেষ হয়ে যাবে—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

হেমেন ॥ এ এ এ—স স স—!

কুমুদিনী ॥ বাবু আপনি বসুন সব ঠিক হয়ে যাবে।

সীতা ॥ ওগো—একি হলো ? কেন এমন হোলো ?

হেমেন ॥ র—র—। আঃ হা-হা—আঃ।

সীতা ॥ বাবা—শান্ত হোন বাবা—এখন অধীর হলে চলবে কি করে ? বসুন—[দুর্গা পরীক্ষা করে। সঞ্জয় যন্ত্রণায় চেঁচায়—]

দুর্গা ॥ কিন্তু এখুনি তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি দেখছি।

সঞ্জয় ॥ লাভ নেই কাকা—হাড়গুলো বোধহয় সব ভেঙ্গে গেছে। একটু জল খাবো। একটু জল—

কুমুদিনী ॥ আমি আনছি [কুমুদিনীর প্রস্থান]

সীতা ॥ তুমি বাড়ী চলে যাও বাবা—তোমার বাড়ীতে আবার সবাই ভাবতে স্বরু করবেন—

গগন ॥ তোমার বাড়ী কোথায় ?

গোপাল ॥ এই তো কাছেই আমাদের বাড়ী। রায় বাহাদুর হৃদয়নাথ মুখার্জী আমার দাদু।

সঞ্জয় ॥ অ্যাঁ ? তোমার নাম কি ?

গোপাল ॥ গোপাল। শ্রীগোপাল রায়।

সঞ্জয় ॥ কি ? কি বললে ?

গোপাল ॥ গোপাল রায়।

সীতা ॥ তোমার বাবার নাম কি ?

গোপাল ॥ শ্রীসঞ্জয় রায়।

সঞ্জয় ॥ না—আঃ। সীতা—আমি পারছি না—আর পারছি না।

সীতা ॥ ওগো চুপ করো। ঘরে চলো। এ আমার কি হলো আজ—ও যদি ফিরেই এলো—তবে এমন করে এল কেন?

হেমেন ॥ কে—কে—কে?

সীতা ॥ বাবা—এই যে—এই যে আপনার হারানিধি—আপনার গোপাল—

[হেমেন বুকে টেনে নিয়ে হ্যা হ্যা করে—চুমু খায়—কাঁদে]

সঞ্জয় ॥ গোপাল—আমার গোপাল—বুকে আয় বাবা।

সীতা ॥ ওগো—তুমি এমন করছো কেন? আমি কি নিয়ে থাকবো বলো।

সঞ্জয় ॥ ঐ তো—ঐ তো সীতা তোমার অবলম্বন। ঈশ্বর আমাকে নিয়ে ওকে ফিরিয়ে দিলেন। [কুমুদিনী জল আনে] গোপাল—ঐ জলটা আমাকে দেবেন [গোপাল খাইয়ে দেয়] আঃ। তৃপ্তি। অসীম তৃপ্তি। আমার জীবনে পূর্ণতা আজ চারিদিকে—তবু এতো অন্ধকার কেন? চলো গগন কাকা—চলো কুমু পিসি নিয়ে চলো আমাকে—বাবার কথা ভাবতে ভাবতে আমাকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে দাও। [তিন জনের প্রস্থান :

সীতা ॥ কাকাবাবু—এ আমার কি সর্বনাশ হলো—হাসপাতালে পাঠালে কি ওকে বাঁচানো যাবে?

দুর্গা ॥ ঠিক বলেছো মা—হতাশায় ডুবে থাকলে তো চল্‌বে না। আমি যাচ্ছি মা—দেখছি—যদি কিছু করা যায় [গগন আসে]

গগন ॥ করার আর কিছু নেই বাবু! বিছানায় শুয়ে দাদাবাবু দু'টো

হেঁচকি তুললেন—ঝলক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে—সব শেষ হয়ে গেল।

সীতা॥ না—আ—[বেরুতে যায়—দুর্গা মিত্তির আটকায়]

দুর্গা॥ না মা। এখুনি ওখানে গেলে ও দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না। গগন—তুমি সব পরিষ্কার করে নতুন বিছানায় শুইয়ে দাও ওকে—

[গগনের প্রস্থান।

সীতা॥ না কাকা—না। আমি আর পারছি না। একটু বিষ— একটু বিষ আমাকে এনে দিন কাকাবাবু—ওর সংগে একই চিতায় পুড়ে আমাকে শেষ হয়ে যেতে দিন। [বলতে বলতে হাতের শাঁখা ভাঙ্গে—সিঁদুর মোছে] আমার দেবতাকে আমি হারিয়ে যেতে দোবো না।

দুর্গা॥ স্থির হও মা। ঐ দেখো—তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয়ের পূর্ব পুরুষ আর উত্তর পুরুষ। তোমার যে দায়িত্ব শেষ হয়নি মা।

গোপাল॥ সঞ্জয়? কোন সঞ্জয়?

সীতা॥ যাঁকে তুমি নিয়ে এলে এখানে—যাঁর মুখে তুলে দিলে শেষ তৃষ্ণার জল। ওরে উনি যে তোর সব। তোর ইহকাল—তোর পরকাল। তোর বাবা।

গোপাল॥ বাবা—উনি আমার বাবা। সঞ্জয় রায়—আমি কি বাবার বাড়ীতে এসেছি? ইনি কি আমার দাদু—হে—হ্যা—হ্যা—[কাঁদে]—দাদু—হ্যা—দাদু!

সীতা॥ গোপাল!

গোপাল॥ এতো কাছে থাকো তোমরা? তবু গ্র্যাণ্ড্ মা আসতে দেয়নি কেন?

সীতা ॥ গ্র্যাণ্ড্ মা ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ। আমার দিদিমা। বলতো এ বাড়ীতে নাকি রাক্ষসী আছে।

সীতা ॥ ঠিকই বলতেন বাবা—আমিই সেই রাক্ষসী—সব খেয়ে বসে আছি।

গোপাল ॥ বুঝেছি। তুমি—তুমি আমার আরেক মা। আর এই আমার দাদু। চলো না—আমরা তিনজনে এক সংগে যাই বাবার কাছে। আমি যে ভালো করে দেখতেও পাইনি তাঁকে।

[প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

কিন্নরী ॥ কি আশ্চর্য ! কোথাও পাওয়া গেল না ! থানা হাসপাতাল সবই তো খোঁজা হয়ে গেল—ছেলেটা কি কর্পূরের মতো উবে গেল নাকি ?

মুখার্জীর প্রবেশ।

মুখার্জী ॥ নাঃ ! ঐ প্রিয়নাথের কাছেও কোনো খবর পেলাম না। দাদু ভাই তো কয়েকদিন ধরেই ওখানে যায় নি। ছোটজামাই তো সব শুনে অবাক হয়ে গেছে। একবার আসবেও বলেছে।

কিন্নরী ॥ কিন্তু মন্দিরাকে নিয়ে তো আর পারছি না। কাল থেকে ছেলেটা বেপাত্তা। মন্দিরা তো অন্নজল ত্যাগ করেছে। কেঁদে কেঁদে মেয়েটা অন্ধ না হয়ে যায়।

মুখার্জী ॥ অভিশাপ। বুঝলে কিরণ—ও হলো—অভিশাপ। একটা ছেলেকে তার বাপের কাছ থেকে তোমরা ছিনিয়ে রেখেছো এতোদিন। বিধাতা মুচকি হেসে ছেলেটাকে সরিয়ে রাখলেন।

মন্দিরার প্রবেশ।

মন্দিরা ॥ কেন বাবা? সরিয়ে রাখবেন কেন বিধাতা? কি দোষ করেছি আমি?

মুখার্জী ॥ দোষ একটু হয়েছে মা। এক যুগের ওপর হয়ে গেল। জন্মের পর থেকে ছেলেটা তার বাপকে দেখলো না—বাপও দেখতে পায়নি তার ছেলেকে। মাত্র একদিন ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে তোর বুকে যে ব্যথার ঝড় উঠেছে—তার ধাক্কাই সইতে পারছিস না—আর ছেলেটার বাবার কথা একবার ভাবতো! বিধাতাপুরুষ তাই ছেলেটাকে চোখের আড়াল করে তোকে নিয়ে একটু মজা দেখছেন বোধহয়।

মন্দিরা ॥ কিন্তু গোপাল? আমার গোপাল সুস্থ আছে তো?

মুখার্জী ॥ সে খবরও ঐ বিধাতাপুরুষই শুধু বলতে পারবেন মা।

কিন্নরী ॥ তুমি থামো তো। তখন থেকে অতো কু ডেকো না। তুই কিছু ভাবিস নি মা। ইন্দু—পানু দু'জনেই গোপালকে খুঁজতে যাবে। গোপালের খেলার ক্লাবেও যাবে। থানায়, হাসপাতালে যখন কোনো দুঃসংবাদ নেই—তখন আর ভাবনার কি আছে? ভালো খবর ঠিকই একটা আসবে।

মন্দিরা ॥ কিন্তু রাস্তাঘাটে মিলিটারীদের গাড়ীর জন্যে বড় ভয় করে যে! বুঝতে পারছি মা—এবারে আমার শাস্তি সুরু হোলো।

কিন্নরী ॥ শাস্তি কিসের? তোর অপরাধটা কি?

প্রাণনাথের প্রবেশ।

প্রাণ॥ অপরাধ ওঁর আছে—তবে আপনার থেকে বেশি নয়।

মন্দিরা॥ প্রাণনাথ [কাঁদতে থাকে] আমার গোপাল—

প্রাণ॥ শুনেছি। ভাববেন না কিছু। অপরাধের গ্লানি যদি আপনার মধ্যে এসে থাকে—তবে শাস্তি আপনার কিছু কম হবে। কিন্তু—

কিন্নরী॥ কি বলছো ?

প্রাণ॥ বুঝতে পারছেন—কি সর্বনাশ আপনি করেছেন।

কিন্নরী॥ আমি আবার কি করেছি ?

প্রাণ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ আপনি। আপনিই ওঁর সব নষ্ট করেছেন। ওঁকে ঘর থেকে তুলে এনে পথে বসিয়েছেন।

মুখার্জী॥ পথ কেন মাই সান ? এটা তো বাড়ী—আমার বাড়ী।

প্রাণ॥ এ বাড়ী আর আপনার নেই।

মুখার্জী॥ কেন ? কেসে কি আমরা—

প্রাণ॥ হেরে গেছেন। পাওনাদাররা ক্রোক করে নিয়েছে এ বাড়ী।

মুখার্জী॥ কিন্তু আমি তো কিছু জানি না।

প্রাণ॥ আপনাকে আমাদের ব্যারিস্টার কিছু জানতে দেননি—পাছে আপনি দুঃখ পান। তাই চিঠিতে আমাকে সব জানিয়েছেন।

কিন্নরী॥ আমি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করবো।

মুখার্জী॥ আপীল তুমি শুধু ঈশ্বরের কাছে করো কিরণ। শেষ আশ্রয়টাও গেল। নাউ হোয়াট টু ডু ? কোথায় যাবো ? কোথায় থাকবো ?

প্রাণ॥ আমার কাছে। আমার বাড়ীতে—

কিন্নরী॥ আর মন্দিরার কি হবে ?

প্রাণ ॥ ওর নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে।

মন্দিরা ॥ না। আর তা হয় না। তোমরা আশ্রয় দিতে না পারলে—গোপালকে নিয়ে আমি পথে পথে ঘুরবো।

প্রাণ ॥ প্রথম ভুলটা সংশোধন করার এখনো সময় আছে। দ্বিতীয়বার ভুল করলে সে রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে। যাই হোক—এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে একমাসের মধ্যে এটা মাথায় রেখে যা ব্যবস্থা করবার করুন। তবে পথের আশ্রয়টা কোনো কাজের কথা নয়। ওটা আনন্দের কথাও নয়। পথ সাধারণতঃ পিছলই হয়। আমি যাই—গোপালের খোঁজে বেরুতে হবে।

মুখার্জী ॥ পাণুর কথাটা তুই ভেবে দেখিস মা—যেখানে তোর দাবী বেশি—সেখানে ফিরে যাওয়াই বেশি বুদ্ধির কাজ হবে।

কিন্নরী ॥ তাই বলে মাথা নীচু করে ঐ বাড়ীতে—

মুখার্জী ॥ মাথা উঁচু করা মানুষের সামনে মাথা নীচু করতে দোষ নেই কিরণ। এটা ওর পরাজয় হবে না। ওর মাথায় আর কোনো প্যাচ ঢুকিয়ে ওকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিও না কিরণ—হ্বাট্ উইল ব্যাড্‌লি টেল আপন হার ফিউচার। ভবিষ্যতে আলোর রোশনি ও আর কোনোদিনই দেখতে পাবে না।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ মা!

কিন্নরী ॥ তবে তাই কর মা—সকলে যখন বলছে—

মন্দিরা ॥ তুমি? তুমিও আমাকে ফেলে চলে যাবে মা?

কিন্নরী ॥ কি করি বল। এখানে থাকার তো আর জায়গা নেই। তুই বরং তোর ঐ শ্বশুর বাড়ীতেই ফিরে যা।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ তুমিও—তুমিও সরে গেলে মা। আমার পাশে কি তবে কেউ নেই—কেউ থাকবে না? না না—আমার গোপাল আছে—গোপাল—গোপাল ফিরে আয় বাবা—তোকে নিয়ে আমি বরং চলে যাবো কাকার কাছে। সবাই আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে—কিন্তু কাকা ফেরাবে না—

সত্যানন্দের প্রবেশ।

সত্যানন্দ ॥ না ফেরাবো না। তোমাকে নিয়ে যাবো।

মন্দিরা ॥ কে?

সত্যানন্দ ॥ আমি। আমি বৌমা—সত্যানন্দ রায়কে চিনতে পারছে না।

মন্দিরা ॥ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?

সত্যানন্দ ॥ বিষ্ণুপুরের রায় বাড়ীতে। ওখানে আর সূর্য নেই। সূর্য অস্ত গেছে। তবে চাঁদের আলোটা এখনো জ্যোছনা ঢেলে দিতে পারে বিষ্ণুপুরের আকাশে—যদি তুমি যাও—যেতে রাজী হও।

মন্দিরা ॥ কিন্তু—ওখানে তো ওরা সকলে—

সত্যানন্দ ॥ কেউ নেই মা। কেউ নেই। আর থাকলেই বা কি? তুমি থাকবে আমার বাড়ীতে। আমার অন্ধকার বাড়ীটায় আবার আলো জ্বলবে আমার দাদুভাই—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বে—গোপাল বড় সুবোধ বালক ছিল—হা-হা-হা। কি সুন্দর—কি সুন্দর হবে সেই দিনগুলো—

মন্দিরা ॥ গোপাল নেই কাকা—গোপাল হারিয়ে গেছে!

সত্যানন্দ ॥ অসম্ভব। রায় বংশের শেষ সলতে—হারাতে পারে না। বোধহয় লুকোচুরি খেলবে বলে লুকিয়ে পড়েছে—গো—পা—ল।

মন্দিরা ॥ কাকা—আজ আমি সর্বহারা—আমি নিঃস্ব। আমার পাশে কেউ নেই—কোনো অবলম্বন নেই।

সত্যানন্দ ॥ কে বললে নেই—আমি আছি। আমি সত্যানন্দ রায় এখনো বেঁচে আছি। জানিস মা—আমার দাদাটাকে ওরা নিয়ে গেল। কতো করে বললাম—এত পাপ করেছি তোরা একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে দে। অসুস্থ হেমেন রায়ের সেবা করে একটু পবিত্র করে নিই আমাকে। কিন্তু শুনলো না—কেউ শুনলো না আমার কথা। কিন্তু যাবে কোথায় ওরা? সব কটাকে নিয়ে যাবো ওখানে। আগে যাবি তুই আর গোপাল—

মন্দিরা ॥ কিন্তু গোপালকেই যে খুঁজে পাচ্ছি না কাকা—

সত্যানন্দ ॥ বালগোপাল তো! হারামজাদা ভারী দুষ্টু। ছাখ হয়তো ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ক্ষীর ননী খাচ্ছে চুরি করে হা—হা—হা। শোন্ আমি গাড়ী ডেকে আনছি—আগে তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি বিষ্ণুপুরে তারপর—এক এক করে ঐ হেমেন রায়কে, সঞ্জয়কে, মহাজনের মেয়েকে আর—ও না না আরেকজন সে নেই। একটা লোক কম হয়ে গেল রে। একটা লোক কম হয়ে গেল। আমি গাড়ী ডেকে আনি। তৈরি হয়ে নে। দেরী করিস নি।

[প্রস্থান।

মন্দিরা ॥ একি? কাকাও কি সুস্থ নেই। কথাবার্তা কেমন যেন গোলমেলে—তবে কোথায় যাবো রে গোপাল? তাহলে কি তোর কাকার মত আমাকেও আত্মহত্যা করতে হবে—

সীতা ও গোপালের প্রবেশ। বিধবা ও পিতৃদায়ের পোশাক পরা অবস্থায় সংগে পাথরের মত স্তব্ধ হেমেন রায়।

সীতা ॥ আত্মহত্যা যে পাপ দিদি!

মন্দিরা ॥ কে? কে তুমি? তুমি—তুমি সেই—গোপাল—গোপাল কাছে আয় রে—কোথায় ছিলিস রে?

গোপাল ॥ নতুন মার কাছে—ঐ তো আমার নতুন মা।

মন্দিরা ॥ কিন্তু—কিন্তু—এ তোর কি পোষাক?

সীতা ॥ ওর বাবা আর নেই দিদি। হারিয়ে গেছেন।

মন্দিরা ॥ না—আ। তা হয় না। প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ না দিয়ে তিনি হারিয়ে যেতে পারেন না।

গোপাল ॥ কাল আমি যখন খেলার মাঠে খেলতে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বাবা—

মন্দিরা ॥ না—আ—উঃ একি হলো—এমন করে সব শূন্য হয়ে গেলো কেন—কে? [হেমেন রায়কে দেখে] ইনিই কি সেই মহামানব —মহাজন। বাবা সে তো নেই, নেই—আমি নিঃস্ব—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। বলুন আমাকে আপনি ক্ষমা করেছেন। বলুন—বলুন বাবা ক্ষমা করেছেন—একবার ডাকুন—বৌমা বলে। আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে—আমার দেহের সব অশান্তির আগুন নিভিয়ে দিতে—আপনার ঐ কল্যাণ হাতের স্পর্শ একবার বুলিয়ে দিন আমার মাথায়।

হেমেন ॥ ব—উ—মা—হা-হা-হা—[কেঁদে ফেলে]

সীতা ॥ সর্বনাশের মধ্যে একটা সান্ত্বনার কথা বলে যাই। গোপাল ওর বাবার মুখে শেষ জলটা দিতে পেরেছে আর ওর দেওয়া মুখে আগুনও উনি পেয়েছেন।

মন্দিরা ॥ আমাকে একবার খবর দিলে না কেন?

সীতা ॥ সময় পাইনি। বড় তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল দিদি। কিন্তু এবারে যে আমি যাবো!

গোপাল ॥ না মা। তোমাকে কোথাও যেতে দোবো না। তুমি তো আমাদের কাছেই থাকবে।

হেমেন ॥ হ্যা-হ্যা-হ্যা—এখানে—থাকবে।

সীতা ॥ তোর কাছেই আমি থাকব বাবা। তোর কাছেই থাকব। তবে—

মন্দিরা ॥ তবে! কোথায় যাবে তুমি?

সীতা ॥ লগ্নভ্রষ্টা সীতা হয়েছিল রায় বাড়ীর বৌ। সব পেলাম—শেষে আবার সব হারিয়ে গেল। আর আমার আকর্ষণ কিছু নেই দিদি। বৈরাগ্য নিয়ে পথে পথে ঘুরবো—তীর্থে তীর্থে গান গেয়ে দিন কাটিয়ে দোবো।

হেমেন ॥ না না না—

মন্দিরা ॥ আমাকে তোমার সংগে নেবে?

হেমেন ॥ না না না—

সীতা ॥ তাই কি হয়? আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে—আর তোমার কাজ যে এবার স্থুরু হবে। গোপালকে মানুষ করতে হবে না?

মন্দিরা ॥ কিন্তু এই পৃথিবীতে কোথাও যে আমার নিজের বলতে কিছু নেই। এক চিলতে ঘরও নেই যেখানে ছেলেকে নিয়ে আমি মাথা গুঁজে থাকতে পারি।

সীতা ॥ রাজরাণীর মুখে এ কথা সাজে না। এই নাও দিদি—এটা রাখো। তোমার সব আছে। [একটা লম্বা খাম দেয়]

মন্দিরা ॥ কি ওটা?

সীতা ॥ দলিল। আমার স্থাবর অস্থাবর যা আছে—আমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি ওঁর নামে যা ছিল—তার সবকিছুর একমাত্র

উত্তরাধিকারী হবে ঐ গোপাল। তুমি ওর অছি হয়ে সব দেখা শোনা করবে। আর তোমাদের বাড়ীটাও বেনামীতে আমিই কিনে নিয়েছিলাম দিদি। ওটা তোমার বাবাকে ফেরৎ দিও।

মন্দিরা ॥ তুই—তুই এতো বড়ো সীতা—এতো মহৎ। এক মুহূর্তে ভিখারিনীকে রাজরাণী করে দিলি? কিন্তু তোকে আমি যেতে দোবো না বোন। এসব তুই রাখ। শুধু আমার গোপালকে তুই মানুষ করে দে। আমার জীবন বড়ো অর্থহীন রে।

হেমেন ॥ গো-পা-ল-কে—দে-খ-তে হ-বে যে।—

সীতা ॥ কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে বাবা। সব বাঁধন ছিঁড়ে পথে বেরিয়েছি—আর তো ঘরে ফিরবো না। ভেবো না দিদি—গোপাল মানুষ হবেই। ওর মাথার ওপরে আছে—ওর বাবার আর ওর দাদুর আশীর্বাদ। ওদের আদর্শে ওকে বড়ো করে তোলো। জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে। আসি দিদি—

[প্রস্থান।

গোপাল ॥ মা। মাগো। তুমি যাবে না—তোমাকে যেতে দেবো না।

[প্রস্থান।

হেমেন ॥ সী—তা—আ—

মন্দিরা ॥ আটকে রাখ বাবা—আটকে রেখে দে তোর মহীয়সী নতুন মাকে। আমার কথা শুনবে না ও—কিন্তু তোকে ফেলে যেতে পারবে না—সীতা—দাঁড়া। সীতা—আমি পারবো না—তোর ছেলেকে আমি তোর হাতে তুলে দোবো—যাসনি সীতা—যাসনি—

[প্রস্থান।

হেমেন ॥ সীতা—মা—আ। ফি-রে আ-য়—ফিরে আয় ম-হা-জ-নে-র মে-য়ে—

[যবনিকা নেমে আসে]

যাত্রার বলিষ্ঠ নাটক !

নাচঘরের কান্না……**জি. সি. ভট্টাচার্য**

জন্মান্তরবাদের ওপর রচিত বাংলা নাটক ।

রোশনি-হারা নবাব……**অনিল দাস**

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আজ রোশনি-হারা । কেন ?

ঝাড়ুদার……**স্বদেশ হালদার**

ঘরোয়া মিষ্টি-মধুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক ।

আশায় বাঁধিনু ঘর……**সঞ্জীবন দাস**

প্রেম-ভালবাসা ব্যথা-বেদনা রহস্য-ষড়যন্ত্র……!

রক্তের পাপ……**জীতেন বসাক (সাহিত্য-শাস্ত্রী)**

রক্তের পাপ সন্তানকেও মাপ করে না ।

আজকের দুনিয়া……**স্বদেশ হালদার**

বর্তমান সমাজের জীবন্ত আলেখ্য ।

কলংকিত নায়ক……**সত্যপ্রকাশ দত্ত**

হ্যাঁ—পর-স্ত্রীর স্বামী হওয়া কলংকিত-চরিত্র বৈকি !

পেটের জ্বালা……**প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

বাস্তব পটভূমিকায় রচিত সামাজিক নাটক ।

নীচু তলার মানুষ……**রঞ্জন দেবনাথ**

টাকার লোভে বাপ বিক্রি করে দিলে তার ছেলেকে ।

সেই ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হ'লো । তারপর ?

জীবন নিয়ে জুয়া……**জি. সি. ভট্টাচার্য**

মানুষের জীবন নিয়ে চলছে জুয়া-খেলা । চমকপ্রদ নাটক ।

!! যাত্রার কয়েকখানি বলিষ্ঠ নাটক !!

জীবন্ত শয়তান——রঞ্জন দেবনাথ

হিন্দু যুবরাজ হ'লো মুসলমান। দিকে দিকে জ্বলে উঠ্‌লো ধ্বংসের আগুন।

ফাঁসির মঞ্চে——আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

'জনতা অপেরায়' অভিনীত দেশাত্মবোধক নাটক।

সোনার হরিণ——জীতেন বসাক (সাহিত্য-শাস্ত্রী)

নতুন স্বাদের এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা চমকপ্রদ নাটক।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক

বারুদের মসনদ

শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানিতে যশের সঙ্গে অভিনীত।

মানুষ গড়া কারিগর——জি. সি. ভট্টাচার্য

শিক্ষকের স্থান আজ কোথায়? তারই পটভূমিকায় রচিত।

নাগিনীর বিষ——রঞ্জন দেবনাথ

'নাগিনী ঢালিছে বিষ—দেহমন জ্বলে অহর্নিশ!'

ঝড় থামলো——রঞ্জন দেবনাথ

যাত্রামোদিগণের প্রশংসাধন্য বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক।

প্রিয়ার চোখে জল——রঞ্জন দেবনাথ

প্রেম মৃত্যুহীন। আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভিনব নাটক।

অভিশপ্ত রাজপুরী——শক্তিপদ সিংহ

এক রাজপুরীর জটিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র।

চৌধুরী বাড়ীর বৌ——জি. সি. ভট্টাচার্য

ঘরোয়া কাহিনী অবলম্বনে চমৎকার নাটক।

!! যাত্রার কয়েকখানি বলিষ্ঠ নাটক !!

প্রেম হলো অভিশাপ……রঞ্জন দেবনাথ

প্রেম-ভালবাসা কি অভিশাপ? নাট্যকারের দার্শনিক প্রশ্ন।

রমজানের চাঁদ……নন্দগোপাল রায় চৌধুরী

হুমায়ুনের মহত্ব আর বৈরাম খাঁর নিষ্ঠুরতা অবলম্বনে রচিত।

নকল গড়ের রাজা……জি. সি. ভট্টাচার্য

বলিষ্ঠ কাল্পনিক নাটক।

আমরাও মানুষ……রঞ্জন দেবনাথ

শিক্ষিত বিবেকবান যুবক বিনয় ভালবাসতো নূপুরকে, অথচ তার সিঁথির সিঁদুর সে মুছিয়ে দিলে। কিন্তু কেন?

আবীর ছড়ানো মুর্শীদাবাদ……সঞ্জীবন দাস

আলিবর্দী খাঁর সঙ্গে সরফরাজ খাঁর গিরিয়া প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত পৌরাণিক নাটক

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

সারথি, থামাও রথ

ও

মানুষ পেলাম না

(সামাজিক)

নির্মল বুক এজেন্সী॥ ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭০০০০৭